উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৪,৩৪০.০৯ (+৬০৯.৮৬)

নিফটি : ২২,৫৪৪.৭০ (+২০৭.৪০)

অনুপস্থিত অভিষেক, জল্পনা
ভুয়ো ভোটার ধরতে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটির প্রথম বৈঠকেই গরহাজির অভিষেক, যা নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। » ৫

হাইকোর্টের পরামর্শ
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ চায়ে পে চর্চায় মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	১৬°	১৪°	১৪°	১৬°

অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে সুনীল » ১২

২২ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 7 March 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 287

উত্তরের খোঁজে

পিঠে তৈরির গল্পের ঢঙে তাল তৈরির কারখানা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সন্দেশখালি। আরজি কর হাসপাতাল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গ রাজনীতিতে তিনটি ভিন্ন জায়গা চিরকালীন মাইলফলক হয়ে থাকল দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রথমত, শাসকদলে ছোট-মেজো-সেজোর দাদাগিরি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পিসি-ভাইপোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে আসলে। বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন সেক্টরে অবাধে তোলাবাজি, দাদাগিরি চলছে। অবলম্বন, নদী-জঙ্গল-খনি-রাজপথ-অবৈধ নির্মাণ।

দ্বিতীয়ত, সব বিরোধী পার্টির রাজনীতিকদের প্রতিবাদের খিলানটি অনেকটাই দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত মিথ্যার ওপর। ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই তাঁরা প্রতিবাদে নামা অভ্যাস করে ফেলেছেন। তিল থেকে তাল তৈরির কারখানার শ্রমিক হয়ে পড়ছেন অতি সহজে। নিজের অজান্তে।

ফলম ফলৌ ফলাঃ কী যে হল, সব ক্ষেত্রেই মুখটি পুড়ছে বিরোধীদের। যা নিয়ে চ্যাঁচামেচি চালাচ্ছেন দীর্ঘসময় ধরে, তা প্রমাণ করতে গিয়ে নাকানিচোবানি। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়া। বিজেপি থেকে সিপিএম-কংগ্রেস, সব পার্টির নজরদারির যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে আসলে। সংগঠন হারিয়ে গেলে যা হয়। শাসকই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। বিরোধীরা সেই অস্ত্রে আত্মঘাতী গোল করে ফেলছে। বিজেপি এবং সিপিএমের অনেক নেতা একান্তে মেনে নিচ্ছেন ভুলের কথা।

মাসকয়েক আগেও খবরের কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায় বারবার উঠে এসেছে শেখ শাজাহানের নাম। সন্দেশখালির সন্দেশ গোটা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, ওখানে নাকি রাতে পিঠে তৈরির জন্য মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হত। তারপর তাঁদের ভোগ করতেন অতিথিরা। একেবারে আগের জমিদার আমল।

এরপর দশের পাতায়

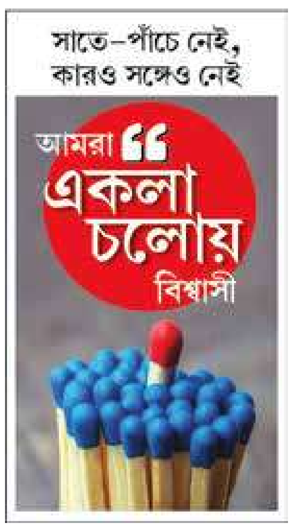

ভিনদেশি সাজিয়ে জেলে, মুক্তি ৪ বছর পর

সৌরভ দেব ও সঞ্জয় সরকার

জলপাইগুড়ি ও দিনহাটা, ৬ মার্চ : মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে প্রায় চার বছর জেল খাটতে হল। পুলিশের 'সাজানো' কেসের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল মেখলিগঞ্জ আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি ডঃ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন শ্যামলচন্দ্র পাল নামে ওই ব্যক্তি। প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গ সংবাদই প্রথম শ্যামলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর খবর প্রকাশ করেছিল।

আদালতের রায়ে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। কীভাবে পুলিশ একজন দেশের নাগরিককে বাংলাদেশি হিসেবে আদালতের কাছে পেশ করল, কী তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছিল, সব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০১৯ সালে হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যান কোচবিহার জেলার দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনি এলাকার বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পাল। তাঁর বাবার নাম খগেন্দ্রনাথ পাল। বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে তাঁর স্ত্রী চায়না কুণ্ডু পাল, ছেলে ও মেয়ে আছেন। বর্তমানে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছেলে দিনহাটায় একটি দোকানে কাজ করেন।

শ্যামল মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে তাঁর পরিবার। একদিন পর তাঁর মা করুণারানি পাল মাথাভাঙ্গা থানায় ছেলে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর কেটে যায় দুটি বছর। পরিবার যেমন খুঁজে পায়নি শ্যামলকে, তেমনই পুলিশের তরফে শ্যামলের কোনও হদিস পরিবারকে দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালে একদিন দিনহাটার পাল পরিবারের কাছে খবর আসে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অধীনে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি হিসাবে রয়েছেন শ্যামল। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে জেলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরিবার জানতে পারে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে জেল খাটছেন শ্যামল। পুলিশের খাতায় শ্যামল হয়ে গিয়েছেন হরিলালচন্দ্র পাল। বাবার নাম হয়েছে থাক্কাচন্দ্র পাল। ঠিকানা দেখানো রয়েছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার ডালনা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা-১ ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনি এলাকায় শ্যামলের বাড়িতে গিয়ে দেখা মিলল স্ত্রী চায়নার। সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে স্বামী মুক্তি পাবেন জেনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, 'দীর্ঘদিন বিনা অপরাধে শাস্তি পেল মানুষটা। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফোন করে খবরটা জানালেন। পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবারের তরফে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর উত্তর, 'আইনি পদক্ষেপ করতে চাই না। যত দ্রুত সম্ভব আমার স্বামীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। দীর্ঘদিন ধরে জেলে রয়েছেন আমার স্বামী। ওঁকে দেখতে যাওয়ার মতো সামর্থ্যও আমার হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

বিদেশি তকমায় জেলে ভারতীয়
কাঠগড়ায় পুলিশ, অভিযোগ প্রশাসনে

জয়শংকরের কনভয়ে খালিস্তানি হামলা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : ব্রিটেন সফরে গিয়ে খালিস্তানি সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। লন্ডনের চ্যাথাম হাউসে এক অনুষ্ঠান বেরোনোর সময় তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করে খালিস্তানি সমর্থকরা। বিদেশমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে ছেঁড়া হয় ভারতের পতাকা। তবে মুহূর্তের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় লন্ডন পুলিশ। এর নেপথ্যে খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে) রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

লন্ডনে হইচই

ঘটনায় জয়শংকরের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। বুধবারের ওই ঘটনায় হামলাকারীরা তাঁর গাড়ির কাছে চলে যায়। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে ঘটনাটিকে 'উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড' বলে নিন্দা করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটেনকে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

নিন্দা করেছে ব্রিটেনের বিদেশ, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তরও (এফসিডিও)। সংস্থার তরফে বলা হয়, 'চ্যাথাম হাউসের বাইরের ঘটনার নিন্দা করছি। ব্রিটেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান করে। তবে কাউকে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া বা জনসমাবেশে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য। আমরা আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা মনে রেখে অতিথির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

বুধবার রাতে জয়শংকর চ্যাথাম হাউসে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে গেলে অদূরে রাস্তার ওপর খালিস্তানি পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিল একদল লোক। পুলিশের সামনেই লাউডস্পিকারে তারা ভারতবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। কর্মসূচি শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের জটলা থেকে একজন বিদেশমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে চলে যায়।

এরপর দশের পাতায়

টিফিনের টাকা নেওয়া বন্ধ

সুনীতি অ্যাকাডেমি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ মার্চ : জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে তদন্তের পরেই সুনীতি অ্যাকাডেমিতে ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিন বাবদ টাকা নেওয়া বন্ধ করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ওই স্কুলে তদন্তে আসেন কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের আধিকারিকরা। টিআইসি সহ স্কুলের বিভিন্ন কর্মী ও শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁরা টিফিন বাবদ বাড়তি টাকা নেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের পুকুরে মাছ চাষ ও স্কুলের ভেতরে পরিবার নিয়ে নৈশপ্রহরীর থাকার অভিযোগ নিয়েও তারা টিআইসির কাছে জানতে চেয়েছেন।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে সুনীতি অ্যাকাডেমিতে আমাদের দপ্তরের আধিকারিকরা তদন্তে গিয়েছিলেন। ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া টিফিনের টাকা বন্ধ করা হয়েছে। আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। সেগুলিও আমরা জানতে চাইব।' স্কুলের টিআইসি মৌমিতা রায় বলেন, 'নির্দেশ পাওয়ার পরেই আমরা টিফিনের টাকা নেওয়া বন্ধ করেছি।'

স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের টিফিনের জন্য মাথাপিছু প্রতিদিন ১০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিন বাবদ প্রতি বছর ৩৬০ টাকা করে নিচ্ছিল বলে অভিযোগ। স্কুলে দুই শতাধিক ছাত্রী রয়েছে। কিন্তু ওই টাকা টিফিন বাবদ তাদের কাছ থেকে নেওয়া হলেও তা তাদের টিফিনের জন্য খরচ করা হত না বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসার পরেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। স্কুলের একাংশ শিক্ষিকা এ নিয়ে মুখ খোলেন। স্কুলের বর্তমান টিআইসি, করণিক ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সকলেই স্বীকার করেছেন যে ওই টাকা ছাত্রীদের টিফিনের জন্য খরচ করা হচ্ছে না। তাহলে ওই টাকা যাচ্ছে কোথায় তা নিয়ে তিনজন কার্যত তিনরকম উত্তর দিয়েছেন। তবে দুই-এক বছর নয়, দীর্ঘবছর ধরে স্কুলে টিফিনের ওই টাকা নিয়ে এভাবে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

কড়া নির্দেশ

- রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে তদন্তে আসেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের আধিকারিকরা
- স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিন বাবদ প্রতি বছর ৩৬০ টাকা করে নিচ্ছিল
- ওই টাকা ছাত্রীদের টিফিনের জন্য খরচ করা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ
- স্কুলে টিফিনের ওই টাকা নিয়ে এভাবে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ

লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে কুনকি। তখনও স্বমেজাজে। (ইনসেটে) হাতির পায়ে পিষ্ট সন্দীপ চৌধুরীকে উদ্ধার করছেন রেলকর্মীরা।

রেলের মহড়ায় কুনকির পায়ে মৃত্যু

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ : ট্রেন ও হাতির সংঘর্ষ রোধে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) নামের আধুনিক পরিকাঠামো ব্যবহার করছে রেল। বৃহস্পতিবার ছিল তারই ট্রায়াল রান। সেই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সহ রেলের বড় বড় আধিকারিকদের চোখের সামনেই কুনকি পিষে দিল এক ব্যক্তিকে। মৃত ব্যক্তির নাম সন্দীপ চৌধুরী। তিনি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার গৌতমবুদ্ধনগরের সেক্টর-৭৫'এর বাসিন্দা ছিলেন। সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নিয়েছেন আগেই। অবসরের পর রেলের অধীনে থাকা একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সেই চাকরির সুবাদেই তিনি বর্তমানে সংস্থার হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশনে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন।

এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুতলা এলাকায় রেলের ১৬২ নম্বর পিলারের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। সে সময় ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলের জেনারেল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম, উত্তর-পূর্ব রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সিতেশ দাস সহ অন্য আধিকারিকরা। ছিলেন একগুচ্ছ সাংবাদিকও। দুটি কুনকিকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রদর্শনীর জন্য। তাদের মধ্যে একটি কুনকি, জোনাকি ট্রেনের হর্নে চমকে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটায় বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে প্রাক্তন ওই সেনাকর্তা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহায্যে কোনও আরপিএফ কর্মী এগিয়ে আসেননি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা তাঁকে উদ্ধার করে গাড়িতে তোলার আগেই তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। তখন রেলের এক আধিকারিকের গাড়ি নিয়ে আসা হয় তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ওই ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই ওই হাতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার সহ অন্য আধিকারিকরা। পরে জেনারেল ম্যানেজার বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। শোক প্রকাশ করার মতো কোনও ভাষা নেই। রেলের একটা প্রোজেক্টের উদ্বোধনে এসে

এরপর দশের পাতায়

মর্মান্তিক

- রেলের আইডিএস পরিকাঠামোর কাজ হাতেকলমে দেখার কথা ছিল
- সেখানে হাজির ছিলেন রেলের বড় বড় আধিকারিকরা
- নিয়ে আসা হয়েছিল দুটি কুনকিকে
- ট্রেনের হর্নে একটি কুনকি ঘাবড়ে যায়
- তার রোষ গিয়ে পড়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির ওপর

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

শেয়াল যদি সিংহাসনে

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

মাতৃমায় রোগী, রাস্তায় মশারি খাটিয়ে পরিজন

রাস্তা যখন বিশ্রামগার। এমজেএন মেডিকেলের বাইরে। -জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ মার্চ : দিনভর ভোগান্তি। রাতেরবেলাতেও তা অব্যাহত। রাস্তার ধারে ঠাঁই নিয়ে সেখানেই সময় গুজরান।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমায় চিকিৎসাধীন রোগীর পরিজনদের চূড়ান্ত ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। মাতৃমা লাগোয়া জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের জন্য বিশ্রামাগার গড়ার আশ্বাস মিললেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বাধ্য হয়ে রোগীর পরিজনরা মাতৃমার পাশে রাস্তার উপরেই থাকছেন। দিনভর সেখানেই ঠাঁই। রাতেরবেলায় মশারি খাটিয়ে সেখানেই সময় কাটানো। দিনের পর দিন ধরে এমনটা চললেও সমস্যা মেটাতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। মাতৃমা থেকে খানিকটা দূরে এমজেএন মেডিকেলের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পাশে একটি বিশ্রামাগার রয়েছে। যদিও তার মধ্যে একটি অংশ বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ। সেখানে নির্মাণকাজের সামগ্রী রাখা রয়েছে। সব সমস্যা মেটাতে বর্ষার আগেই কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়ার দাবি উঠেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে বেশ কয়েকজনকে রাগে গজগজ করতে করতে মাতৃমার সীমানা প্রাচীরের পাশে মশারি টাঙাতে দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করতেই তাঁদের একজন গণেশ বর্মন বললেন, 'মাতৃমার পাশে রোগীর পরিজনদের অপেক্ষা করার জন্য কোনও জায়গাই নেই। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তার উপরে থাকতে হচ্ছে। চারদিকে আবর্জনায় ভর্তি, মশার উৎপাত। তাই মশারি টাঙিয়ে

এরপর দশের পাতায়

অমানবিক

- ২০১৯ সালে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীনে মাতৃমা তৈরি করা হয়
- প্রতিদিনই এখানে প্রচুর ভিড়, দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা এখানে আসেন
- মাতৃমা লাগোয়া জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে পরিজনদের জন্য বিশ্রামাগার গড়ার আশ্বাস মিললেও তা হয়নি
- বাধ্য হয়ে রোগীর পরিজনরা মাতৃমার পাশে রাস্তার উপরেই থাকছেন, রাতেরবেলায় পরিস্থিতি শোচনীয়

স্তন ক্যানসারে প্রিয়াংকার দাওয়াই চোখের ওষুধ

আমি নারী আমিই পারি

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৬ মার্চ : ভারত সহ দুনিয়াজুড়েই স্তন ক্যানসারের বাড়বাড়ন্ত। এই কর্কট রোগ ঠেকাতে বিজ্ঞানীরা দিনরাত এক করেছেন। তবুও সেভাবে আশার আলো দেখা যাচ্ছে কই! আর এখানেই কোচবিহারের প্রিয়াংকা দে তালুকদার অনন্যা। সাধারণত চোখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ওষুধ দিয়ে তিনি স্তন ক্যানসারকে ঠেকানোর দিশা দেখাচ্ছেন। তাঁর এই দিগদর্শনকে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'নেচার' পত্রিকা মান্যতা দিয়েছে। পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রিয়াংকার গবেষণাপত্র ঠাঁই পেয়েছে। খবর ছড়াতেই উত্তরবঙ্গে খুশির হাওয়া। প্রিয়াংকাও খুশি। তবে নিজের লক্ষ্যে তিনি অবিচল। নিজের গবেষণাকে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণে লাগাতে বদ্ধপরিকর।

কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি এলাকায় ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রিয়াংকার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাবা কৃষ্ণকুমার দে তালুকদার চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষক। মা সোমা দে তালুকদার সযত্নে বাড়ি সামলান। কোচবিহার শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার পর প্রিয়াংকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসি করেন। সেখানেই অধ্যাপক ঊর্মি চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সাল থেকে ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু। এক্ষেত্রে বালুরঘাটের বাসিন্দা তথা আরেক ক্যানসার গবেষক কুণাল প্রামাণিক প্রিয়াংকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

ঠিক কী আছে প্রিয়াংকার গবেষণায়? বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের চিকিৎসায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হল কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এই থেরাপিতে শুধু ক্যানসার কোষ ধ্বংস হয় না, দেহের স্বাভাবিক কোষও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যার ফলে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা, চুল পড়া, ত্বকের সমস্যা সহ নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর এসবের জেরে শারীরিকভাবে তো বটেই, রোগী মানসিকভাবেও অনেকটা ভেঙে পড়েন। এছাড়া, কেমোথেরাপির পরও ক্যানসারের স্টেম সেলের অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকা সম্ভব। এবং এর থেকেই ক্যানসার ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। প্রিয়াংকা এখানেই মাত করেছেন। গবেষণার মাধ্যমে এফডিএ অনুমোদিত 'ভারটেপর্ফিন' নামে একটি ওষুধের সাহায্যে তিনি ক্যানসার নিরাময়ের দাবি করেছেন। মজার বিষয় বলতে এই ওষুধটি সাধারণত চোখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। প্রিয়াংকার কথায়, 'ভারটেপর্ফিন ক্যানসারের মূল কোষ বা স্টেম সেলকে বিশেষভাবে টার্গেট করে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এবং যা দেহে থাকা সাধারণ সুস্থ কোষের কোনও ক্ষতি করে না। ফলে ক্যানসারের ভয়াবহ পুনরাবৃত্তি অনেকাংশে কমে।'

প্রিয়াংকা জানালেন, গবেষণা চলাকালীন ৩০ জনের বেশি রোগীর টিউমারের নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। সেসবের ওপর ভারটেপর্ফিন প্রয়োগ করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। সেই যাবতীয় বিষয় 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে স্থান পেয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ক্যানসার গবেষণায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন ঘুঘুমারির প্রিয়াংকা। তাঁকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই পরিবারের।

মন ভালো করা

সাহায্যের ছোঁয়ায় জীবন বাঁচল। মানসিক ভারসাম্যহীন মহাবীর সাহানি নতুন জীবন পেলেন। তাঁকে দেখে ছেলেধরা মনে করে উত্ত্যক্ত করেছিলেন কয়েকজন। কিন্তু ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদার তাঁকে নিজের শেলটার হোমে ঠাঁই দেন। তারপর মহাবীর ফিরে পান স্মৃতি। আজ তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে প্রস্তুত। কোচবিহারেও অসহায় বৃদ্ধদের জন্য আশ্রয় তৈরি করেছে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেখানে থাকা, খাওয়ার পাশাপাশি থাকবে চিকিৎসা ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা।

ফিরল স্মৃতি, ঘরে ফিরছেন মহাবীর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৬ মার্চ : এ যেন ঠিক রুপোলি পর্দায় দেখানো কোনও কাহিনী! তবে ঠিক সিনেমার গল্পের মতো শোনালেও ঘটনাটি বাস্তব। মাসখানেক আগে বিহারের এক মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ পথ ভুলে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। পরে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে তিনি ঠাঁই পান। তবে তাঁর পুরোনো কথা কিছুই মনে ছিল না। সেখানে থেকেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। বুধবার হঠাৎই তাঁর পুরোনো স্মৃতির দরজা খুলে গেল। নিজের নাম, ঠিকানা মনে পড়ল। তাঁর নাম মহাবীর সাহানি।

বুধবার রাতেই সব শুনে সাজু মহাবীরের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন। বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা ডিমডিমার উদ্দেশ্যে রওনাও হয়ে গিয়েছেন। চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি বানারহাটের মোরাঘাট চা বাগান থেকে বানারহাট থানার পুলিশ মহাবীরকে উদ্ধার করেছিল। রাতের অন্ধকারে মোরাঘাটের শ্রমিক মহল্লায় বছর ৪৫-এর ওই ব্যক্তিকে দেখে স্থানীয়রা ছেলেধরা সন্দেহে তাঁকে আটকে রেখেছিলেন। তাঁরা জানান, মানুষটির আচরণ তাঁদের সন্দেহজনক লেগেছিল। এছাড়া তিনি কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতেও পারছিলেন না। তখনই সন্দেহের বশে সকলে তাঁকে গণধোলাই দিতে উদ্যত হন। পুলিশ তাঁকে উত্তেজিত জনতার কবল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে পুলিশ বুঝতে পারে মহাবীর মানসিক ভারসাম্যহীন।

আমার চার মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কী করে এখানে পৌঁছোলাম জানি না। আমার মাথা কাজ করত না। নিজের নামও ভুলে গিয়েছিলাম।

-মহাবীর সাহানি

যদিও তখন তাঁর নাম জানা যায়নি। তারপর সাজুর সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। গত ২ ফেব্রুয়ারি সাজু তাঁকে নিজের হোমে নিয়ে যান। তখন মহাবীর ঠিকানা দূরের কথা, নিজের নামটিও বলতে পারেননি। এরপরই তাঁর মানসিক সমস্যার চিকিৎসার জন্য সাজু চিকিৎসক নীলাদ্রি নাথের শরণাপন্ন হন। ওই চিকিৎসকের হাতেই মহাবীরের চিকিৎসা চলতে থাকে। সাজু বলেন, 'বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ যেন চমকে উঠে মহাবীর আমার কাছে এসে জানান যে তাঁর নাম মহাবীর সাহানি। বাড়ি বক্সারে। এরপর নিজের ছেলেমেয়েদের এমনকি জামাইয়ের নামও বলে দেন মহাবীর। তাঁর জামাই দেওয়ান সাহানি উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার এখয়ারপুরের বাসিন্দা।'

তারপর দীর্ঘদিন এথেলবাড়িতে থাকা এবং বর্তমানে বালিয়ার বাসিন্দা প্রদীপ গুপ্তা নামে এক পরিচিতের সঙ্গে সাজু যোগাযোগ করেন। প্রদীপকে মহাবীরের ছবি এবং জামাইয়ের ঠিকানা পাঠানোর কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার মহাবীর বলেন, 'আমার চার মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কী করে এখানে পৌঁছোলাম জানি না। আমার মাথা কাজ করত না। নিজের নামও ভুলে গিয়েছিলাম।' যদিও এর আগে ভিনরাজ্যের বেশ কয়েকজন মানুষ পথ ভুলে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন সাজু। হেভেন শেলটার হোম থেকেই তাঁদের বাড়ি ফেরানো সম্ভব হয়েছে। শুক্রবারই মহাবীর নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

বৃদ্ধদের জন্য নতুন আশ্রয়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ মার্চ : কোচবিহারের স্টার ও হাওড়ার চিরনবীন নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা হল। কোচবিহার-২ ব্লকে মরিচবাড়ি এলাকায় ওই বৃদ্ধাশ্রমটি তৈরি হয়েছে। অসহায় দুঃস্থ মানুষজন বিনামূল্যে সমস্ত পরিষেবা পাবেন। থাকা ও খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করবেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাই।

বৃহস্পতিবার সাতজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমটি পথ চলা শুরু করেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'যাঁরা একেবারে অসহায়। দেখার কেউ নেই। তাঁরা যাতে সমস্যায় না পড়েন সেজন্য আমরা এমন উদ্যোগ নিয়েছি।'

বৃদ্ধাশ্রমটির নাম দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধাশ্রম। সেখানে ৫০ জনের থাকার জায়গা রয়েছে। প্রথম ধাপে ২৫ জনকে রাখা হবে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরনবীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর সুকেশ দাস প্রমুখ।

ওই উপলক্ষ্যে এদিন সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির হয়েছে। শিবিরের ২২ ইউনিট রক্ত সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। আবাসিকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এদিন থেকে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা শুরু করেছেন দ্বিজেন অধিকারী নামে এক বৃদ্ধ। ৬৮ বছর বয়সের দ্বিজেন বললেন, 'বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে থাকছি। এখান থেকে বলা হয়েছে আমাদের সব দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ নেবেন। তা শুনে খুব খুশি হয়েছি।'

কোচবিহারের মরিচবাড়িতে বৃদ্ধাশ্রমের উদ্বোধন। বৃহস্পতিবার।

কোচবিহারে সরকারিভাবে কোনও বৃদ্ধাশ্রম নেই। তবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির উদ্যোগে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কোচবিহারের অনেক প্রবীণ নাগরিক রয়েছেন যাঁরা একা থাকেন। অসহায় অবস্থায় অনেক সময় তাঁদের বিপদে পড়তে হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির এধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সকলে।

বাড়তে পারে গন্ডারের সংখ্যা

লাটাগুড়ি ও মাদারিহাট, ৬ মার্চ : জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানে দু'দিন ধরে চলা গন্ডার শুমারি শেষ হল বৃহস্পতিবার। দু'দিনের এই শুমারি শেষে বন দপ্তরের প্রাথমিক ধারণা, জলদাপাড়া ও গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা হতে চলেছে যথাক্রমে ৩৫০ ও ৬০-এর কাছাকাছি। সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সঠিক হিসেব পেতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা গরুমারা ও চাপড়ামারি জঙ্গলের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি বন বিভাগের নাথুয়া, রামশাই, লাটাগুড়ি ও নাথুয়ার জঙ্গলে এবার গন্ডার শুমারি হয়েছে। ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের কথায়, 'একই গন্ডারকে দু'বার গণনা করা হয়েছে কি না সেসব বিশ্লেষণ করা হবে। দেখা হবে জিপিএস লোকেশনও।'

২০২৩ সালে জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। এবছর অনেকগুলি শাবক গন্ডারের দেখা পাওয়ায় খুবই খুশি বন দপ্তর থেকে পশুপ্রেমীরা। মাদারিহাটের পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ সাহা এবার গন্ডার গণনার কাজ করেছেন। তিনি বললেন, কথায়, 'হরিণডাঙ্গা নজরমিনারে আমার গণনাকেন্দ্র ছিল। শাবক সহ মোট ৭টি গন্ডার দেখেছি।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ানের কথায়, পর সব রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সঠিক সংখ্যা জানানো হবে। জলদাপাড়া ও গরুমারাতে মাদি-মর্দা গন্ডারের আনুপাতিক হার নিয়ে বন দপ্তরের চিন্তা রয়েছে। একটি মর্দা গন্ডার পিছু তিনটি মাদি গন্ডার থাকার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও একটি মর্দা গন্ডার প্রতি একটি মাদি গন্ডারই রয়েছে। সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ের প্রবণতা কমবে কি না তা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হলেই বোঝা যাবে।

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। M.P./H.S. '25-দের স্পেশাল ক্লাস শুরু হচ্ছে।-86375-28788. (C/115210)

TENDER NOTICE

Notice inviting e-tender by the undersigned vide N.I.T NO 07(e)/HGP/2024-25 DATED-04/03/2025 and N.I.T NO 08(e)/HGP/2025 DATED-04/03/2025 Of Hiranandapur Gram Panchayat for Details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Hiranandapur Gram Panchayat

রঙিয়া ডিভিশনে বিদ্যুতায়নের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২৫-২০২৪-২৫; তারিখ : ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : নিউ বঙ্গাইগাঁও ইয়ার্ডে লাইন নং- ১৯ -এর বিদ্যুতায়নের কাজ এবং ওয়ার্কশপের শান্টিং নেকের বর্ধিত অংশ -এর ব্যবস্থার সাথে যুক্ত টিআরডি (পিএসআই) সম্পর্কিত কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৳২,৬০,৭৩৬.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৩৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৬-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মালিগাঁওয়ে কলোনির রাস্তার উন্নতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১ অব ২০২৫; তারিখ: ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ডিসিই-এসটিএমএলজি-১৩-২০২৫। কাজের নাম ও স্থান: (ক) মালিগাঁওয়ে - এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র এখতিয়ারের ৭.০ কিমি কলোনির রাস্তার উন্নতি- পূর্ব গোটানগরে ২.৮ কিমি ও সেন্ট্রাল গোটানগরে ৪.২ কিমি। (খ) মালিগাঁওয়ে - এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র এখতিয়ারের অধীনে ৭.০ কিমি কলোনির রাস্তার উন্নতি- পূর্ব মালিগাঁওয়ে ২.৭ কিমি, পশ্চিম মালিগাঁয়ে ২.৮ কিমি ও সেন্ট্রাল গোটানগরে ১.৫ কিমি। টেন্ডার মূল্য: ৯,২৬,৩৪,৫৯১.৪৮ টাকা; বায়নার ধন: ৬,১৩,২০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিক্রয়

Sale Tata LPT 1512-2021-WB-78-6177. Ph : 03552 291151. (C/115178)

Sale Eicher Pro 2110-2022- WB-73-G-3056. Ph : 03532950301. (C/115177)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে সর্বক্ষণ থাকার জন্য 1 জন মাঝবয়সি লোক চাই। M-9002590042 (C/115223)

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M-8927713227 (C/115223)

ভাড়া

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। 8370949304, 98323-56037, সময় - 9 A.M. - 8 P.M. (C/115170)

অ্যাফিডেভিট

Sworn by Notary Public I Sudha Debi Thakur W/o 13765392Y Rank HAV Sunil Thakur, C/o- 56 APO R/o- Champasari, Siliguri, Darjeeling hereby declare that Sudha Debi Thakur and Sudha Devi Thakur is same and one identical person. (C/115181)

e-Tender Notice

DDP/N-36/2024-25 & DDP/N-40/2024-25

e-Tenders for 02 (Two) no. of works under 5th SFC & 15th FC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-36/2024-25 is 21.03.2025 at 15.00 Hours & DDP/N-40/2024-25 is 17/03/2025 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

আজ টিভিতে

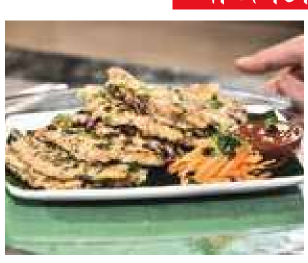

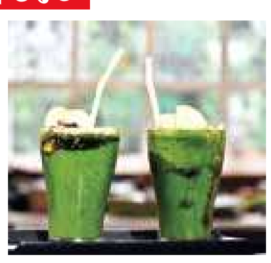

নারীদের জন্য পর্বে **শসার উত্তপম** এবং **ড্রিংক ফর ওয়েট লস** তৈরি শেখাবেন সম্পা গড়াই। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভাই আমার ভাই, ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট, ১.০০ নেটওয়ার্ক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ অভাগিনী, রাত ১২.৩০ অ্যাবি সেন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ মন মানে না

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহুলবনীর সেরেঞ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ৯.০০ ক্রিশ ক্রস

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

জি সিনেমা : সকাল ১০.১৬ ধমাল, দুপুর ১২.৫৬ হম আপকে হ্যায় কওন!, বিকেল ৫.১১ অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৪৪ গুমনাম

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৭ ভোলা, দুপুর ১.৪৬ রাম লখন, বিকেল ৫.৩০ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান, রাত ৮.০০ কৃশ, ১১.৪০ এক্সএক্সএক্স।

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪১ লভ হস্টেল, ২.১৮ তরলা, বিকেল ৪.২৭ সোনচিড়িয়া, সন্ধে ৬.৪৭ রানওয়ে ৩৪, রাত ৯.০০ ফ্যরে, ১০.৫৬ মিলি

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০২ সত্যমেব জয়তে, দুপুর ২.২৬ ইজ্জত কি রোটি, বিকেল ৪.৫৭ সজন চলে সসুরাল, সন্ধে ৭.৫৫ পিকে, রাত ১১.০৪ তেজস্বিনী

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৩০ দ্য মেগ, বিকেল ৫.১৫ ডেডপুল, সন্ধে ৭.০০ সাং-চি অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড অফ দ্য রিংস, রাত ৯.০০ এয়ার ফোর্স ওয়ান, ১১.০০ বে ওয়াচ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫৫ অলোহা, ২.৪০ প্রিটি উত্তম্যান, সন্ধে ৬.০০ লাইফ ফর সামথিং লাইক ইট, রাত ১০.২৫ ফায়ারহাউস ডগ

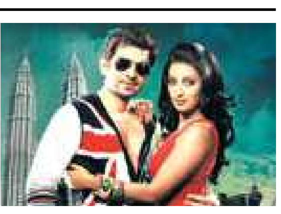

আওয়ারা সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ফ্যরে রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

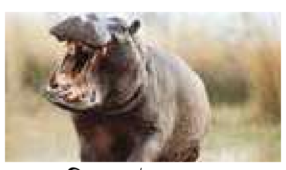

অ্যাগ্রেসিভ ওয়াইল্ড সন্ধে ৬.৪৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

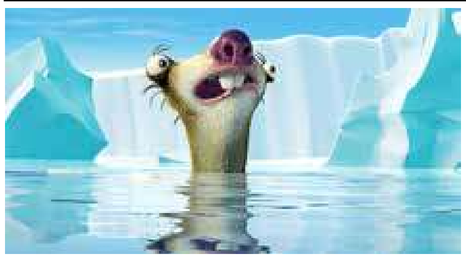

আইস এজ টু ঃ দ্য মেল্ট ডাউন বিকেল ৫.০৮ মুভিজ নাউ

চা রপ্তানির রেকর্ড হওয়ার আশা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ মার্চ : ভারতীয় চায়ের রপ্তানি গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাতে চলেছে চলতি মরশুমে। ২০২৪-'২৫ আর্থিক বর্ষ শেষ হয়নি। টি বোর্ডের খসড়া পরিসংখ্যান বলছে গত এপ্রিল থেকে এবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ১৪.১৫ শতাংশ। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই পরিমাণ ছিল ১৩.৩২ শতাংশ। এই বৃদ্ধির প্রবণতা জানাচ্ছে পুরো অর্থবর্ষ মিলিয়ে মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৬৯ মিলিয়ন কিলোগ্রামে পৌঁছাবে।

গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় টি বোর্ডের ২৫১তম সাধারণ সভার আলোচনায় এই বৃদ্ধির তথ্য উঠে এসেছে। দেশীয় চায়ের রপ্তানিকারক সংস্থা এশিয়ান টি কোম্পানির নির্দেশক মোহিত আগরওয়ালার কথায়, 'এবার রেকর্ড পরিমাণ রপ্তানি হবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এর মূলে টি বোর্ডের স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরিতে গাইডলাইন। চায়ের গুণগতমান বাড়ানোর ওপরও টি বোর্ড একাধিক পদক্ষেপ করেছিল। তারই ফল মিলছে।'

টি বোর্ডের সর্বশেষ খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৪১.৬১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। গত বছরের ওই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩৫.৯৭ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। চলতি অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে অক্টোবর সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি হয়েছে রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তানে। একসময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এই তিনটি দেশে রপ্তানির পরিমাণ ২৬.৫১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। পাশাপাশি ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, আমেরিকা, ইংল্যান্ডে ওই সময়ে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ২৩.৭৯, ২২.৯২, ৯.৮৮, ৮.৩১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা।

চা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশীয় চায়ের ক্রেতা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ লোহিত সাগর সংকট, ইরানের ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা না থাকলে রপ্তানির পরিমাণ হয়তো এবছরই ৩০০ মিলিয়ন কিলোগ্রামে পৌঁছে যেত। ডুয়ার্স থেকে অর্থডক্স ও সিটিসি চা রপ্তানির লক্ষ্যও হাতে নিয়েছে শিল্প মহল।

চলতি মাসে চালু হতে চলা জলপাইগুড়ির নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সীগুপ্ত বলেন, 'রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে কেবল যে বিদেশি মুদ্রার আয় বাড়ছে তা নয়। পাশাপাশি ঘরোয়া বাজারে চায়ের উদ্বৃত্ত জোগানের সমস্যাটিও ধীরে ধীরে কমে আসবে। ফলে দাম না পাওয়ার সমস্যাটিও দূর হবে বলে মনে করছি।'

রপ্তানির এই বৃদ্ধি চা শিল্পের নানা সমস্যার মাঝে আশার আলো বলে মনে করছেন অনেকেই।

নিয়োগ অভিযান

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ও আদিত্য বিড়লা গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে গ্র্যান্ড পুল ক্যাম্পাস নিয়োগ অভিযান সম্পন্ন হল সফলভাবে। শিক্ষা ও শিল্পের সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্লেসমেন্ট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতেই এই অভিযান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এমবিএ চতুর্থ সিমেস্টার, শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি ও নামচির সিকিম অ্যালপাইন ইউনিভার্সিটির বিজনেস অ্যাডমিনেস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল এই আয়োজন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয়, বারোবিশা, আলিপুরদুয়ার

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫

জনসাধারণকে এতদ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয়, বারোবিশা আলিপুরদুয়ারে বাতিলকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে অনুপযোগী কম্পিউটার এবং জুনিয়ার সায়েন্স ল্যাবের জিনিসপত্রের নিলাম করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তি/ফার্ম কার্যালয় অবধিতে তারিখ ১৫.০৩.২০২৫ 'এতে যোগাযোগ করতে পারেন। নিলাম তারিখ ১৭.০৩.২০২৫ 'এতে বিদ্যালয়ে সকাল ১১.০০ টায় যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে করা যাবে।

প্রাচার্য
জহর নবোদয় বিদ্যালয়,
আলিপুরদুয়ার

ট্রলি এবং ডিজি সেটসমূহের লোডিং এবং পরিচালন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এম-টিএছকে-২০২৫-১৪ তারিখ: ০৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: লক্ষৌ এনই মণ্ডল, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের গোণ্ডা-গোরখপুর প্রভোজ বৈদ্যুতিকৃত দ্বৈত রেলপথ খণ্ড থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ পর্যন্ত উক্ত খণ্ডের মতিগঞ্জ-ঝিলাহী ব্লক খণ্ডে দুর্ঘটনা প্রবন এলাকা থেকে রেল নং. ১৫৯০৪ ডাউনের ট্রলি এবং ডিজি সেটসমূহের লোডিং এবং পরিবহন। টেন্ডার রাশি: ২৯,২৬,৭২০/- টাকা। বায়না রাশি: ৫৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
*ing : Vicky Kausal, Rashmika Mandana
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, SUKNA

ADMISSION NOTICE: 2025-26

Online Registration for Admission to **Class I and Balvatika-3** in Kendriya Vidyalaya Sukna for the **Academic Session 2025-26** will commence from **07.03.2025 10:00 AM onward to 21.03.2025 up to 10:00 PM.** Registration details for admission can be obtained through the website. Link to apply online for Class 1: **https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in** Link to apply online for Balvatika 3: **https://balvatika.kvs.gov.in.** Parents must carefully go through the instructions on the portal before using it.

Offline Registration for **Class II to VIII** will commence from **02.04.2025 to 11.04.2025.** Forms may be collected from the Vidyalaya between **12:30 PM to 02:00 Noon.** Registration for Class II to VIII will be done only if vacancies exist.

Principal, KV Sukna
Tele:- 0353 - 2573375

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চাহিদামতো পরিসর বাড়াচ্ছে ব্লু স্টার

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : আসন্ন গ্রীষ্মকালে জনসাধারণের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্লু স্টার লিমিটেড রেফ্রিজারেশন পণ্যগুলিকে নতুনভাবে নিয়ে আসতে চলেছে। ৮০ বছরের বেশি সময় ধরে ব্লু স্টার রেফ্রিজারেশন পণ্য তৈরিতে সুনাম অর্জন করেছে। উদ্যানপালন, দুধ, আইসক্রিম, পোলট্রি, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফার্মাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আরও আকর্ষণীয় রেফ্রিজারেশন পণ্য নিয়ে আসছে। বিভিন্ন পরিমাপের ফ্রিজার, ডিপ ফ্রিজার, স্টোরেজ ওয়াটার কুলার প্রভৃতি তৈরি করবে।

ব্লু স্টারের ডিপ ফ্রিজার ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কুলিং পারফরমেন্স অফার করছে। মাত্র ষোলো হাজার থেকে দাম শুরু। স্টোরেজ ওয়াটার কুলারগুলি ১৫ থেকে ১২০ লিটার পর্যন্ত ধারণক্ষমতার। যা স্কুল কিংবা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই কার্যকরী হতে চলেছে। অতিনিম্ন তাপমাত্রার ফ্রিজার, ভ্যাকসিন ট্রান্সপোর্টার যেগুলি ফার্মাসিউটিক্যাল স্টোরেজের চাহিদা পূরণ করবে। ব্লু স্টার এয়ার কন্ডিশনার ও বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন বিক্রির পর গ্রাহক পরিষেবায় ভারতে শীর্ষস্থানে রয়েছে। সেই পরিষেবা আরও বাড়াতে ইতিমধ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক কারণে ব্যয় বাড়বে। পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **বৃষ ঃ** লটারি বা ফাটকায় আর্থিক ক্ষতি। স্ত্রীর পরামর্শে সাংসারিক সমস্য কাটবে। **মিথুন :** আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পারিবারিক বিবাদ আরও বাড়বে। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় কঠিন কাজ সমাধান করতে পারবেন। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় যুক্তদের সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজপত্রে সই করার আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পড়াশোনায় সামান্য বাধা। **কন্যা :** আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা হলেও সন্ধের পর তা কেটে যাবে। দাম্পত্যে একটু সময় দিন। **তুলা :** পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। ব্যবসায় সমস্যা বাড়তে পারে। **বৃশ্চিক :** সেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। জমি, বাড়ি কেনাবেচায় সমস্যা হতে পারে। **ধনু :** রাস্তাঘাটে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। **মকর :** ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাকুলতা বাড়বে। **কুম্ভ :** কাউকে টাকা ধার দিয়ে আফসোস করতে হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। **মীন :** ব্যবসায় ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৬ ফাল্গুন, ৭ মার্চ, ২০২৫, ২২ ফাগুন, সংবৎ ৮ ফাল্গুন সুদি, ৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৯, অঃ ৫।৩৮। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ১।৩২। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৩।২২। প্রীতিযোগ রাত্রি ১০।৮। ববকরণ দিবা ১।৩২ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৪৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ন ৪।৫ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাত্রি ৩।২২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১।৩২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৫৪ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।৩২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৩ মধ্যে ও ৮।১ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।৯ গতে ৫।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২১ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।১৩ গতে ৪।১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা বরাদ্দ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ মার্চ : প্রায় দুই বছর বাদে কোচবিহার জেলা সহ গোটা রাজ্যের শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্কুলগুলি ফের কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা পেতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে রাজ্য প্রোজেক্ট ডিরেক্টর ইতিমধ্যে জেলাগুলিতে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার কোচবিহারেও এবিষয়ে নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে স্কুলগুলিকে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের কম্পোজিট গ্র্যান্টের ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। গোটা রাজ্য বাবদ এই ফান্ডে ১০২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাদেব শৈব বলেন, 'প্রাথমিক ও এসএসকে-র জন্য কম্পোজিট গ্র্যান্টে ৫০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে স্কুলগুলি এই টাকা পেয়ে যাবে।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সূত্রে খবর, জেলায় মোট ১৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল আছে। ৬৯৭টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র আছে। স্কুলগুলিতে সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন চালানোর জন্য সরকারের তরফে প্রতি বছর কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়া হয়। এই গ্র্যান্ট সব স্কুল সমান পায় না। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যার হিসাবে এই টাকা দেওয়া হয়। তা দিয়ে স্কুলগুলি তাঁদের বিদ্যুতের বিল দেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো, চক-ডাস্টার কেনা, স্কুল পরিষ্কার করা সহ দৈনন্দিন স্কুল চালাতে যে সমস্ত খরচ হয় সেগুলি করে। কিন্তু ২০২৩ সালের জুলাই মাসের পর এই গ্র্যান্ট বাবদ টাকা না পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি খুব সমস্যায় পড়েছিল। গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অপু চক্রবর্তীর কথায়, 'কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকার জন্য স্কুল চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে স্কুলের বিদ্যুতের বিল দিতে হচ্ছিল। এই অবস্থায় কম্পোজিট গ্র্যান্ট বরাদ্দ হওয়ায় খুব ভালো হল। স্কুল চালাতে আর কোনও সমস্যা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।'

এর মধ্যে কোচবিহারের জন্য ৩.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কোচবিহারের পূর্ব হাঁড়িভাঙ্গা ফোর্থ প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তপন ভৌমিক বলেন, 'কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা না পাওয়ায় স্কুলের ৭-৮ হাজার টাকা বিদ্যুতের বিল আটকে গিয়েছে। অবশেষে টাকা বরাদ্দ হওয়ায় ভালো লাগছে। তবে পুরো টাকাটা দেওয়া হলে আরও ভালো হত।'

বালির গাড়ি আটক

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫০ পানিশালা এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার এক বাসিন্দা আবেদার রহমান বৃহস্পতিবার একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। আবেদারের বক্তব্য, 'আমার ছেলে ফিরোজ আলম ভিলেজ পুলিশে কাজ করে। বালি পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে তাকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু সে কোনও বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত নয়। এদিন বাড়ির সামনে দিয়ে অবৈধ বালির গাড়ি যাওয়ার সময় আমি আটকাই।' গাড়িটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তিনি।

ওই ট্র্যাক্টরের মালিক সাহিরুল ইসলামের কথায়, 'সরকারি আবাসের ঘরের কাজের জন্য বালির প্রয়োজন ছিল। তাই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অনুমতির বৈধ রসিদ কেটেই বালি তুলেছি। অবৈধ বালি তোলার অভিযোগ মিথ্যে। কাগজপত্র মেখলিগঞ্জ থানায় জমা করেছি।'

প্রশাসনের কড়া নজরদারির দাবি

গাছ চুরিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ৬ মার্চ : সরকারি জমিতে তৈরি বাঁধের স্পার থেকে অবাধে গাছ কাটার অভিযোগ উঠল। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ি সংলগ্ন ভাঙ্গারপাড় এলাকায়। এর আগেও পারডুবির বেশ কয়েকটি এলাকায় এধরনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ, বন দপ্তর, পূর্ত ও সড়ক দপ্তর এই বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি বলে অভিযোগ। পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পূর্ণিমা বর্মন বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের ধারে ৮-১০টি গাছ কেটে কেউ বা কারা গায়েব করে দিয়েছে। স্থানীয় শিক্ষক তথা সমাজকর্মী মহেশ রায়ের কথায়, 'শাসকদলের নেতা-কর্মীদের একাংশ ও জনপ্রতিনিধিদের মদতে এসব হচ্ছে। কারা এই কাণ্ডে জড়িত তা পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে বের করুক। তাহলে সত্য উন্মোচিত হবে। সত্যিটা প্রকাশ্যে আসা দরকার। এভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে নির্বিচারে গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আগামীতে পারডুবির নাগরিক মঞ্চের তরফে আন্দোলনে নামব।'

এদিন রাজ্য সড়ক দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকজনের স্পারের গায়ে বেড়ে ওঠা গাছগুলি কেটে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসে। তাঁরা দেখেন গাছ নেই, শুধু গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার রাস্তার ধারের বিভিন্ন গাছ রাতের অন্ধকারে চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। ফের এধরনের ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দা সহ পরিবেশপ্রেমীরা ক্ষুব্ধ। পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শংকর রায়ের আশ্বাস, 'এবিষয়ে খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।' পুলিশ সূত্রে খবর, এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলের ব্লক কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নৃপেন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'যারা প্রকৃত তৃণমূল নয় তারা দলে এসে প্রভাব খাটিয়ে এসব কাজ করছে ও মদত দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হবে।' বন দপ্তরের কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ ও মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস বিষয়টি জানেন না বলে জানিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে দায় সেরেছেন। গাছ চুরি ও লোপাট কাণ্ডে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সহ স্থানীয়দের একাংশ। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, প্রশাসনিক নজরদারির ঢিলেমিতে গাছগুলিকে দুষ্কৃতীরা চুরি করছে। তাই গাছের সুরক্ষায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি চালানো উচিত।

বরাইবাড়ি সংলগ্ন ভাঙ্গারপাড় এলাকায় গাছের কাটা গুঁড়ি। বৃহস্পতিবার।

> এভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে নির্বিচারে গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আগামীতে পারডুবির নাগরিক মঞ্চের তরফে আন্দোলনে নামব।
>
> **মহেশ রায়,** সমাজকর্মী

যা ঘটেছে

- বেশ কয়েকজনের স্পারের গায়ে বেড়ে ওঠা গাছগুলি কেটে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসে
- তাঁরা দেখেন গাছ নেই, শুধু গুঁড়ি পড়ে রয়েছে
- এর আগেও বেশ কয়েকবার রাস্তার ধারের বিভিন্ন গাছ রাতের অন্ধকারে চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ

নদীর চরে বিশ্রাম পরিযায়ীদের। বৃহস্পতিবার পূর্বখাটেরবাড়িতে মানসাই নদীতে বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।

দলীয় কর্মসূচি শুরু অর্ঘ্যর

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ মার্চ : কয়েক বছর বিরতির পর সম্প্রতি তৃণমূল নেতা অর্ঘ্য রায়প্রধান জেলা নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন। এবার তিনি নিজের এলাকায় দলীয় কর্মসূচি শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫১ নম্বর বুথে যান। তাঁর সঙ্গে কিষান খেতমজদুরের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি শামসের আলি সরকার, অঞ্চল কমিটির সভাপতি প্রকাশ সেন, বুথ কমিটির সভাপতি নাসিরুল হক ও পঞ্চায়েত সদস্য জাহাঙ্গির আলম প্রমুখ ছিলেন। এদিন তাঁরা প্রায় ১০০টি এপিক নম্বর চেক করেন। প্রাক্তন অঞ্চল কমিটির সভাপতি দুলাল সরকারের দাবি, 'বর্তমান বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর অনেক বয়স হয়েছে। এছাড়া তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তিনি অনেকটা কোণঠাসা। ঘটনার পর থেকে রাজ্য নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাকে পুনরায় দলের টিকিট নাও দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান অনেকটা সুবিধাজনক জায়গা রয়েছেন।'

বর্তমানে কোচবিহারে ঘাসফুল শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দু'ভাগ হয়ে যাওয়া জেলা তৃণমূলের পুরোনোপন্থীদের শিবিরে যে তিনি নাম লিখিয়েছেন তা আগে খোলসা করেছিলেন। ক'দিন আগে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক নিয়ে সম্প্রীতি যাত্রার নামে মিছিল করে হুজুরের মেলায় হাজির হয়ে অর্ঘ্য নিজের অস্তিত্বের জানান দেন। এবার দলীয় কর্মসূচি শুরু করায় আসন্ন বিধানসভা ভোটে অর্ঘ্যের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দলের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অর্ঘ্য বলেন, 'আমি দলে সক্রিয় ছিলাম না একথা ঠিক নয়। নির্দেশ অনুযায়ী দলীয় কর্মসূচিতে ছিলাম। বিগত বিধানসভা ভোটে আমাকে মাথাভাঙ্গায় থাকতে বলা হয়েছিল। পঞ্চায়েত ও পুর ভোটের মতো আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আমি কাজ করে যাব।'

গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে শাসকদলের বিশেষ সম্মেলন হয়। সেখানে প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো 'ভূতুড়ে' ভোটারের সন্ধানে তিনি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন।

এদিকে, বিধানসভা ভোটের আগে অর্ঘ্যর পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ঘটনায় জেলা রাজনীতিতে নয়া সমীকরণের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কিষান খেতমজদুরের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি সামসের আলি সরকারের কথায়, 'অর্ঘ্য বিধায়ক থাকাকালীন জয়ী সেতু সহ হলদিবাড়ি ব্লকের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু বর্তমান বিধায়কের আমলে গত চার বছরে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল বা চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের ১০ শতাংশ কাজও হলদিবাড়ি ব্লকে হয়নি। অর্ঘ্য পুনরায় বিধায়ক হলে মহকুমার দুই ব্লকের জন্য সমানভাবে উন্নয়ন করবেন।'

নিজের বাড়িতে মানসী বর্মন। জোঠিয়ারবাড়িতে।

পা দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে মানসী

প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ৬ মার্চ : পা দিয়ে লিখে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার এক অনন্য প্রয়াস। মনের অদম্য জেদ আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে কোনও 'ফ্যাক্টর' নয়, তা মেখলিগঞ্জের এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আরও একবার প্রমাণ করল। মাধ্যমিকে সাফল্যের পর মানসী বর্মন এবার উচ্চমাধ্যমিকেও পা দিয়ে লিখে পরীক্ষা দিচ্ছে। তার বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত জোঠিয়ারবাড়ি এলাকায়। সে স্থানীয় রানিরহাট শৌলমারি উচ্চবিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী।

পরিবার সূত্রে খবর, মানসী জন্মের পর থেকে বিশেষভাবে সক্ষম। হাঁটাচলা ও কথা বলতে পারলেও হাত দিয়ে তেমন কিছু করতে পারে না। জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, থেমে থাকলে চলবে না। এই অদম্য মানসিক জোর নিয়ে মানসী মাধ্যমিকে সাফল্য লাভ করে। এরপর সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে। হাত নয়, পা দিয়ে অক্ষর লেখা শুরু হয়। তারপর সেখান থেকে বাক্য গঠন। ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করে পা দিয়ে লেখার কৌশল সে রপ্ত করে ফেলেছে। জীবনের লক্ষ্য কি? এই প্রসঙ্গে মানসীর বক্তব্য, 'পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে ভবিষ্যতে একজন শিক্ষিকা হতে চাই।' পেশায় কৃষক বাবা রতন বর্মন এবং মা স্বপ্না বর্মন সবসময় মানসীকে সাহস জুগিয়ে আসছেন। প্রতিকূলতার মধ্যেও মেয়ের পড়াশোনায় যাতে কোনও বাধা না আসে সেই চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবছর মানসীর উছলপুকুরি কৃষক উদ্যোগ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে। আর পাঁচজন পরীক্ষার্থীর মতো সে পরীক্ষা দিতে আসে ও পরীক্ষার হলে পায়ে লিখে পরীক্ষা দেয়। মানসীর বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্কেন্দার আলি বলেন, 'মানসী বরাবর মেধাবী ছাত্রী। তবে পা দিয়ে লেখার কারণে ওর লেখার গতি খুব কম। কিন্তু নিজের ইচ্ছেশক্তির জোরে থেমে যায়নি। এভাবে ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। আমরা বিদ্যালয় থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করেছি।'

বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও মানসী যেভাবে নিজের অদম্য চেষ্টায় পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে তার এই লড়াকু মানসিকতাকে সহপাঠীরাও কুর্নিশ জানিয়েছে।

মাশরুম, সবজি চাষে নজর কাড়ল পড়ুয়ারা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ মার্চ : পড়াশোনা ও খেলাধুলোর সঙ্গে বিদ্যালয়েই চলছে অত্যাধুনিক কৃষিকাজ। এমনই ছবি দেখা গেল শীতলকুচি ব্লকের নগর লালবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার এই স্কুলে আধুনিক পদ্ধতিতে এমন চাষাবাদ রীতিমতো নজর কেড়েছে এলাকাবাসীর।

মাথাভাঙ্গা-সিতাই সড়কে শুকানদিঘির এই স্কুলটিতে বর্তমানে পড়ুয়া রয়েছে ১৫২ জন। আর শিক্ষক আছেন ছ'জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ে যেতেই দেখা গেল সামনের মাঠে একদল পড়ুয়া খেলাধুলোয় ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের পিছনে দেখা মিলল একটি সবুজঘেরা ছায়াঘরের। ওই ঘরের পাশে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও পড়ুয়া তখন লাগোয়া কপি ও ক্যাপসিকামখেত থেকে আগাছা সাফাইয়ে ব্যস্ত। শীতলকুচি ব্লক কৃষি দপ্তর ও আতমা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় ব্লকের এই স্কুলে মডেল হিসাবে নানারকমের শাকসবজির চাষাবাদ করা হচ্ছে। স্কুলেরই একটি ঘরে উৎপাদন করা হয়েছে মাশরুমও।

নগর লালবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন দেবনাথের কথায়, 'কৃষি দপ্তরের এই উদ্যোগ পড়ুয়াদের অত্যাধুনিক কৃষিতে আগ্রহী করে তুলবে। এর ফলে, পড়ুয়ারা সরাসরি নিজেরা যেমন বাগান তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তেমনই পড়ুয়ারা মিড-ডে মিলে পুষ্টিকর খাবার পাবে। একইসঙ্গে তারা চাষাবাদ সম্পর্কে হাতেকলমে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে।'

এপ্রসঙ্গে শীতলকুচি ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা প্রদীপ্ত ভৌমিক জানান, ব্লক কৃষি দপ্তর ও আতমা প্রকল্পের উদ্যোগে নগর লালবাজার জুনিয়ার বেসিক স্কুলে একটি উদ্ভাবনী প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ভার্মিকম্পোস্ট ইউনিট, মাশরুম প্রোডাকশন ইউনিট, কিচেন গার্ডেন ইউনিট ও সবুজঘেরা ছায়াঘর তৈরি করা হয়েছে। এ কাজে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি, শিক্ষক, পড়ুয়া ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সহযোগিতা করছেন।

মৃত চালক

সিতাই, ৬ মার্চ : সিতাইয়ের গিরিধারী এলাকায় ট্রলি উলটে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ট্রলি করে মাটি এনেছিলেন গিরিধারী এলাকার বছর বাসিন্দা সিরাজুল হক (৫০)। ট্রলি থেকে জমিতে মাটি ফেলার সময় সেটি উলটে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাটি জমিতে ফেলার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিটি উলটে যায়। সেই মুহূর্তে ট্রলির নীচে চাপা পড়ে যান ট্রলিচালক। স্থানীয়রা বেগতিক বুঝতে পেরে সিরাজুলকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে সিরাজুলকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা জ্যোতি সূত্রধার - কে 24.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59H 86133 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি হওয়ার একটি স্বচ্ছ সুযোগ প্রদান করেছে। আমি তাদের এই পরিকল্পনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যা স্বল্প খরচে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভিডিও ভাইরাল করে বিতর্কে তরুণ

কোচবিহার, ৬ মার্চ : কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িতে তৈরি করা ছোট্ট একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়েছে কোচবিহারে। ১৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক তরুণ রাজবাড়ি ও রাজাদের সম্পর্কে ছাপার অযোগ্য কিছু ভাষা ব্যবহার করেছেন।

(যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন থেকে শুরু করে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। ওই তরুণের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিভিন্ন সংগঠন ও দল অবিলম্বে তার গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। এ বিষয়ে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা শুক্রবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করব। আমাদের কোচবিহারের রাজপরিবার ও রাজাদের নিয়ে যিনি ছিনিমিনি খেলেছেন তাঁকে যে কোনও মূল্যে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

বিজেপি নেতা উৎপল দাস ওই তরুণের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অবিলম্বে তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। উৎপল বলেন, 'ওই তরুণ আমাদের রাজবাড়ি, রাজা ও আমাদের চরম অপমান করেছেন। আমাদের একটাই দাবি অবিলম্বে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।'

ফের ফাঁকা বাড়িতে চুরি

নিশিগঞ্জ, ৬ মার্চ : ফের লোকজন না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি বাড়িতে দিনেরবেলা চুরি হল। বৃহস্পতিবার নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও বাজার সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার রাতে নিশিগঞ্জে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। দুইদিনের ব্যবধানে ফের চুরির ঘটনায় নিশিগঞ্জে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নিশিগঞ্জ বাজারের আমতলা সেতু সংলগ্ন রাজ্য সড়কের পাশে চন্দন সাহার বাড়ি। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র দু'দিন আগে দিনহাটায় আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। চন্দন বলেন, 'এদিন সকালে বাড়ি তালাবন্ধ করে কাজে যাই। বাড়িতে এসে দেখি ঘরের গ্রিলের ও দরজার তালা ভাঙা। আলমারি ভেঙে তছনছ করে নগদ টাকা ও সোনার গয়না সব নিয়ে গিয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা হাসিরানি দে জানান, চুরি হওয়া বাড়িটির সামনে দোকানপাট রয়েছে। তাই জনবহুল এলাকায় চুরি হওয়ায় সবার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল দত্ত বলেন, 'পরপর রাতে ও দিনে চুরির ঘটনায় ভয়ে আছি।' খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ এদিন চুরির ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

জমজমাট শিবমেলা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ মার্চ : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ঘোকসাডাঙ্গা শিব মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে দশদিনব্যাপী শিবমেলা। এবার এই মেলা ৮৩তম বর্ষে পা দিল। শিব মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রকমারি দোকান বসেছে। মেলায় দোকান নিয়ে আসা মৃণাল বর্মন, সুদীপ দাস, প্রসেনজিৎ বর্মনরা জানিয়েছেন, মেলায় ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

মুশকিল আসান পুজো

নিশিগঞ্জ, ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার নিশিগঞ্জ সুভাষ কলোনিতে অনুষ্ঠিত হল মুশকিল আসান পুজো। একসময় গ্রামগঞ্জের জনপ্রিয় এই পুজো এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। ফাল্গুন মাসের প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার এই পুজোর রেওয়াজ রয়েছে। পুজোর উদ্যোক্তা হাসিরানি দে জানিয়েছেন, এদিন ২০ জন মহিলা একত্রিত হয়ে এই পুজো করেছেন।

নারী দিবস

পারডুবি, ৬ মার্চ : আগামী ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাটিয়ারকুঠিতে ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নারী দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, যুগ্ম বিডিও মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গির।

শিক্ষকরা আসেন না সময়মতো, রয়েছে আরও অভিযোগ

স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

অমৃতা দে ও সঞ্জয় সরকার

বিদ্যালয়ে প্রতিবাদী স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রাক্তন পড়ুয়ারা।

ক্ষোভের কারণ

- শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে নিয়মিত আসেন না
- শিক্ষাকর্মীদেরও কাজে গাফিলতি রয়েছে
- ছুটির পরও লাইব্রেরি সহ ক্লাসরুমের দরজা খোলা থাকে
- স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালেও লাভ হয়নি

দিনহাটা, ৬ মার্চ : সপ্তাহখানেক আগেই দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামের মোক্তারেরবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থার কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই স্কুলের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ জানালেন অভিভাবকরা। পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায় এবং অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময়মতো স্কুলে আসেন না, এই অভিযোগও উঠেছে এদিন। সব মিলিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসীরা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। তাতে পঠনপাঠন ব্যাহত হয়।

তাঁদের অভিযোগ, এদিন সকাল প্রায় ১১টা বেজে গেলেও শিক্ষকদের কেউই স্কুলে আসেননি। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের একাংশ স্কুলের দরজায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের আলোচনার পর সমস্যা মেটানোর আশ্বাস মেলায় বিক্ষোভ উঠে যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় সেই স্কুল চলছে। অথচ নজর নেই শিক্ষা দপ্তরের। এসআই জয়ন্ত অধিকারী ফোনে জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। এদিনের ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছু জানায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা লিটন বর্মনের অভিযোগ, 'শুধু একদিন বা দু'দিন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময়ের তোয়াক্কা না করে স্কুলে আসেন। এতে পড়াশোনা ব্যাহত হয়।' বিক্ষোভের সুরে অণু বর্মন, বাবলা সরকারদের সংযোজন, শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা নন, স্কুলে কর্তব্যরত শিক্ষাকর্মীরাও প্রায়শই কর্তব্যে গাফিলতি করছেন। প্রায়শই শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি খোলা রেখেই চলে যাচ্ছেন। যে কোনও সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

প্রান্তিক দিনহাটা-২ ব্লকের শিক্ষা প্রসারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোক্তারেরবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়। স্থানীয় কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অংশের পড়ুয়া তো বটেই, সংলগ্ন বড়শাকদল, বামনহাটের বহু পড়ুয়াও এই বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সম্প্রতি ওই স্কুলের ওপর ভরসা হারাতে শুরু করেছেন অনেকেই। অভিযোগ, এর নেপথ্যে রয়েছে স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা ও কর্তৃপক্ষের গাফিলতিও। তাই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এদিন প্রতিবাদে শামিল হন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়া বিশ্বজিৎ বর্মনের কথায়, 'স্কুলের ক্লাসরুম, পানীয় জল, সীমানা প্রাচীরের মতো স্থায়ী সমস্যাগুলো তো রয়েছেই। তার মধ্যেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি এবং পঠনপাঠন নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এত খারাপ যে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশের স্কুল ছেড়ে বামনহাট, চৌধুরীহাট, নিগমনগরে তাঁদের সন্তানদের পাঠাতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজের প্রাক্তন স্কুল ও এলাকার স্বার্থেই আমরা এদিন সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছি।'

তবে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'অনেক শিক্ষক দূরদূরান্ত থেকে আসেন, কখনও দেরি হয়ে যায়। বর্তমানে কয়েকজন শিক্ষক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটিতে রয়েছেন। তাই এখন পঠনপাঠনে সামান্য সমস্যা হলেও বছরের অন্য সময়ে সেসব হয় না।' সেইসঙ্গে শিক্ষাকর্মীদের তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তবে টিআইসি'র কথা উড়িয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একদিন নয় দু'দিন নয়, বহু বছর ধরেই বেহাল দশা এই স্কুলের। বহুবার স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা এবিষয়ে কর্ণপাত করেনি।

ছোট্ট তারা

কোয়েল পাল অন্দরান ফুলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি কুইজে পারদর্শী।

প্রস্তুতি সভা

ভোটবাড়ি, ৬ মার্চ : আগামী ১১ মার্চ জেলা তৃণমূলের কিষান ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্মেলন হবে। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে প্রস্তুতি সভা হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার সহ অন্যরা।

কর্মশালা

পারডুবি, ৬ মার্চ : শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা-২'এর বিডিওর কার্যালয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কর্মশালা হল বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মেহেবুব ইসলাম সহ শিক্ষা দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা।

ছানা বিলি

নিশিগঞ্জ, ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মুরগির ছানা বিলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ২৫০ জন উপভোক্তার হাতে দশটি করে মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন।

সচেতনতা

দিনহাটা, ৬ মার্চ : শৌচালয়ের যথাযথ ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয়ে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ নিল দিনহাটা-২ ব্লক প্রশাসন। এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট ব্লকের সাহেবগঞ্জে সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাচক্র

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ মার্চ : বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সঞ্জীবকুমার রায়, অসমের গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তগ্রাম কলেজের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রূপনার দত্ত। এদিন সেখানে আগত বক্তারা নিজেদের আলোচনায় শিক্ষা সংক্রান্ত নানান বিষয়, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সহ নানা বিষয় তুলে ধরেন। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দ রাজবংশীর কথায়, 'এদিন মহাবিদ্যালয়ের হলে এক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৭ এবং ২১ মার্চ আরও দুটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে।' কলেজ পড়ুয়া সাগরিকা বর্মন, পূজা বর্মন, সুজন মহন্ত, কার্তিক বর্মনরা এদিনের আলোচনাচক্রে যোগদান করতে পেরে খুবই খুশি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। রাজগঞ্জের পানিকৌড়িতে ছবিটি তুলেছেন বর্ষা রায়।

ওপরমহলে জানানো আছে

কোচবিহার-১ ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত বরাবর রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে থেকেছে। কিন্তু আজও এখানে বহু উন্নয়ন অধরা। যার দরুন স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। কী জবাব দিচ্ছেন প্রধান দীপঙ্কর বর্মন? মুখোমুখি তুষার দেব।

হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

রাসমোহনের ঘাটে এই সেতু সংস্কারের দাবি উঠেছে।

জনতার চার্জশিট

জনতা : এলাকার সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায় না। কী বলবেন?

প্রধান : বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকায় পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে। বাকি জায়গার জন্য প্রেশার পাম্প তৈরির কাজ চলছে। শেষ হলেই সমস্যা মিটবে।

জনতা : রোহিণীর ঘাটে ধরলা নদীর উপর ও নাককাটি ছড়ায় জয়েস্ট সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। এখনও হয়নি কেন?

প্রধান : রোহিণীর ঘাটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে সেতু তৈরির অনুমোদন মিলেছে, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। নাককাটি ছড়ায় সেতু তৈরির বিষয়ে প্রশাসনিক মহলে দরবার করছি।

জনতা : রাসমোহনের ঘাটে ঝলঝলি নদীর উপর থাকা জয়েস্ট সেতু ভেঙে পড়ার উপক্রম। কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : কিছুদিন আগে আমরা ওই সেতু সামান্য সংস্কার করেছি। কিন্তু সার্বিক সংস্কার আমাদের সাধ্যের বাইরে। এবিষয়ে ওপর মহলে আবেদন করা হয়েছে।

জনতা : রাজ আমলের সাহেবেরহাট বাজার সংস্কারের অভাবে কার্যত ধুঁকছে। নাককাটি বাজারেও উন্নয়ন প্রয়োজন। কী বলবেন?

প্রধান : সাহেবেরহাট বাজারের বিষয়টি আমরা ব্লক ও জেলা প্রশাসনের নজরে এনেছি। তবে নাককাটি বাজার ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়ায় আমরা কিছু করতে পারছি না।

জনতা : হাঁড়িভাঙ্গায় বেশকিছু রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। কবে সংস্কার হবে?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পে ইতিমধ্যে কয়েকটি রাস্তার কাজ হয়েছে। বাকি রাস্তাগুলিও আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহভাগ এলাকা সূর্যাস্তের পরই আঁধারে ডুবে যায়। এতদিনেও পথবাতির ব্যবস্থা হল না কেন?

প্রধান : ইতিমধ্যে কয়েকটি হাইমাস্ট বসানো হয়েছে। ভেতরের রাস্তাগুলির পথবাতির বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।

জনতা : এখানে আজও কোনও কমিউনিটি হল তৈরি হয়নি কেন?

প্রধান : কমিউনিটি হলের বিষয়ে আমরাও প্রশাসনিক মহলে কথা বলেছি। আশা করছি অর্থবরাদ্দ মিলবে।

জনতা : গৌরাঙ্গবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিজস্ব ভবন আজও তৈরি হয়নি। কবে সমস্যা মিটবে?

প্রধান : আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করে রেখেছি। ভবন তৈরিতে অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন।

জনতা : উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের সাহেবেরহাট শাখা চলছে একটি বেহাল ভবনে। যা নিয়ে এলাকাবাসী রীতিমতো শঙ্কিত। কী বলবেন?

দীপঙ্কর বর্মন
প্রধান, হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে

ব্লক : কোচবিহার-১
আয়তন : ১৩০৮২.৯১ একর
জনসংখ্যা : ৩১,৪২৯
(২০১১ জনগণনা অনুযায়ী)
মোট পঞ্চায়েত সদস্য : ২৪

প্রধান : বিষয়টি নিয়ে আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।

জনতা : হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে মাঝেমধ্যেই বাল্যবিবাহের খবর মেলে। এবিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি হচ্ছে না কেন?

প্রধান : আমরা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, হাইস্কুলগুলিতে লাগাতার এ বিষয়ে প্রচার করে থাকি। এলাকাবাসীকেও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তারপরও তাঁদের একাংশ প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে বাল্যবিবাহ দিতে চান। এগুলো বন্ধ করতে আমরা আরও তৎপর হব।

জনতা : কয়েকটি বাজারে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে। অনেক রাস্তায় রাতের অন্ধকারে মদ্যপানের প্রবণতা বেড়েছে। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : আমরা আগে বিষয়টিতে প্রচার চালিয়েছিলাম। পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।

মেখলিগঞ্জ মাছ বাজারের পেছনের শেডে এভাবেই ব্যবসা করেন অনেকে।

বাজারে পাকা ভিত চান মাছ ব্যবসায়ীরা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৬ মার্চ : মেখলিগঞ্জ মাছ বাজারে পেছনের শেডটিতে বসার জন্য পাকা ভিত চান মাছ ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের ওই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দাস। এক মাছ ব্যবসায়ী সুনীল দাসের বক্তব্য, 'নীচে বসে দোকান করি। একটু ভিড় হলে মানুষের চলাচলের সমস্যা হয়। তাই মাছ বাজারের শেডের মতো বসার উঁচু জায়গা করে দিলে সুবিধা হবে।'

কোচবিহার জেলার মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জে নয়টি ওয়ার্ড রয়েছে। শহরে একটিমাত্র বাজার রয়েছে। যার ওপর নির্ভর করেন শহরের কয়েক হাজার বাসিন্দার পাশাপাশি শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারাও। একটা সময় মেখলিগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। কিন্তু সময় ও জনসংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মাছ ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও। মাছ বাজারের পেছনে শেডের নীচে পিঁড়ি পেতে ব্যবসা করেন মাছ ব্যবসায়ীরা।

ওই বাজারে মূলত লোকাল মাছ পাওয়া যায়। কিছু ব্যবসায়ী চালানি মাছও বিক্রি করে থাকেন। আবার অনেক সময় জেলেরা মাছ ধরে সরাসরি সেখানে নিয়ে এসে বিক্রি করেন। কিন্তু বসার জন্য পাকা ভিত না থাকায় সমস্যা হয় তাঁদের। বিশেষ করে বর্ষাকালে সমস্যা আরও বাড়ে। তাই তাঁদেরও যাতে মাছ বাজারের শেডের মতো বসার জন্য উঁচু করে পাকা ভিত তৈরি করে দেওয়া হয় সেই দাবি তুলেছেন তাঁরা।

কিছু মাছ ব্যবসায়ীর কথায়, 'অনেক সময় সব মাছ বিক্রি হয় না। তখন তা বরফ দিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু সেখানে তা রাখার জায়গা না থাকায় অন্যের দোকানে মাছ রাখতে হয়। নয়তো সেখানেই কোনও রকমে মাছ রেখে যেতে হয়। ফলে সমস্যা হচ্ছে।' তাই এই সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য দাবি তুলেছেন তাঁরা। মেখলিগঞ্জ বাজারের মাছ ব্যবসায়ী রবিন দাস বলেন, 'মাছ বাজারের শেডের মতো আমাদেরও বসার স্থায়ী জায়গা করে দেওয়া হোক। আমাদের নীচে বসে দোকান করতে হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাশাপাশি মাছ রাখার কোনও জায়গা না থাকায় চিন্তা হয়।' চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'এব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ করেছি। এস্টিমেট তৈরি করে তা মঞ্জুর করানো হয়েছে। এরপর টেন্ডার প্রক্রিয়া হলেই দ্রুত কাজ শুরু করা যাবে।'

সমস্যায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের যুগিরভিটা গ্রাম

বালি-পাথরে ছেঁকে জল পান

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ৬ মার্চ : বহুবার বলেও সমস্যা মেটেনি। সমস্যা মেটাতে অগত্যা প্রাচীন পদ্ধতিই ভরসা।

নলকূপের জল আয়রনমুক্ত করতে এক অভিনব পন্থা দেখা গেল যুগিরভিটা গ্রামে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এই যুগিরভিটা গ্রাম। গ্রামের নলকূপের জলে অতিরিক্ত আয়রন থাকায় সেই জল পানের অযোগ্য। অথচ সেই জলই সাধারণ মানুষকে খেতে হয়। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রে বালি, পাথর রাখা হচ্ছে। সেই পাত্রে নলকূপের জল ঢালা হয়। এই পাত্রের নীচে রাখা আরেকটি পাত্রে জল চুইয়ে পড়ে। এইভাবেই দিনের পর দিন জল ফিল্টার করে খাচ্ছে গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। যদিও প্রশাসনের কাছে দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, গোটা গ্রামেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। নলকূপের জলে প্রচণ্ড আয়রন থাকায় সেই জল পানের অযোগ্য। এমনকি সেই জলে স্নান করা বা কাপড় কাচাও যায় না। তাই গোটা গ্রামের মানুষ এইভাবে পাত্রে বালি-পাথর দিয়ে জল ফিল্টার করে খান। এতে জল পুরোপুরি আয়রনমুক্ত না হলেও কিছুটা হয়। কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী বর্মন বলেন, 'কিছু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। তবে জলাধার তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে দ্রুত গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে।'

এভাবেই বালি-পাথরে জল আয়রনমুক্ত করে খাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

এক গ্রামবাসী গোলাপি অধিকারীর কথায়, 'নলকূপের জলে এত আয়রন যে দুর্গন্ধে সেই জল মুখে তোলা যায় না। এমনকি এই জলে জামাকাপড় ধুলেও লালচে দাগ পড়ে যায়। অন্যদিকে, এই জল খেয়ে ছোট থেকে বড় সকলেই পেটের অসুখে ভুগছেন। তাই এভাবেই জল খাওয়া হয়।' দীর্ঘদিন যাবৎ এই পদ্ধতিতেই তাঁরা নলকূপের জল আয়রনমুক্ত করে খাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। রোমা অধিকারী নামে আরেকজন বলেন, 'আমাদের সমস্যাটা কবে মিটবে জানি না। মাস পাঁচেক আগে বাড়িতে ট্যাপকলের লাইনে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কল থেকে জল পড়ে না।' গ্রামের অন্যদের মতো তাঁরাও নলকূপের জল বালিতে ফিল্টার করে খান। গ্রামের প্রায় ১০০টি পরিবার একই সমস্যায় ভুগছে। বাড়ি বাড়ি কলের লাইন পৌঁছে গেলেও জলের দেখা না মেলায় গ্রামের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পানীয় জলের সমস্যা কবে মিটবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন জানান, এখনও কিছু জলাধার তৈরির কাজ চলছে। ২০২৬ সালের মধ্যেই গ্রামের সাধারণ মানুষ বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাবেন বলে আশা করা যায়।

অযত্নে রসিকবিলের শিশু উদ্যান, সংস্কারের দাবি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৬ মার্চ : জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে রসিকবিল শিশু উদ্যান। সেখানকার শিশুদের খেলার সরঞ্জামগুলি নষ্ট হওয়ার জোগাড়। দোলনা, স্লিপার, ঢেঁকি সহ বেশকিছু মনোরঞ্জন সামগ্রীর হাল বেহাল। স্বভাবতই হতাশ এলাকার বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা। এক সময় জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির টানাপোড়েনে শিশু উদ্যানটি সৌন্দর্য হারিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসী দ্রুত উদ্যানটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

কোচবিহার বন বিভাগের রেঞ্জার রানা রহমানের কথায়, 'উদ্যানটি পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এজন্য সংস্কারের বিষয়ে বন দপ্তরের কিছু করার নেই। তবে উদ্যানটির সংস্কার করলে রসিকবিলের আকর্ষণ যে আরও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।'

বাম আমলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র লাগোয়া শিশু উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল। সেসময় তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি এর দেখভাল করত। এজন্য কর্মীও ছিলেন। বাম বোর্ড ক্ষমতা হারানোর পর এটি জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি তা মানেনি। এনিয়ে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির টানাপোড়েনে কর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এতেই সমস্যা বাড়ে। উদ্যনটি সংস্কারে এখন প্রচুর টাকা দরকার। তাই, অযত্নে উদ্যানটি বেহাল হয়ে পড়েছে। আগে এখানে শিশু মনোরঞ্জনে নানা সামগ্রী রাখা হয়েছিল। ছিল তাদের খেলার সরঞ্জাম, বসার বেঞ্চ ও একটি ছোট বিশ্রাম ঘর। উদ্যানে প্রচুর ফুলের গাছ ছিল। খরচ চালাতে সামান্য টাকায় টিকিট চালু ছিল। এককথায় রসিকবিলে আসা শিশুদের কাছে উদ্যানটি ছিল বাড়তি আকর্ষণ। একে একে ভেঙেছে খেলার সামগ্রী, বসার বেঞ্চ। বর্তমানে উদ্যানটি গবাদিপশুর অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রাতে মদ, জুয়ার আসর বসে বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক বিমল পাল বলেন, 'রসিকবিলের শিশু উদ্যানে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হলেও প্রশাসনের হুঁশ নেই। আমরাও চাই, পর্যটনের স্বার্থে অবিলম্বে শিশু উদ্যানের হাল বদলাক।' ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সহ সভাপতি ইউসুফ আলির কথায়, 'বামফ্রন্ট আমলে রসিকবিলের সৌন্দর্যায়নে গুরুত্ব দিয়ে শিশু উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে তৃণমূলের স্বেচ্ছাচারিতায় এখন এটি বেহাল দশাপ্রাপ্ত হয়েছে।' সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস। তিনি বলেন, 'উদ্যান সংস্কারে রাজ্য অর্থ দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। টাকা বরাদ্দ হলেই সংস্কার করা হবে।'

এ সম্পর্কে রাজেশ সরকার নামে এক পর্যটক বলেন, 'একসময় উদ্যানটি সবাইকে আকর্ষণ করত। এখন ছোটরা বায়না করলেও সেখানে যাওয়ার কোনও জো নেই।' স্থানীয় বাসিন্দা রুবেল বর্মন জানান, এখন ওই জায়গাটি দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। উদ্যানটির দ্রুত সংস্কার হলে রসিকবিলে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে।

রসিকবিলে শিশু উদ্যানে অবহেলায় পড়ে ছেটদের খেলার সরঞ্জাম। -সংবাদচিত্র

এফআইআর

যাদবপুর কাণ্ডে জখম ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কোর্টের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র প্রমুখের বিরুদ্ধে ওই এফআইআর দায়ের করা হয়।

ফের পথে

অভয়া কাণ্ডের বিচার চেয়ে ৯ মার্চ ঘটনার সাত মাস পূর্ণ হওয়ার দিন ফের পথে নামছেন চিকিৎসকরা। হাজরা ও ধর্মতলা থেকে দুটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে এজন্য।

ধৃত এজেন্ট

হালতুতে শিশুসন্তানকে নিয়ে দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় লোন রিকভারি এজেন্ট চঞ্চল মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই দম্পতির ওপর চঞ্চল টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ।

তাপমাত্রা কমল

হঠাৎ করেই শিরশিরে হাওয়া বইছে দক্ষিণবঙ্গে। যার জেরে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে। ফলে রীতিমতো ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বসন্তের দুপুরে উঁকিঝুঁকি টিয়ার। বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে। রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

১৫ মার্চ পৃথক ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক নিয়ে তৃণমূলে জল্পনা

৩৬ জনের মধ্যে নেই শুধু অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে ভূতুড়ে ভোটার ধরতে ৩৬ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর পরেই নাম ছিল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বৃহস্পতিবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে সুব্রত বক্সীর ডাকা প্রথম বৈঠকেই গরহাজির থাকলেন অভিষেক। শুধু তিনিই নন, অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও। ঘটনাচক্রে ইনি দলীয় রাজনীতিতে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গরহাজির থাকলেও দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ১৫ মার্চ ভার্চুয়ালি বৈঠক করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

এই বৈঠকের কথা অভিষেকের অফিস থেকে আগেই সাংবাদিকদের কাছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিন বৈঠকের প্রায় শেষপ্রান্তে হাতে একটি চিরকুট নিয়ে সুব্রত বক্সী দলীয় নেতৃত্বকে সেই খবর জানান।

অভিষেকের এদিনের অনুপস্থিতি ও পৃথক বৈঠক ডাকার মধ্যে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই সাংগঠনিক রদবদল সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেকের মতবিরোধ চলছিল বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় বৈঠকে মঞ্চে অভিষেক উপস্থিত থাকলেও খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। মঞ্চে ছিল শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীরই ছবি।

কোর কমিটির বৈঠক। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে। - রাজীব মণ্ডল

সাম্প্রতিক অতীতে মমতার পাশাপাশি অভিষেকের ছবিও দলীয় মঞ্চে ব্যবহার হয়েছে। বিধানসভার শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনে পরিষদীয় বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দুটি বৈঠকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, দল তাঁর কথাতেই চলবে। অন্য কোথাও থেকে দল চলবে না। তারপরই এদিন অভিষেকের অনুপস্থিতি নতুন করে সম্পর্কের 'শৈত্য' জল্পনা উসকে দিল।

বৈঠকে উপস্থিত দলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, 'কে এলেন, কে এলেন না জানি না। তবে যিনি আসবেন না, তাঁকে পিছিয়ে পড়তে হবে।' তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক এদিন কলকাতাতেই ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুপস্থিতিতে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ তদারকি করা হবে কলকাতার বাইপাসে তৃণমূল ভবন থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা হত অভিষেকের অফিস থেকে। তবে বৈঠকে না থাকলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজে নেতৃত্বে অভিষেককেই রাখা হয়েছে। একইভাবে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজের দায়িত্বে থাকছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মুখ্যমন্ত্রী সাংগঠনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করতে চাইলেও অভিষেকের পালটা ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকে বিকেন্দ্রীকরণকেই বেছে নিচ্ছেন।

দুপুরে জেলায় কমিটি, রাতে হঠাৎ স্থগিত

কলকাতা, ৬ মার্চ : ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে জেলা স্তরে আরও তৎপর হতে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তার জন্য প্রতিটি জেলায় চারজনের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছিল তৃণমূল ভবনের বৈঠকে। ব্লক ও বুথ সভাপতিদের সঙ্গে ওই কোর কমিটিকে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছিল।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে স্থগিত হয়ে গেল সেই সিদ্ধান্ত। জানানো হল, আপাতত জেলাস্তরে কোর কমিটি গঠন হবে না। আচমকা এই সিদ্ধান্ত বদলের কারণ কিছু জানানো হয়নি। তবে তৃণমূলের ঘরোয়া সূত্রে খবর, জেলা কমিটি গঠন নিয়ে সন্তুষ্ট হননি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আপত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত বদল।

অথচ ঠিক হয়েছিল, ১৫ দিন পর জেলা স্তরের কোর কমিটিগুলির কাছ থেকে রাজ্য নেতৃত্ব রিপোর্ট নেবেন। বৃহস্পতিবার প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে প্রতিটি জেলা ধরে হিসাব নেন বক্সী।

কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। দেউচা-পাঁচামি প্রকল্পের জমিজট কাটাতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ সদস্যের যে কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই প্রতিটি জেলায় ৪ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, দলের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। কোচবিহার জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া, মন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়। জলপাইগুড়ি জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রমুখ। এদিন বৈঠকের পরে কোর কমিটির সদস্য সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'আমরা গত ৬ দিন ধরে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ভোটার তালিকা যাচাই করেছি। গত সাতদিনে কেমন কাজ হল, তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে পর্যালোচনা হয়েছে। ফের আমরা এই নিয়ে বৈঠকে বসব।'

এদিনের বৈঠকে সুব্রত বক্সী জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি বাড়িতে দলীয় কর্মীদের পৌঁছোতে হবে। তালিকায় কোনও অসংগতি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে জেলা নেতৃত্বকে জানাতে হবে। জেলা প্রশাসনের ওপরে তালিকা সংশোধনের জন্য লাগাতার চাপ দিতে হবে।

সভাপতি পদে সর্বসম্মত পদ্ম প্রার্থীর খোঁজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ মার্চ : চলতি সপ্তাহে বঙ্গ বিজেপির জেলা সভাপতিদের নির্বাচন ও নাম ঘোষণা হয়ে গেলেই দলের রাজ্য সভাপতি কে হবেন তার হদিস মিলবে। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই এবারও আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতেই বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি ঘোষণা হওয়ার কথা বলে বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের খবর।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সূত্রের খবর, এবার এই নিয়ে পরোক্ষে চাপ আসছে আরএসএস থেকে। সাধারণত সরাসরি বিজেপির সাংগঠনিক বিষয়ে নাক গলায় না আরএসএস ও সংঘ পরিবার। তবে মনেপ্রাণে আরএসএস বরাবরই চেয়ে এসেছে যিনিই দলের কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সভাপতি হোন, তিনি যেন আরএসএসের লোক হন।

এবিষয়ে আরএসএস বা সংঘ পরিবার সরাসরি চাপ সৃষ্টি না করলেও তাদের এই সংক্রান্ত একটা প্রভাব থেকেই যায়। খুব সম্ভবত এবারও পশ্চিমবঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

গত সোমবার হাওড়ায় আরএসএসের দু'দিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের শীর্ষ কয়েকজন নেতা বিজেপির শীর্ষ রাজ্য নেতাদের সামনে এর সুস্পষ্ট আভাস দিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যে দলের শীর্ষ দু-একজন নেতা অবিলম্বে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটানোর কথা বলেন। সামনেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। তাই এখনই এবিষয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাতে সিদ্ধান্ত নেন তার দাবি জানান তাঁরা।

এখন রাজ্য বিজেপিতে লক্ষ টাকার প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মার্চের শেষাশেষি কলকাতা সফরের আগে, না তিনি ফিরে যাওয়ার পর বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে? এই ব্যাপারে নিশ্চিত নন বঙ্গ বিজেপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতা। তাঁরা প্রায় সকলেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার কথায় অবশ্য ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে। তাঁর মন্ত্রকের কোনও বিষয় নিয়ে মার্চের শেষে অমিত শার আসার কথা এই রাজ্যে। তার সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি ঘোষণার বিষয়টি যুক্ত নয়।

চলতি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় আসতে পারেন। নয়া রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সেই সুবাদে তাঁর কথাও হতে পারে ওই সময়ে।

বঙ্গ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা অবশ্য এব্যাপারে সন্দিহান। তাঁদের সন্দেহ, অমিত শা কলকাতা সফর সেরে ফিরে যাওয়ার পরই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে দিল্লি থেকে। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে এই টানাপোড়েনে এখনও দলের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে।

নবাবের সম্পত্তি খুঁজতে কোর্টের কমিটি

কলকাতা, ৬ মার্চ : বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদদৌলার হীরাঝিল প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা পরিদর্শন করতে কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন। নবাবের সম্পত্তির কোনও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করবে কমিটি। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের নেতৃত্বে এই দলে থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্যের একজন করে প্রতিনিধি, রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রতিনিধি। ৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে এআই ব্যবহার

কলকাতা, ৬ মার্চ : কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-এর সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই ব্যবস্থার ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ হয়ে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে নতুন নাম নথিভুক্ত, তথ্য যাচাই, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা আইএফএসসি কোডের ত্রুটি নির্ধারণ ইত্যাদির কাজ করা হবে। এতদিন এই কাজগুলিতেই সবচেয়ে বেশি ভুল হত। এআই ব্যবহার করা হলে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রীদের কাছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাব কেনার টাকা বিলিতে অনিয়ম হয়েছিল। এক ছাত্রের টাকা অন্যজনের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হলে কাজের সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি স্বচ্ছতাও আসবে। সরকারি সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, তথ্যগত ভুল দ্রুত সমাধানে এআই সাহায্য করবে। সাধারণ সফটওয়্যারের তুলনায় এই ব্যবস্থা আরও বেশি নির্ভুল হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

দেউচা-পাঁচামিতে তিনদিন বন্ধ কাজ, ইন্টারনেটও

ভিটে ছাড়তে নারাজ বাসিন্দারা

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৬ মার্চ : কয়লাখনি এলাকায় চরকা কেটে আন্দোলন শুরু করেছেন আদিবাসীরা। তাঁদের বিক্ষোভের জেরে টানা তিনদিন ধরে বন্ধ দেউচা-পাঁচামির খনন কাজ। আদিবাসীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের আঁচ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য দেউচা-পাঁচামিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। বৃহস্পতিবার আটক করা হয়েছে আদিবাসী নেতাদের। যদিও এ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি প্রশাসনের আধিকারিকরা।

এদিন সাগরবাঁদি গ্রামে জমায়েত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আদিবাসী মানুষজন। সেইসঙ্গে বীরভূম সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার আদিবাসীদের এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেইমতো এদিন বোলপুর থেকে শিবু সোরেনের নেতৃত্বে আদিবাসী নেতারা দেউচা-পাঁচামি যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেখানে পৌঁছানোর আগেই বোলপুর থানার পুলিশ তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখে।

শিবুর অনুগামী বিশ্বনাথ কিসকু ও রাম সোরেন বলেন, 'তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমাদের শিবুদাকে আটকে রেখেছে বোলপুর থানায়। দেউচায় আমাদের আদিবাসী ভাইবোনের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব

দেউচা-পাঁচামিতে বিক্ষোভ আদিবাসীদের। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

সাহা বলেন, 'আমরা শিল্পের বিরোধী নই। তবে শিল্পের নামে আদিবাসীদের জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, চাকরি থেকে বঞ্চিত করে রাজ্যসভার সাংসদ তাঁর নিজের লোকেদের ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কয়লা শিল্পের নামে পাথর তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার জন্য আদিবাসী সমাজের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।'

চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে দেউচা-পাঁচামিতে কয়লাখনির খননকাজ শুরুর কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও জল, জঙ্গল, জমির অধিকার ছাড়তে নারাজ স্থানীয় মানুষজন। বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

দেউচা-পাঁচামিতে প্রস্তাবিত কয়লাখনির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। কারণ, এখানে ৩৪০০ একর জমিজুড়ে মজুত রয়েছে কয়লা। এই কয়লা উত্তোলন করতে হলে প্রায় ২০টি গ্রামকে অন্যত্র সরাতে হবে। কমপক্ষে ২১ হাজার মানুষকে পুনর্বাসন দিতে হবে। যার মধ্যে অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

এই অবস্থায় বিক্ষোভকারীরা খননের মেশিনপত্র সহ প্রশাসনিক লোকজনদের তাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে গ্রামগুলির মোড়লদের নোটিশ পাঠিয়ে আলোচনায় বসার আবেদন করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। যদিও, কেউ তাতে রাজি হননি।

কারণ, এর আগে প্রশাসনের সঙ্গে একাধিক বৈঠকেও মেলেনি সমাধান সূত্র। দেউচা-পাঁচামির বাসিন্দাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আগেই জমিদাতাদের চাকরি, আর্থিক প্যাকেজ, পুনর্বাসন ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঘোষণাই সার, প্রতিশ্রুতিমতো কথা রাখেনি সরকার বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

সব মিলিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রস্তাবিত কয়লাখনির কাজ তিনদিন ধরে বন্ধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে নারাজ স্থানীয়রা।

বোস-মমতাকে চায়ে পে চর্চার পরামর্শ

কলকাতা, ৬ মার্চ : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ চায়ে পে চর্চায় মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য প্রশাসনের দুই প্রধান ব্যক্তির মধ্যে আইনি লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়, এমনটাই মন্তব্য করলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তাই দুই পক্ষকে এই পদ্ধতিতে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন বিচারপতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল।

এই মামলাতে এদিন বিচারপতি রাওয়ের এজলাসে রাজ্যপালের আইনজীবী সময় চেয়ে নেন। বিচারপতি রাজ্যপালের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা মামলাটি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আদালত এমনটাই মনে করছে। তাহলে বার বার সময় চাইছেন কেন?' উত্তরে রাজ্যপালের আইনজীবী জানান, মামলায় সংযুক্ত অন্যান্য পক্ষ কলকাতা শহরের বাইরে থাকেন। তাই এটি অরিজিনাল সাইডের মামলা হতে পারে না। এই বিষয়ে মামলায় কিছু সংযুক্ত করার জন্য সময় চেয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর বিচারপতি দুই পক্ষকে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'চায়ে পে চর্চায় সমস্যা নেই। আসলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সহনশীল হওয়া দরকার।' পালটা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে রাজ্যপালের আইনজীবী বলেন, 'আমার মক্কেল রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। উনি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন।' কল্যাণ জবাবে বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যক্তি বলেই এই মামলা করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল এমনিতেই রক্ষাকবচ পান। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিয়মনীতি রয়েছে।' ৯ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।

মুখ্যসচিবকে নির্দেশ

কলকাতা, ৬ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করা হল। তাই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ১২ মার্চ দুপুর দুটোয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

ইউনিক আইডি দাবি তৃণমূলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ : ভোটার কার্ডে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর নিয়ে তৃণমূলের দাবিতে সুর নরম করল কমিশন। বৃহস্পতিবার রাজ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে সারা দেশে প্রতি ভোটার পিছু এই ইউনিক নম্বর চালু করার দাবি জানানোই শুধু নয়, অভিযোগের প্রমাণ মেলার পরেও তা নিয়ে পদক্ষেপ না করার পিছনে কমিশনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগও করেছে তৃণমূল।

দলের কোর কমিটির বৈঠকের পর ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে এদিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে এপিক কার্ডে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর চালু করার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা একযোগে কার্যকরী মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করেন।

পরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'পাসপোর্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ডে যদি প্রতি ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বর বা ইউনিক নম্বর থাকতে পারে, তাহলে ভোটার কার্ডে তা থাকতে অসুবিধা কোথায়?'

সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভায় মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লির ভোটে বিজেপি বহিরাগতদের দিয়ে ভোট করিয়ে জিতেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার জবাবে দিল্লি ভোটের ফল দেখে ভয় পেয়েছে তৃণমূল বলে পালটা কটাক্ষ করেছিল বিজেপি। এরপরেই রাজ্যের ভোটার তালিকায় একই এপিক নম্বরে বহিরাগত রাজ্যের ভোটারের দৃষ্টান্ত দিয়ে কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের পরেই নড়েচড়ে বসে কমিশন।

এদিন তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্যের কার্যকরী মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস বলেন, 'ওঁদের সব দাবি কমিশনকে জানানো হবে।' কমিশন স্বীকার করেছে, ১৯৫০ সালের রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পিপলস অ্যাক্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে, এই ধরনের সংস্থান রয়েছে। ফলে বিষয়টি যেহেতু এখন কমিশনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্ন, তাই কমিশন এ নিয়ে কোনও খামতি রাখতে চায় না। যদিও বিজেপির মতে, মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই এই কৌশল মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যের বাঙালি হিন্দু ভোটারদের সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংশয়ে।

তাই ভোটার তালিকা থেকে তাদের বহিরাগত তকমা দিয়ে নাম কাটতে চান। বাংলাদেশের ঘটনার পর, রাজ্যের ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিম ভোটাররাই তৃণমূলের ভোটার। তালিকা থেকে তাদের নাম যাতে বাদ না পড়ে তাই ধমকে চমকে কমিশন ও বিজেপিকে সন্ত্রস্ত রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পলাশ দেখতে বেলুড়ে ফুলপ্রেমীরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ মার্চ : চারিদিকে লাল-হলুদের হাতছানি। বসন্তে সেই লাল ও হলুদ পলাশ দেখতে কলকাতা ও আশপাশ এলাকার যেসব মানুষ পুরুলিয়ায় যেতে পারছেন না, তাঁদের অনেকেরই এবারের গন্তব্য হাওড়ার বেলুড়। এখানকার ইএসআই হাসপাতালের ভিতরে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ফুটে আছে পলাশ।

বসন্তে রাঙা হয়ে ওঠে পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। ফুলপ্রেমীরা সেই দৃশ্য দেখতে ছোটেন সেখানে। পুরুলিয়ার পলাশের খ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে। কিন্তু কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার যে সমস্ত ফুলপ্রেমী সময়ের অভাবে যেতে পারছেন না পুরুলিয়ায়, তাঁরা এখন দলে দলে ভিড় জমাচ্ছেন বেলুড়ে।

লাল-হলুদ পলাশে ছেয়ে গিয়েছে বাগান। সেখানেই সন্তর্পণে পা ফেলে ছবি তোলা ও রিল বানানোর ভিড় এখন। বেলুড় স্টেশন থেকে টোটো চেপে মিনিট সাতেক লাগে ইএসআই হাসপাতাল। হাসপাতালের পিছন দিকে রাস্তার দু'পাশে সারি সারি পলাশ গাছ। হাত বাড়ালেই পলাশ ফুল। যত খুশি দেখো, ছবি তোলো, কিন্তু ডাল ভাঙা মানা। স্থানীয় সাপুইপাড়া বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এই আবেদন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পোস্টারেও। ফুলপ্রেমীরা অবশ্য কেউই এই আবেদন অমান্য করছেন না।

টালিগঞ্জ নেতাজিনগর থেকে করবী বসাক, রুনা বসাক, প্রণতি বসু মজুমদার, নীলিমা বসু প্রমুখ এসে রীতিমতো আপ্লুত। পলাশ গাছের নীচে মনের আনন্দে গেয়ে ওঠেন রবীন্দ্রসংগীত। বলেন, 'পুরুলিয়ায় যেতে না পারার দুঃখ ভুলে গিয়েছি।' হুগলির আরামবাগ থেকে মা চন্দনা

হালদারকে নিয়ে এসেছেন ইন্দ্রাণী। প্রাথমিক স্কুলের পার্ট টাইম শিক্ষক ইন্দ্রাণী বলেন, 'ক'দিন পরেই দোল। তার আগে রিল তৈরি করতে এখানে আসা।' বেলুড়ের চাঁদমারি এলাকার নৃত্যশিক্ষিকা দীপা মজুমদার কচিকাঁচাদের নিয়ে এসেছেন। দোলের আগে একটি ভিডিও তৈরির জন্যই এই জায়গাকে বেছে নিয়েছেন তিনি। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার লিপিকা গায়েন, বাগনানের শিবানী দ্যেরে, ঘোড়াঘাটার শ্রাবন্তী বাগও এসেছেন ফেসবুকের প্রচার দেখে। খুশিতে ডগমগ তিন বোন একের পর এক ছবি তুলছেন, রিল তৈরি করছেন। নবম শ্রেণির ছাত্র অরিস্মিতকে নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার দুর্গানগর থেকে রিমা গুহ সরকার এখানে এসে আবেগাপ্লুত।

এখানকার পলাশ গাছের আলাদা কোনও যত্ন করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে। বেলুড় ইএসআই হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার জয়দীপ পাল জানান, ১৯৬৯ সালে প্রায় পরিত্যক্ত এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল বক্ষরোগ ও যক্ষ্মার চিকিৎসার এই হাসপাতাল। সেইসময়ই সরকারি বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো হয়েছিল এই গাছ। ধীরে ধীরে সংখ্যায় বেড়েছে পলাশ গাছ। গত কয়েক বছর ধরে এখানকার ফুল দেখতে আসছেন ফুলপ্রেমীরা।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ২২ ফাল্গুন ১৪৩১

ঘৃণ্য অপরাধ

ছি ছি ছি! নিন্দা করতে কোনও শব্দই উপযুক্ত নয়। শিক্ষক নিগ্রহের মতো ন্যক্কারজনক আর কী হতে পারে! তার ওপর নিগ্রহে অভিযুক্তরা যদি ছাত্র হয়! গুরুর গায়ে হাত তোলার মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। সর্বশেষ ঘটনাটি মালদা জেলায়। বৈষ্ণবনগর থানার চামাগ্রাম এলাকায়। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরা কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। ইংরেজি পরীক্ষার দিন তারা শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে।

শিক্ষকদের 'অপরাধ', তাঁরা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিলেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করছিলেন। পরীক্ষার হলে যাতে কেউ মোবাইল বা অন্য কোনও ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে ঢুকতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা করেছিল সংসদ। কিন্তু চামাগ্রাম হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাদের আসন পড়েছিল, সেই পরীক্ষার্থীরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়। উলটে নকল করতে দেওয়ার অন্যায় আবদার শুরু করে। শিক্ষকরা সেই বেআইনি কাজে প্রশ্রয় না দেওয়ায় তাঁদের ওপর নেমে আসে আক্রমণ।

স্কুলের অফিস-রুমেও হামলা চলে। এমনকি শিক্ষকদের দিকে গরম জল ছুড়ে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে ওই পড়ুয়ারা পরীক্ষার্থী। এই নবীন প্রজন্ম দেশের ভবিষ্যৎও বটে। কিন্তু তাদের অপরাধ ক্ষমাহীন। প্রথমত, তারা হামলা করেছে শিক্ষক সমাজের ওপর। দ্বিতীয়ত, নকল করার মতো বেআইনি কাজ করতে দেওয়ার অনুমতি চাইছিল ওরা। নিগ্রহের ফলে ৬ জন শিক্ষক জখম হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।

তাঁদের এই ক্ষত শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও। পড়ুয়ারা যদি কোনও শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে, তবে তার চেয়ে অসম্মান, অপমান আর কিছু হতে পারে না। সেই অসম্মান শুধু আহত ওই ৬ জন শিক্ষকের নয়, গোটা শিক্ষক সমাজের, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের। শেষ বিচারে অপমান সমাজেরও। নবীনদের সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার দায় আমাদের সকলের। শিক্ষকদেরও। কিন্তু শুধু সেই যুক্তিতে কতিপয় পরীক্ষার্থীর এই অন্যায়কে আড়াল করা যায় না।

বরং মালদা জেলার ঘটনাটি গোটা শিক্ষা জগৎ ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতা বয়ে আনছে। শিক্ষক যদি নিজের ছাত্রের কাছে নিরাপদ না হন, তবে তার চেয়ে উদ্বেগজনক শুধু নয়, লজ্জাজনক আর কী হতে পারে! ভয়াবহ এই ঘটনাটিকে কোনওভাবে লঘু করে দেখা উচিত হবে না প্রশাসনের। পরীক্ষার্থী বলে যেমন সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যত্নবান হতে হবে, তেমনই কড়া পদক্ষেপ করাও জরুরি।

অন্যথায় এরকম বিশৃঙ্খলা করে কেউ পার পেয়ে গেলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যাদবপুরে সদ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে হুলুস্থুল ও দুই ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনায় সেইরকম সুদূরপ্রসারী পরিণামের ইঙ্গিত করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বিচারপতি বাংলাদেশের নাম না করে সেই দেশে ছাত্রদের একাংশের অরাজকতার উল্লেখ করেছেন।

বৈষম্য বিরোধিতার নামে আন্দোলনে শামিল একদল পড়ুয়ার উগ্রমূর্তিতে বাংলাদেশে সরকার বদল হয়ে গিয়েছে। নতুন সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েও ক্ষান্ত হয়নি ছাত্র-জনতা। দেশজুড়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদিতে পড়ুয়াদের একাংশ জড়িয়ে পড়ছে বা মদত দিচ্ছে। মালদায় শিক্ষক নিগ্রহের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের চরম হেনস্তায় অভিযুক্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের একাংশই।

বিচারপতি সারকথা বলেছেন, প্রতিবেশী দেশের ওই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভারতে হতে দেওয়া যায় না। সেজন্য প্রশাসনকে কড়া হতে হবে। কিন্তু একা প্রশাসনের পক্ষে গোটা ছাত্র সমাজকে শিক্ষক নিগ্রহের মতো অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। সেজন্য চাই পড়ুয়াদের সচেতনতা। সেই সচেতনতা সৃষ্টির মূল দায় সমাজের। আমার-আপনার। শিক্ষকদেরও। স্কুল স্তরে ছাত্রদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে সহযোগীর ভূমিকা নিতে হবে তাঁদের। নকলের মতো অন্যায় করে পাশ করার মানসিকতাকে নস্যাৎ করার জন্য সচেতনতা চাই সমাজের, অভিভাবকদের।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

পদ্মের গন্ধে তিন কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ

কারাতের প্রবেশে সিপিএম কি বিজেপিকে নিয়ে নরম? প্রশ্ন ঘিরে দেশের তিন কমিউনিস্ট পার্টিতে অভিনব বিতর্ক।

প্রসূন আচার্য

ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্যাসিস্ট। কিন্তু ঠিক কতটা? তার চরিত্রটা ঠিক কেমন?

একটু নরম? নাকি মুসোলিনি-হিটলারের মতো কঠিন?

এই নিয়ে বেজায় ফ্যাসাদে দেশজ কমিউনিস্টরা। সমস্যাটা আরও বেড়েছে, কারণ সামনেই ২-৬ এপ্রিলে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম পার্টি কংগ্রেস তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে। এখনও অবধি ধারে এবং ভারে সিপিএমের ওজন বাকি সব কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বেশি। ফলে বিতর্ক একদম হাতেগরম।

ধান ভানতে একটু শিবের গীত না গাইলে বিষয়টি খোলসা হবে না।

নানা সত্যি-মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং বন্ধু আদানির বিমানে চড়ে দেশজুড়ে প্রচার করে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসেছিলেন ২০১৪ সালের মে মাসে। তার কিছুদিনের পর থেকেই কমিউনিস্টদের একাংশ তাঁকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিজেপির রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে সরাসরি 'ফ্যাসিস্ট' বলে দাগিয়ে দিতে শুরু করেন। এমনকি ২০১৫ সালে প্রকাশ কারাতের তিন টার্মের পর যিনি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হন, সেই সীতারাম ইয়েচুরি একাধিক প্রবন্ধে আরএসএস এবং বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু যেহেতু লিখিত দলিল ছাড়া কমিউনিস্টরা শেষ অবধি কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তাই দলের ডকুমেন্টে এই কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

২০১৬ সালে ক্ষমতাবান কেরল লবির প্রধান নেতা প্রকাশ সংবাদমাধ্যমকে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে বসেন। যাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিজেপিকে ঠিক ফ্যাসিস্ট বলা যায় না। তাঁর এই কথার পরেই সিপিএমের মতো রেজিমেন্টের দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ইয়েচুরির বহু পুরোনো বন্ধু বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব ৯০ দশক থেকেই বিজেপিকে 'ফ্যাসিস্ট শক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গে সীতারাম একই সুরে সুর মিলিয়েছেন।

২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মোদি সংঘ পরিবারের তিনটি বড় অ্যাজেন্ডা পূরণ করেন।

কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করে দেন। দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেও প্রতিবেশী দেশ, মূলত বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি মুসলিমরা যাতে কোনওভাবেই ভারতের নাগরিক না হতে পারেন। হিন্দু বা বৌদ্ধ, জৈনরা এলেই নাগরিকত্ব পান, তার জন্য সিএএ চালু করেন। এরপর আদালতের রায়কে সামনে রেখে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

ফলে বিজেপির চরিত্রটা ঠিক কী, তাই নিয়ে বামেরা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যান। সংঘের অ্যাজেন্ডা পূরণ করে ২০২৪ সালে মোদি তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসেন। প্রবল বিজেপি বিরোধী ইয়েচুরি হঠাৎই ফুসফুসের সংক্রমণে মারা যান। ফাঁকা হয়ে যায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের পদ। মাঝপথে নতুন কাউকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব না দিয়ে কারাতকেই আবার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ চালাতে বলা হয় এবং তাঁর অধীনেই পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলিলের খসড়া লেখা হয়েছে।

কিন্তু গোল বাধে এই খসড়াতে কয়েকটি লাইন নিয়ে। আরও স্পষ্ট করে বললে বিজেপি বা আরএসএসকে 'নিও ফ্যাসিস্ট' বলাকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এখনও বিজেপির প্রতি সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বকলমে প্রকাশ কিছুটা নরম মনোভাব দেখাচ্ছে? শুরু হয় বিতর্ক। প্রশ্ন তোলে মিডিয়া। প্রশ্ন তোলে সাম্প্রদায়িক ইস্যু সামনে রেখে বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলে দাগিয়ে দেওয়া রাহুল গান্ধির কংগ্রেস।

বাংলায় এই বিতর্ক উসকে দেয় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তির একটি লেখায়। কেন শুধু 'ফ্যাসিস্ট' না বলে বিজেপিকে 'নিও ফ্যাসিস্ট' লেখা হচ্ছে, তার কারণ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, বিজেপি সম্পর্কে মূল্যায়নে সিপিএমের সঙ্গে বাকি দুই ভোটে অংশগ্রহণকারী ইন্ডিয়া ব্লকের শরিক সিপিআই এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন পার্টির পার্থক্য আছে। আপাত মনে হয়, রাজনৈতিক বিচারে বিজেপি সম্পর্কে এই দুই দলের অবস্থান সিপিএমের থেকে কড়া।

এর পরেই লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর ফেসবুক পেজে সিপিএমের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্ক আরও জমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখনও বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিস্ট না বললে আর কবে বলব?

সিপিএম তাদের পার্টি কংগ্রেসের খসড়ায় কী লিখেছে দেখা যাক। 'প্রায় ১১ বছর মোদি সরকার থাকার পরিণামে দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িক, একনায়কতান্ত্রিক শক্তির সমাহার ঘটেছে নিও ফ্যাসিস্ট চরিত্রের সঙ্গে। মোদি সরকার হিন্দুত্ব শক্তি এবং বড় বুর্জোয়া শক্তির প্রতিনিধি। তাই আমাদের প্রাথমিক কাজ, বিজেপি এবং আরএসএসের হিন্দুত্ব-কর্পোরেট যোগসাজশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাকে পরাস্ত করা।'

সিপিএম পলিটিকাল ড্রাফটে এই কথা লেখার পরেই প্রথমে কেরলের বাম সরকারের অন্যতম শরিক সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক বিনয় বিশ্বম প্রশ্ন তোলেন। তিনি হিন্দু সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠিক যেভাবে ইতালিতে মুসোলিনি এবং জার্মানিতে হিটলারের উদ্ভব ঘটেছিল, ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার ঠিক সেইভাবে সংঘের আদর্শগত শিকড় বিস্তার করেছে।' অর্থাৎ সিপিআইয়ের স্পষ্ট মত, মোদি সরকার আসলে ফ্যাসিস্ট সরকার এবং এই সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও সংশয় নেই।

পালটা জবাব দেন কেরলের সিপিএমের সম্পাদক বিভি রাঘবন। তিনি পালটা সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা সিপিআইয়ের সঙ্গে একমত নই। আরএসএস তাদের হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডায় গোটা দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। দক্ষিণ পন্থা সাম্প্রদায়িক শক্তির এটা একটা নিও ফ্যাসিস্ট চরিত্র।'

ইতালি-জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছিল ১০০ বছর আগে। তারপর পুঁজি থেকে আরম্ভ করে প্রযুক্তি এবং জিও পলিটিক্স অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই নিও ফ্যাসিস্ট শব্দ ব্যবহার করে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে আপত্তি কিছু নেই বলে মনে হলেও মূল আপত্তি বিজেপির চরিত্র নিয়েই।

এই পরিস্থিতিতে দলে বিতর্ক বাড়তে থাকায় ২ মার্চ গণশক্তি পত্রিকা বিষয়টি ব্যাখ্যায় গিয়ে বলে, সিপিএম ২২তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিল, কর্তৃত্ববাদী ও হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক আক্রমণে ফ্যাসিস্ট ধাঁচের প্রবণতার লক্ষণ। ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিল, মোদি সরকার আরএসএসের ফ্যাসিস্ট ধাঁচের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এবার ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের দলিলে তার থেকেও এক ধাপ উপরে উঠে বলা হয়েছে।'

সমস্যা হচ্ছে, 'নিও ফ্যাসিস্ট' শব্দবন্ধ নিয়ে এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার পরে গণশক্তিতে লেখা হয়, 'আমাদের পার্টির এই অবস্থান সিপিআই এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন থেকে আলাদা। সিপিআই মোদি সরকারকে ফ্যাসিস্ট সরকার বলে চিহ্নিত করেছে। আর সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর মতে, ভারতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে।'

এর পরেই দীপঙ্কর কার্যত সিপিএমের অবস্থানকে সমালোচনা করে বিরাট মতামত পোস্ট করেন ফেসবুকে। তাঁর মত হচ্ছে, 'মোদি সরকার দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হয়ে লড়তে হবে। কেন সিপিএম এই কথা বলতে পারছে না?'

মনে রাখতে হবে, বাংলায় সিপিএম শূন্য। কিন্তু বিহারে লিবারেশনের ১২ বিধায়ক আছেন। সিপিএমের ২। সিপিআইয়েরও ২।

সিপিআইয়ের সর্বভারতীয় তাত্ত্বিক নেতা, যিনি গোটা বিশ্বে গত ৫০ বছরের বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন, সেই পল্লব সেনগুপ্ত আমাকে বললেন, 'লিবারেশন যদি মনে করে, দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে, তাহলে কেরলে বিজয়নের নেতৃত্বে বাম সরকার থাকে কী করে? আর একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস বা কংগ্রেস জোট সরকার কী করে টিকে, যা বামপন্থীরা সমর্থন করছে। এই সরকারগুলোর তো থাকার কথা নয়! সুতরাং লিবারেশনের ব্যাখ্যা পুরো ঠিক নয়।'

পল্লবের আরও যুক্তি, আবার সিপিএম যদি এখনও স্পষ্ট করে বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী শক্তি না বলে, তাহলে আর কবে বলবে? এত রাখঢাক কেন? বিতর্ক কিছুটা উসকে দেওয়ার ভঙ্গিমায় তিনি বলেন, 'ইয়েচুরি বেঁচে থাকার সময় তো এত রাখঢাক ছিল না! উনি তো বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিবাদী শক্তি বলে আক্রমণ করতেন। অবশ্য পার্টি কংগ্রেসের দলিলে সিপিএম কী বলবে, সেটা তাদের মত।'

নিঃসন্দেহে তাঁর এই কথায় বিতর্ক আরও বাড়ল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৫

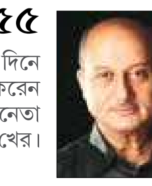

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনুপম খের।

২০১৭

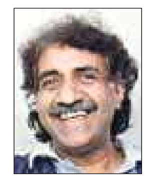

লোকসংগীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূলের জমানা বলেই যাদবপুরে ওরা এটা করতে পারছে। সিপিএমের জমানা হলে যে দল এরকম করত, তাদের রাজ্যেই থাকতে দিত না। তৃণমূলের লোকেরাও উগ্র হতে পারে। দু'মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের পার্টি বলবে না, যাও বিরোধীদের মেরে আসো।

- রাজ চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

চলন্ত ট্রেন থেকে আইআরসিটিসির কর্মীর আবর্জনা ফেলার ভিডিও ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, রেলের এক কর্মী ডাস্টবিনের আবর্জনা চলন্ত ট্রেন থেকে ট্র্যাকে ফেলছেন। যাত্রীদের বারণ শোনেননি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে জরিমানা ও বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভাইরাল/২

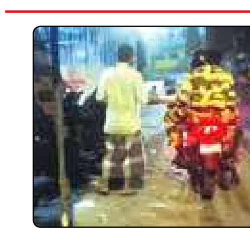

ধারাভিতে অবৈধভাবে নির্মিত খাবারের দোকান, স্টল ও হকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত চার পুলিশ কনস্টেবল বাইকে পেট্রলিংয়ে বেরিয়েছিলেন। সেসময় দোকানদারদের কাছ থেকে তাঁদের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। চারজনই সাসপেন্ড হয়েছেন।

জনমন
জনমত

অপেক্ষা কোহলির ৭৫তম অর্ধশতরানের

আমি খুব ছোট বয়স থেকেই ক্রিকেটার বিরাট কোহলির ফ্যান। ৪ মার্চ দুবাইয়ের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচে অত্যন্ত দায়িত্বসচেতন বিরাট কোহলি ৮৪ রানের (৯৮ বলে) ইনিংস খেলে ভারতীয় দলকে বিজয়ের পথে নিয়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটাও (ওডিআই ক্রিকেটে ৪৩তম) জিতে নিলেন। ওডিআই ক্রিকেটে ৭৪তম অর্ধশতরান করার জন্য বিরাটকে জানাচ্ছি অজস্র ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আশা রাখছি, ৯ মার্চ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহাগুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসবে ৭৫তম ওডিআই অর্ধশতরান। একইসঙ্গে ফিল্ডিং করার সময় আরও একটা বা দুটো ক্যাচ নিয়ে নিজের ক্যাচের সংখ্যাটাকেও (বর্তমান ওডিআই ক্যাচ ১৬১টি) বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

চিরঞ্জীবকুমার সাহা
দশম শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল।

ভেজাল ওষুধ এবং আমরা

সম্প্রতি সিডিএসসিও'র পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে বিভিন্ন নামকরা ব্র্যান্ডের ১৪৫টি ওষুধের ব্যাচ। এরমধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, জ্বর, বমি, প্রেশার, সুগার থেকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক। এই ডাহা ফেল করা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধগুলো ভারতে এতদিন ধরে দিব্যি চলছে কী করে? ডাক্তাররাই বা সেইসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন কী করে? বিদেশে যে ওষুধগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলোই বা আমাদের দেশে চলছে কী করে?

আসলে এদেশের বা রাজ্যের নেতা-নেত্রীরা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত নন, জনগণের কল্যাণ, উন্নতি বা স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা মোটেও ভাবিত নন। তাঁরা সবসময় ব্যস্ত থাকেন তাঁদের সিংহাসন রক্ষায় ভোটের হিসেবনিকেশ কষতে। দেশ ও রাজ্যের জনগণের উন্নতি, কৃষি, শিল্পবিকাশ, শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁদের মনোনিবেশ খুবই কম দেখা যায়।

প্রায় সকলের ঘরে ঘরে প্রায়শই চলে প্যারাসিটামল, টেলমা, অনডেম জাতীয় ওষুধ এবং সুগারের ওষুধ। আর এইসব ওষুধেই নাকি ভেজাল, নেই কোনও গুণমান, কমছে না রোগীদের সমস্যা। কে জানে ল্যাবরেটরিগুলোতেও কবে দুর্নীতি ঢুকে যাবে, সব ওষুধ পরীক্ষায় পাশ করে যাবে আর বলি হবে সাধারণ জনগণ!

কেউ কি আছেন সব দুর্নীতি দূরীকরণে ওষুধগুলোর গুণমান পরীক্ষা করে সঠিক ওষুধ বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে? বিভিন্ন অসুস্থতায় এদেশের রোগীদের সঠিক চিকিৎসা তথা ভেজালহীন সঠিক গুণমানযুক্ত ওষুধ দিতে দেশ বা রাজ্যগুলো কি দায়বদ্ধ নয়?

জ্যোতির্ময় রায়
নিউ আলিপুরদুয়ার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উদাসীনতার জন্য বাঙালি যাচ্ছে বিস্মৃতিতে

বারাণসী ঘুরলে বোঝা যায়, বাঙালি এককালের প্রাণের শহরে কতটা আড়ালে। মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলাতেও এক ছবি।

শৌভিক রায়

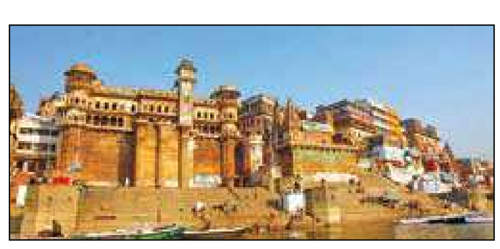

রিকশা চালাতে চালাতেই সিরাজ নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন।

তিন পুরুষ ধরে ওঁরা বারাণসীতে। ঠাকুরদা প্রথম এসেছিলেন। টাঙ্গা চালাতেন। সময়ের পরিবর্তনে সেসব বিলুপ্ত। বাবার আমল থেকেই শুরু হয়েছিল রিকশা। প্রজন্ম আর রিকশার আদল বদলালেও, পেশা একই রয়ে গিয়েছে। তবে দেশের বাড়ি মালদার সঙ্গে যোগ বরাবর রয়েছে। সিরাজের নিজের স্ত্রী-পুত্র ওখানেই। তিন-চার মাস পরপর কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়ি যাওয়াটাও বাপঠাকুরদার মতোই।

সিরাজ ও সিরাজের মতো মানুষজনদের ঠিক কোন ক্যাটিগোরিতে ফেলব বুঝতে পারছি না। পরিযায়ী? নাকি প্রবাসী? কেননা বেনারস ও সংলগ্ন এলাকায় এরকম বাঙালির সংখ্যা কম নয়। তিন-চার পুরুষ ধরে এঁরা জীবিকার জন্য বংশপরম্পরায় মধ্যভারতের এই জায়গাগুলিকেই বেছে নিয়েছেন। নিজেদের রাজ্যে কোনও কিছুই চেষ্টা করেননি তাঁরা।

কথা হচ্ছিল অটোচালক ছান্নু প্যাটেলের সঙ্গে। দিব্যি বাংলা বলেন। জানালেন তাঁদের পরিচিত তপন চক্রবর্তীর কাছ থেকে শিখেছেন। বাড়ি 'বঙ্গাল'-এর কোথাও হলে, ছান্নুজির মতে তপনবাবু তাঁর নিজের মতোই বেনারসিয়া! কেননা বাংলায় কাজের সুযোগ পেয়েও তিনি নাকি যাননি। রয়ে গেছেন ওখানেই।

এই মানুষজনের পাশে আর এক ধরনের বাঙালিও দেখা গেল, এইসব এলাকায় দৃশ্যমান। যেমন বাঙালিটোলার শম্ভু চক্রবর্তী। সারনাথের বেনারসি বুনকর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হলেও, তাঁর মূল কাজ বৌদ্ধ মন্দিরের গাইডের। তাঁর কোন পূর্বপুরুষ কবে বেনারসে এসেছেন, জানেন না। বাংলায় কিছু আত্মীয়স্বজন থাকলেও, সেভাবে আর কারও সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। দুঃখ করলেন, বাঙালিটোলা নামটি থাকলেও, দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রতিপত্তি বাড়ছে সেখানে। কমে আসছে বারাণসীর বাঙালিদের প্রভাব।

তবে এখনও বারাণসীর মতো জায়গাজুড়ে বাংলার ছোঁয়া প্রচুর। ফলে বেঙ্গলি কলেজের পাশাপাশি, দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়ার পথে দুই ধারের দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলা দেখা যায়। অহল্যাবাই ঘাটের কাছেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবক্ষমূর্তি জ্বলজ্বল করে। কমবেশি বাংলা বোঝেন প্রায় সকলে। তবে কোথায় যেন কাশীর সেই বিখ্যাত খাতিরদারির অভাব স্পষ্ট। বাঙালিদের ব্যাপারে উদাসীনতা যে দিন-দিন বাড়ছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তাই বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মশালার হাল দেখে কষ্টই হয়। যে গোধূলিয়া, ভেলুপুরা অঞ্চলে এক সময় বাঙালিরা রাজত্ব করত, সেখানেও তাদের কেমন ছন্নছাড়া অবস্থা। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে, মদনমোহন মালব্যর মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদানের সার্টিফিকেটে প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হিন্দিতে করা সইও বোধহয় সেই দৈন্য মেটাতে পারে না।

তবে শুধু বারাণসী নয়, গোটা পশ্চিমজুড়েই এই ছবি। যে বাঙালি এক সময় মধুপুর, শিমুলতলা, গিরিডি থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের ছড়িয়ে রেখেছিল, আজ সব জায়গাতেই পিছু হটছে তারা। পশ্চিমের সূর্যের মতোই অস্তমিত বাঙালির গৌরব। আর এই ব্যাপারে, প্রবাসী বা দেশি বাঙালি সবাই সমান। কেননা আত্মঘাতী সকলেই!

তাই বারাণসীর ঘাটগুলিতে বেড়াতে বেড়াতে যখন কেদারঘাটে এলাম, মনে পড়ল সত্যজিৎ রায়ের কথা। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর ক্লাইম্যাক্স হয়েছিল এখানেই। মহাকুম্ভ আর শিবরাত্রির তিথিতে পুণ্য করতে আসা বাঙালিও যেমন মনে রাখেনি সেটা, হয়তো ভুলে গিয়েছেন স্থানীয় বাঙালিরাও।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৩

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ৩। অত্যন্ত নরম বা গলা ভাত ৫। বলার যোগ, বর্ণনীয়, কথনীয়, মুখে মুখে প্রচলিত ৬। রংবিশেষ, ফলবিশেষ, লক্ষ্মীদেবী ৮। নাকের অলংকারবিশেষ ১০। বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক ১২। পৃথিবী, ত্রিভুবন, রাজ্য, এলাকা ১৪। হাবলা, মূকবধির ১৫। চর্মরোগবিশেষ, প্রতিশোধ ১৬। গতিশীল, গমনশীল।

উপর-নীচ : ১। কুঞ্চিত করা ২। ব্যাঙের ডাক, মকমকি ৪। খুব ভালো, চমৎকার ৭। প্রশ্রয়, আশকারা ৯। শরম, খই ১০। অনিষ্টকারী, প্রতারক ১১। শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ ১৩। এক ধরনের চিংড়ি মাছ।

সমাধান ■ ৪০৮২

পাশাপাশি : ১। কুমুদ ৩। খঞ্চাপোশ ৪। গণ্ডুক ৫। খটোমটো ৭। শ্রুতি ১০। পল ১২। কানাকড়ি ১৪। ঘরামি ১৫। যাঁড়াষাঁড়ি ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। কুম্ভীরাশ্রু ২। দগড় ৩। খকখক ৬। মধুপ ৮। তিলানা ৯। তড়িঘড়ি ১১। লম্বোদর ১৩। কামিন।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতীয় ছাত্র খুন আমেরিকায়

হায়দরাবাদ, ৬ মার্চ : ডাকাতির সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের। বুধবার মার্কিন প্রশাসনের তরফে এই খবর জানানো হয়। হায়দরাবাদের একটি কলেজ থেকে বিটেক করে উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তেলেঙ্গানার রঙ্গরেড্ডির বাসিন্দা প্রবীণ কুমার গাম্পা (২৭)। উইসকনসিনের মিলউইকির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেটা সায়েন্সে

স্নাতকোত্তর করছিলেন। স্থানীয় একটি দোকানে কাজও করতেন। জানা গিয়েছে, দোকানে ডাকাতির চেষ্টা হলে তাদের বাধা দিতে গিয়েই দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন প্রবীণ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

প্রবীণের ভাই জানিয়েছেন, বুধবার সকালেই বাবাকে ফোন করেন প্রবীণ। কিন্তু তিনি ধরতে পারেননি। পরে মেসেজ করলেও উত্তর আসেনি। ২০২৩-এ প্রবীণ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। মৃতের বাবার কথায়, আর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর পড়া শেষ হয়ে যেত। ছাত্র-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে শিকাগোর ভারতীয় দূতাবাস। পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

রাহুলকে জরিমানা

লখনউ, ৬ মার্চ : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ২০০ টাকা জরিমানা করল লখনউয়ের একটি আদালত। লখনউয়ের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাহুলের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা চলছে। বুধবার তাতে হাজিরা দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি হাজিরা না দেওয়ায় আদালত ২০০ টাকা জরিমানা করেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ এপ্রিল। ওইদিন রাহুল গান্ধিকে ফের হাজিরা দিতে বলেছেন বিচারক। মহারাষ্ট্রে ২০২২ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে রাহুলের বিরুদ্ধে লখনউয়ের আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। রাহুলের আইনজীবী আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেলকে সশরীরে হাজিরা দেওয়া থেকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে।

উদয়ের স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : সনাতন ধর্ম বিতর্কে তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার থেকে সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতি ছাড়া উদয়নিধির বিরুদ্ধে সনাতন বিতর্কে আর কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। বিভিন্ন রাজ্যে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। একের পর এক মামলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন স্ট্যালিন। তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, একাধিক রাজ্যে সনাতন বিতর্কে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু করা হয়েছে। সর্বশেষ মামলাটি দায়ের হয়েছে বিহারে। জবাবে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, 'আপনারা লাগাতার নতুন মামলা দায়ের করতে পারবেন না।' ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো নির্মূল করার ডাক দিয়েছিলেন উদয়নিধি।

হামাসকে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

পণবন্দিদের মুক্তি না দিলে গাজা অভিযান

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিও এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠন হরকত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া (হামাস)-কে। বুধবার হামাসকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি হামাস অবিলম্বে সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি না দেয়, তাহলে গাজা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নিজস্ব যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্রাম্প লিখেছেন, 'সব পণবন্দিকে এখনই মুক্তি দাও, পরে নয়। নিহতদের দেহ ফিরিয়ে দাও। নাহলে তোমাদের অস্তিত্ব শেষ।' হামাস নেতাদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'এটাই তোমাদের শেষ সতর্কবার্তা! যাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা এখনই গাজা ছেড়ে চলে যাও।'

ইজরায়েলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন ইজরায়েলকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। যদিও হামাসের অভিযোগ, ট্রাম্পের হুমকির উদ্দেশ্য হল ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে আসতে সহায়তা করা এবং গাজার ওপর অবরোধ আরও কঠোর করা। দলের মুখপাত্র আবদেল লতিফ আল-কানুয়া

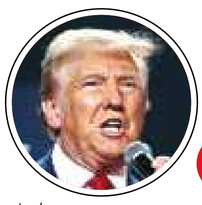

> এটাই তোমাদের শেষ সতর্কবার্তা! যাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা এখনই গাজা ছেড়ে চলে যাও।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

বৃহস্পতিবার বলেন, 'ইজরায়েলি বন্দিদের মুক্তির ঠিক পথ হল ইজরায়েলকে দ্বিতীয় ধাপে যেতে বাধ্য করা এবং মধ্যস্থতাকারীদের তত্ত্বাবধানে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানতে বাধ্য করা।'

কেবল হামাস নয়, গাজার সাধারণ বাসিন্দাদেরও কড়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'গাজার জনগণ, তোমাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, তবে শর্ত একটাই- তোমরা একজনকেও আর বন্দি করে রাখতে পারবে না। সেটা করলে তোমরা একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে।'

হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শেষ হয়েছে। ইজরায়েল চেয়েছিল যুদ্ধবিরতি আরও কয়েক সপ্তাহ বাড়াতে। তবে হামাস দাবি করেছিল, এটি ধাপে ধাপে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পরিণত করতে হবে। কিন্তু ইজরায়েল তার কঠোর অবস্থান বজায় রেখে গাজায় খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে।

ইজরায়েলের নতুন সেনাপ্রধান আইয়াল জামির বলেন, 'হামাসকে বড় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও তারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি। তাই আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি।'

ইউরোপের তিন দেশ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানি গাজায় বর্তমান মানবিক সংকটকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে গাজায় যাতে খাবারদাবার ও ওষুধপত্র প্রবেশে বাধা না দেওয়া হয়, তার জন্য ইজরায়েলকে অনুরোধ করেছে। এদিকে আমেরিকা এই প্রথম সরাসরি হামাসের সঙ্গে আলোচনা করেছে। ট্রাম্পের বিশেষ দূত অ্যাডাম বোহলার ওই আলোচনায় অংশ নেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানান, 'মার্কিন নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রেসিডেন্ট সংলাপের মাধ্যমে কাজ করার পক্ষে।' ইজরায়েলও জানিয়েছে, তারা এই আলোচনার বিষয়ে অবহিত ছিল।

দূরবিন চোখে প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের হারসিলে।

প্রত্যর্পণ ঠেকাতে আদালতে তাহাউর

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হোক, তা কিছুতেই চাইছেন না ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসের অন্যতম চক্রী তাহাউর রানা। পাক বংশোদ্ভূত মুসলিম তাহাউর ভারত সরকারের হাতে তাঁকে তুলে না দিয়ে প্রত্যর্পণ স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছেন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে। কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, তাঁকে নয়াদিল্লির হাতে তুলে দেওয়া হলে তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হবে। এই সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

লস্কর জঙ্গি ৬৩ বছরের তাহাউর রানা লস অ্যাঞ্জেলসের কারাগারে রয়েছেন। ২০০৮-এর নভেম্বরে টানা তিন দিন ধরে চলা মুম্বই হামলায় ১৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন মার্কিন নাগরিক ছিলেন। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলাকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখে আসছে। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হয় মার্কিন আদালতে। দীর্ঘ কয়েক

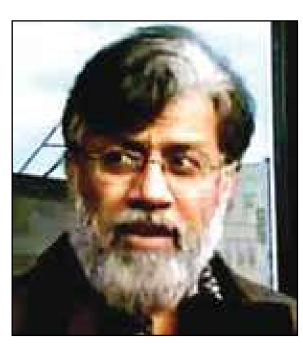

বছর ধরে তাহাউরকে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নয়াদিল্লি।

তাহাউর রানা কেন ভারতে বিচারের জন্য প্রত্যর্পিত হতে চাইছেন না? তাঁর কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন, ভারতে ধর্মীয় বিদ্বেষ সাংঘাতিক। বিজেপিশাসিত ভারতে সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিমদের ওপর বৈষম্য করাটাই দস্তুর। ভিমরুলের চাকে হাত দিলে যে অবস্থা হয়, ভারতে তাহাউরকে ফেরত নিয়ে যাওয়া হলে একই অবস্থা হবে তার। তার ওপর তাঁদের মক্কেলের শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো নয়। একাধিক রোগে ভুগছেন। তাহাউর পারকিনসন্সের রোগী। হার্টে সমস্যা রয়েছে। সম্ভবত তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার হয়েছে। বিচারের জন্য তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি আর বাঁচবেন না।

বাইডেন সরকারের আমলে তাহাউরকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফর চলাকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাহাউরের ভারতে প্রত্যর্পণে সিলমোহর দেন। রানা সম্পর্কিত সমস্ত নথি মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে নয়াদিল্লি। প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে। এই আবহে মার্কিন শীর্ষ আদালতে তাহাউরের ভারতে প্রত্যর্পণের বিষয়ে স্থগিতাদেশের আর্জি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে কী জানায় সেটাই দেখার।

নিয়োগ বাতিল রেল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : অনিয়মের জেরে বাতিল হয়ে গেল রেলের সমস্ত বিভাগের গ্রুপ সি পদের নিয়োগ। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে আর নিয়োগ করা হবে না। বুধবার সমস্ত রেল জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে রেলওয়ে বোর্ডের একটি সার্কুলার পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়ম সামনে এসেছে। তাই বিভাগীয় নিয়োগপ্রক্রিয়া পুনরায় খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রুপ সি-র অন্তর্গত যে সমস্ত এলডিসিই এবং জিডিসিইদের নিয়োগ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সেগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।' এর পাশাপাশি রেলমন্ত্রক ঠিক করেছে এবার থেকে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বা আরআরবি একটি কেন্দ্রীভূত কম্পিউটারবেসড পরীক্ষা নেবে। সম্প্রতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে মুগলসরাই থেকে পূর্ব মধ্য রেলের ২৬ জন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তল্লাশি চালিয়ে ১.১৭ কোটি টাকা উদ্ধারও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। এরপরই পরীক্ষা ও নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন বিজেপি নেতা তেজস্বী সূর্য। বেঙ্গালুরুতে।

ট্রাম্পের নয়া নিষেধাজ্ঞার মুখে পাক, আফগানিস্তান

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : আমেরিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধ অভিবাসীদের হটাতে বদ্ধপরিকর মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, ট্রাম্প সরকার আগামী সপ্তাহে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি পর্যালোচনা হয়েছে। তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম পর্যায়ে শাসনে সাতটি মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল। মুসলিমপ্রধান ইরান, সোমালিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেনের মানুষ তখন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারতেন না। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত তা বহাল ছিল।

২০২১ সালে আফগানিস্তানে দ্বিতীয় পর্যায়ে তালিবান শাসন শুরু হওয়ার পর প্রাণ বাঁচাতে বহু আফগান আমেরিকায় চলে আসেন। তখন বাইডেন প্রেসিডেন্ট। আফগানরা শরণার্থী হিসেবে আমেরিকায় প্রবেশ করে পুনর্বাসনের ছাড়পত্র পান। তাঁরা বিশেষ অভিবাসী ভিসায় আছেন। ট্রাম্প জমানায় কী হবে তাঁদের?

আফগানিস্তানের অ্যাবে গেটে ২০২১ সালের বিস্ফোরণে অভিযুক্ত মহম্মদ সরিফুল্লাকে পাক সরকার আমেরিকায় প্রত্যর্পণে সাহায্য করায় ইসলামাবাদ সরকারের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। কিন্তু তারপরেই পাক নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলার হুঁশিয়ারি।

আমিরশাহিতে আরও ২ ভারতীয়ের ফাঁসি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : ভারতীয় তরুণী শুধু শাহজাদি খানই নন, খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আরও দুই ভারতীয়ের ফাঁসি হয়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। শাহজাদির মতো এই দুটি ক্ষেত্রেও ফাঁসি কার্যকর হওয়ার খবর তাঁদের পরিজনেরা পরে জানতে পারলেন।

বিদেশমন্ত্রক বৃহস্পতিবার মুহম্মদ রিনাশ আরঙ্গিলোট্টু ও মুরলীধরন পেরুমথাত্তা ভালাপিলের সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ফাঁসি হওয়ার কথা জানিয়েছে। তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। দু'জনেই কেরল থেকে আমিরশাহিতে গিয়েছিলেন। আমিরশাহির এক নাগরিককে খুনের দায়ে ফাঁসি হয়েছে মুহম্মদ রিনাশের। মুরলীধরন এক ভারতীয়কে খুনের ঘটনায় চরম দণ্ড পেয়েছেন। ফাঁসি না দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমিরশাহি সরকারকে অনেক অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজে লাগেনি। এখন প্রশ্ন, মোদি সরকারের পশ্চিম এশিয়া নীতি কি মেনে নিতে পারছে না মধ্যপ্রাচ্য?

সাউথ ব্লক জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে দুই ভারতীয়কে সবরকমের আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দু'জনকে মার্জনা করে দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেছেন দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। দু'জনের শেষকৃত্যে পরিজনদের অংশগ্রহণের সুযোগও করে দেওয়া হচ্ছে। শাহজাদির বাবা সাবির খান জানিয়েছিলেন, মেয়ের খবর পেতে তাঁকে আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার প্রায় এক পক্ষকাল পরে তা জেনেছেন। আরও দুই ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার খবরও পরে জানা গেল।

আমেরিকায় যাবেন ম্যাক্রোঁ, স্টারমার

কিভ, ৬ মার্চ : আমেরিকা ইউক্রেনকে সামরিক ও গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের পদক্ষেপে শঙ্কিত ইউক্রেন ও ইউরোপ। তাদের আশঙ্কা, ইউক্রেন রাশিয়ার পক্ষে অনুকূল শর্তে শান্তিচুক্তি গ্রহণ করতে যাতে বাধ্য হয়, সেজন্যই উল্লেখযোগ্য দুটি ক্ষেত্রে ইউক্রেনকে সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা। ইউক্রেনকে যেন তেন শর্তে চুক্তিপত্রে সই করানোই আমেরিকার উদ্দেশ্য। মার্কিন সমর্থন পুরোপুরি হারানোর ঝুঁকিতেও পড়তে হতে পারে ইউক্রেনকে, আড়ে বহরে তাও বুঝিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই পরিস্থিতিতে শান্তি চুক্তির জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

ফ্রান্স জানিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ তুলে ধরাই তাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইউক্রেনের পাশে ইউরোপ আছে। সেই কারণেই ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির বৈঠকে থাকবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। বৈঠকের তারিখ জানা যায়নি। সম্প্রতি জেলেনস্কিকে নিয়ে ট্রাম্পের উষ্ণ প্রকাশের ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি সহ গোটা ইউরোপ।

অভিবাসী তাড়ানোয় লাগামের জল্পনা

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে বিতাড়নের জন্য সামরিক বিমানের ব্যবহার আপাতত বন্ধ করল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এই প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল হওয়ায় এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে।

১ মার্চ অবৈধ বাসিন্দাদের নিয়ে একটি সামরিক বিমান রওনা দিয়েছিল আমেরিকা থেকে। তারপর পেন্টাগনের আর কোনও বিমান অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কাজে ব্যবহার হয়নি। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত কোনও সামরিক বিমানের পূর্বনির্ধারিত সূচিও নেই বলে জানিয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

অবৈধ বাসিন্দাদের দেশে ফেরাতে ৩০ সামরিক বিমান ব্যবহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওই বিমানগুলি ছিল সি-১৭ এবং সি-১৩০ শ্রেণির। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভারতেও এসেছিল। সাধারণত বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করে অভিবাসী বহিষ্কারের কাজ পরিচালনা করে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর বার্তা দিতে সামরিক বিমান ব্যবহার করেছিল। ডব্লিউএসজে-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বহিষ্কার ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে অভিবাসী বিতাড়ন প্রক্রিয়ায় রাশ টানতে হয়েছে ট্রাম্পকে।

পবিত্র রমজান মাসে মসজিদের ওপর এক ফালি চাঁদ। বৃহস্পতিবার ইস্তানবুলে।

হোলিতে না আলিগড়ের, শুরু বিতর্ক

আলিগড়, ৬ মার্চ : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে হোলি মিলনোৎসবের অনুমতি না মেলায় গোল বেধেছে। বিতর্কের উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতেও। কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষয়টি খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দরবারে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া অখিল কৌশল এএমইউ উপাচার্যের কাছে হোলি মিলন অনুষ্ঠান করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু পরে প্রোক্টর ওয়াসিম আলি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কখনও হোলির জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়নি, এখনও দেওয়া হবে না। শিক্ষার্থীরা চাইলে তাঁদের হস্টেল বা ক্যাম্পাসে হোলি খেলতে পারেন। তবে বিশেষ অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হবে না।'

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে অখিল বলেন, 'আমাদের কাছে সেই বৈঠকের অডিও-ভিডিও প্রমাণ আছে। অনুমতি না পেলে আমরা তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেব। অন্যান্য ধর্মের উৎসব এখানে পালন করা হলে হোলি উৎসব কেন করা যাবে না?'

সংঘ নেতার মারাঠি মন্তব্যে জলঘোলা

মুম্বই, ৬ মার্চ : ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তামিলনাড়ুর শাসক ডিএমকের সঙ্গে কেন্দ্রের বিতর্কের জল অনেকটাই গড়িয়েছে। তার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই এবার মারাঠি ভাষা নিয়ে নয়া বিতর্কে নাম লেখাল আরএসএস এবং বিজেপি। সংঘের অন্যতম শীর্ষ নেতা সুরেশ ভাইয়াজি যোশি মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'মুম্বইয়ে একটি মাত্র ভাষা নেই। এখানে অনেকগুলি ভাষা রয়েছে। কয়েকটি এলাকার নিজস্ব ভাষা আছে। কাজেই যাঁরা মুম্বইয়ে আসেন তাঁদের মারাঠি জানা জরুরি নয়।' যোশির এই মন্তব্যে রুষ্ট হয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এনসিপি (এসপি)। এই ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের এনডিএ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবিও তোলে তারা। জবাবে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'ভাইয়াজি কী বলেছেন আমি তা শুনিনি। তবে মুম্বই এবং মহারাষ্ট্রের ভাষা হল মারাঠি। সবাইকে তাই মারাঠি শিখতে হবে এবং এই ভাষাতেই কথা বলতে হবে।'

ফড়নবিশ অবশ্য এও বলেন, 'আমাদের সরকার সমস্ত ভাষাকে ভালোবাসে। আপনি যদি নিজের

সাফাই ফড়নবিশের, সুর চড়ালেন উদ্ধব

ভাষাকে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন তাহলে অন্য ভাষার প্রতি একই মানসিকতা দেখানো উচিত। আমি নিশ্চিত, ভাইয়াজি আমার সঙ্গে একমত হবেন।' ফড়নবিশের এহেন সাফাই শুনে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন খোদ ভাইয়াজি। তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই বিতর্ক হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ভাষা মারাঠি। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুম্বইয়ের ভাষাও মারাঠি। ভিন্ন ভাষাভাষীরাও মুম্বইয়ে থাকেন। তাই যাঁরা এখানে থাকেন তাঁরা সকলেই মারাঠি শিখবেন, বুঝবেন এবং পড়বেন এটা প্রত্যাশিত।'

তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানার মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অভিযোগ মানতে না চাইলেও ত্রি-ভাষা নীতি মেনে নেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুকে রীতিমতো চাপ দিয়েছে। এমনকি ভাষা নীতি না মানলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মোদি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই অবস্থায় মারাঠি নিয়ে খোদ গেরুয়া শিবিরের অন্দরে বিরোধের মেঘ দেখা দেওয়ায় পালটা সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, 'মুম্বইয়ে বিভাজন তৈরি করাই যে আরএসএস-বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা সেটা যোশির মন্তব্যে পরিষ্কার। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অবিলম্বে অভিযুক্ত করা উচিত ওঁকে।' উদ্ধবের অভিযোগ, 'মুম্বইকে ভাঙতে চায় বিজেপি। রাজ্যে মারাঠি ভাষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইন তৈরি করেছিলাম। যোশির মন্তব্য সেই আইনের বিরোধী।' এদিন হুতাত্মা চৌকে ইউবিটি বিক্ষোভও প্রদর্শন করে।

উদ্ধারে প্রশিক্ষিত ক্যাডাভার

হায়দরাবাদ, ৬ মার্চ : অপেক্ষার তেরো দিন। পুরো ১২টা দিন কেটে যাওয়ার পরেও তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া আটজন শ্রমিক কী অবস্থায় রয়েছেন, তা জানা যাচ্ছে না। তাঁরা জীবিত না মৃত, তাও না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নাগারকুর্নুল জেলার শ্রীশৈলম লেফট ব্যাংক ক্যানাল (এসএলবিসি) প্রকল্পের ধসে পড়া সুড়ঙ্গে শ্রমিকদের উদ্ধার প্রক্রিয়ায় যোগ দিল কেরল পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'ক্যাডাভার' কুকুর, যারা সহজেই মানবদেহ বা দেহাংশ খুঁজে

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গ ধস

বের করতে পারে। কেরল সরকার জানিয়েছে, 'রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর ক্যাডাভার (মানবদেহ শনাক্তকারী) কুকুরগুলিকে তেলেঙ্গানার উদ্ধার অভিযানে পাঠানো হয়েছে।'

কেরল থেকে প্রশিক্ষিত কুকুর এবং তাদের পরিচালকদের দল বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদে পৌঁছোয়। তেলেঙ্গানার এক সিনিয়ার পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, 'কেরল থেকে আনা দুটি বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুর বৃহস্পতিবার সুড়ঙ্গে নেমেছে। এবার শ্রমিকদের খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

তুমি অনন্যা তুমি দশভুজা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ক্যাম্পাসের পাতায় নারীজীবনের কথা। নানা আঙ্গিকে তাকে দেখার চেষ্টা করলেন এক শিক্ষক ও এক গবেষক-পড়ুয়া। পাশাপাশি চার জেলার আট পড়ুয়া জানালেন তাঁদের জীবনে নারীদের অবদান কতটা।

তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। বসন্ত বাতাসে রোদের তাপ হলুদ পর্দার ভেতর দিয়ে কিশোরীর গালের ওপর এসে পড়েছে ঘুমন্ত মুখে। বেলা এগারোটা। ঘরের দরজা টেনে দিলেন মা। আহা ঘুমোক। ভোররাত অবধি পড়াশোনা করে ঘুমিয়েছে। তিনি নিজেও আধোঘুম আধা জাগরণে কাটিয়েছেন, রোজকার মতোই মেয়ের সঙ্গে। তবে ঘাড়ের ওপর বসে নয়। তাতে মেয়ে ভীষণ রাগ করে।

আজ রোববার, স্কুল নেই তাঁরও। নয়তো ঘুমোতে হত সেই মাঝরাত্তিরে। তাঁদের ছেলেবেলায় পরীক্ষার আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার থিওরি এ যুগে অচল। মেয়ে বলে, তারা নাকি জেন-জি। নিয়মকানুন মোটেই এক থাকে না প্রজন্মভেদে। যেমন আজ চল্লিশে পা রাখা মায়ের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সুতনুকা নিজের মায়ের জায়গাটা স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর মা ঘরসংসারের বাইরে তাঁরই মতো এক বিরাট স্কুলসংসার সামলেছেন আজীবন। সুতনুকার মায়েদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের গল্প কত আলাদা ছিল। তখন ক্লাসে মেয়েদের অধ্যাপকদের সঙ্গে ঢুকতে ও বেরোতে হত এবং বাকি সময়টুকু থাকতে হত গার্লস কমনরুমে। সেই যুগে তাঁর মায়ের মতো ব্যতিক্রমী হতে পারেননি সবাই।

বিয়ের পর শাশুড়ি মাকে দেখে জেনেছিলেন, প্রতিভা আর মেধা থাকা সত্ত্বেও শুধু রূপ দিয়ে বিচার হওয়া একটা মানুষ আঠারো বছর বয়সে সংসারের লাঙল ঘাড়ে মা হয়ে যান কীভাবে আর সারাজীবন সেই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারেন না। সুতনুকা অবাক হয়ে আজও ভাবেন, নিজেকে সংসারে নিঃশেষ করে দেওয়া মেয়েদের জন্য শ্রমজীবী নারীর শিরোনাম ধার্য হবে কবে!

নিজের মেয়েকে তিনি সবটুকু আয়ুধ তুলে দিয়ে তৈরি করতে চান। যদিও ঠিক ভরসা পান না, এ সমাজে তার কতটুকু মূল্যায়ন হবে। মূল্যায়নের তোয়াক্কা না করতেই শেখান মেয়েকে। দশভুজা হওয়ার যে লড়াই তাঁর আগের প্রজন্মের মা-কাকিমারা বিশ্বাস করতেন আর পরের প্রজন্মকে তিল তিল করে শেখাতে চাইতেন, সেটার প্রচ্ছন্ন গর্ব সুতনুকাদের প্রজন্মের বহু নারী লালন করে চলেন ঘরে-বাইরে। তাঁর নিজের মা-ই ছিলেন সহস্রভুজা। কোনও কাজে 'পারব না' শুনলে ভয়ানক রেগে যেতেন। সুতনুকা অবশ্য এই বয়সে দাঁড়িয়ে শতভুজার ভূমিকায় বড় ক্লান্ত বোধ করেন আজকাল।

তাই পনেরো বছরের মেয়ে যখন বলে, 'এসবই তো কৌশল মা, ঘরে বাইরে খাটিয়ে নেওয়ার'। তিনি মেনে নেন। সব পারার প্রয়োজন আসলে সত্যি মেয়েদের নেই, কোনও দায় নেই। নিজেকে বোঝা করে তোলা, নিজেকে নির্ভরশীল করে তোলার প্রবণতামুক্ত হও শুধু। স্বনির্ভরতা একমাত্র প্রয়োজন জীবনে। তার জন্য যতটুকু শিখে নেওয়ার, ছেলে বা মেয়ে নির্বিশেষে সেটুকু অবশ্য শিক্ষণীয় কেবল। আজকের জেন-জি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হতে চায়।

হঠাৎই সুতনুকার মনে হয়, মধ্যবিত্ত সমাজকে সামনে রেখে যাবতীয় সামাজিক মানদণ্ড তৈরি হয় আসলে। যে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের ভেতরে তার নিত্য ওঠাবসা, সেই কিশোরী মুখগুলোর সুযোগ নেই বেলা এগারোটা অবধি ঘুমিয়ে নেওয়ার। রাতে দশজনের সঙ্গে এক ঘর ভাগ করে ঘুমোতে হয়, তাই জীবনে রাত জেগে পড়ার স্বাধীনতা পায় না ওরা।

তবু স্বপ্ন ডানা মেলে নিজের আকাশে। নীল সাইকেলে উড়ে পাখির মতো ছুটে আসে স্কুল চত্বরে। বড় পরীক্ষার সময় সঙ্গে মা-বাবা আসতে পারেন না, কাজের জায়গা থেকে ছুটি না মেলায়। মায়েদের দিন আনি দিন খাইয়ের কর্মক্ষেত্রে ছুটির কোনও প্রশ্ন নেই। সেই মেয়েগুলো অনেক ছোট থেকে আত্মনির্ভরতার পাঠ শেখে আসলে। অধিকাংশই স্বপ্ন দেখে নিজের একটা পরিচয়ের। কিছুজন ভুল পথে পা বাড়ায়।

সুতনুকা গ্রামের স্কুল ছেড়ে গেলেন না আজীবন, যদি একজনকেও ঠিক পথে পা রাখতে উৎসাহিত করতে পারেন, এই আশায়। ভয় করে খুব, নিজের মেয়ে আর হাজার হাজার মেয়ের মুখ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পরিসংখ্যানে হারিয়ে যাওয়া মুখেদের ভিড়ে। বসন্তের হলুদ পাতার মতো ঝরে যাওয়া কত মুখ শুধু কন্যাসন্তান জন্মের অপরাধে কান্নাজন্ম যাপন করে যাচ্ছে।

জেন-জি নাচের স্কুলের পাশাপাশি ক্যারাটে আর তাইকোন্ডো শিখে নিতে দ্বিধা করে না। প্রতিটি স্কুলে আর কবে সরকারি সাহায্যে আবশ্যিক হবে এধরনের প্রশিক্ষণ, জানা নেই। তিন-চার বছরে দু'-এক মাসের ক্লাসে সব মেয়ের সুযোগ হয় না শেখার। সমাজ যখন নিরাপদ নয়, তবে প্রস্তুত হতে দাও ঘরের মেয়েটিকে সেই রণাঙ্গনের জন্য। সামাজিক মাধ্যমের চাকচিক্যময় আকর্ষণের জগৎ হাট করে খুলে দিয়েছে কতসহস্র বিপজ্জনক বাঁক। বিপন্নতার পাশাপাশি বিষণ্ণতা বৃদ্ধির এই সময়ে অবসাদ, হতাশা আর নেতিবাচকতার ছায়া মেয়েগুলোর ওপর থেকে মুছে দেওয়ার দায়িত্ব কে নেবে? টোটোচালক, বিমানচালক বা দেশচালক- যে ভূমিকাতেই আসীন হোক না কেন, ঘরে বাইরে নারীর সুরক্ষা আর অধিকারের লড়াই ফুরোয় না যুগ যুগান্তরে। ষোলো বছরের আসন্নপ্রসবা মেয়েটি গৃহহীন হয়ে 'হোম' নামক আশ্রয়ে আরেকটি প্রাণের জন্ম দিতে গিয়ে নিজের প্রাণ খোয়াল, তার জন্য একটি মোমবাতিও জ্বলেনি নগরে-প্রান্তরে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে যত্নে ঘুম ভাঙান সুতনুকা। ঘুম ভাঙানোর কাজটাই তো করে চলেছেন তিনি প্রাণপণ। তাঁর মতো করেন আরও অনেকে। যেমন তাঁর মা তাঁকে জেগে থাকতে শিখিয়েছিলেন একদিন, অন্য অন্য ঘুমন্ত মানুষগুলোর পাশে!

(লেখক ও শিক্ষক, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আশুতোষ প্রসাদ
(চতুর্থ সিমেস্টার, সূর্য সেন কলেজ)

মা, দিদি এবং শিক্ষিকা- নারীদের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। সবাই কোনও না কোনওভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং করে চলেছেন। মা শুধুমাত্র জন্মদাত্রী নন, বরং আমার আশ্রয় ও প্রেরণার উৎস। দোষ-গুণ, ভালো-মন্দের বিচার করতে পারা, কঠিন সময়ে মনকে শক্ত রাখা- সবকিছু তাঁর কাছ থেকে শেখা।

এছাড়া স্কুল, কলেজের শিক্ষিকারা আমার চিন্তাভাবনাকে আরও গভীর করেছেন। নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী করে তুলেছেন। বন্ধু এবং মহিলা সহকর্মীদের প্রয়োজনে পাশে পেয়েছি। নারীরা শুধু পরিবার নয়, সমাজ ও জাতির উন্নতির অন্যতম কারিগর। যোগ্য সম্মান ও সমান অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা অপরাধ।

জয়িতা সাহা
(মাথাভাঙ্গা কলেজ)

আমি সিঙ্গল চাইল্ড। আমার জীবনে যে নারী চরিত্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হলেন আমার মা অঞ্জনা সাহা। যিনি ঘরসংসার সামলানোর পাশাপাশি লেখাপড়ায় সাহায্য করে চলেছেন সেই ক্লাস ওয়ান থেকে। তিনিই আমার প্রথম শিক্ষিকা এবং গুরু। মা আমার কাছে রোল মডেল। ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত জীবনের সবক্ষেত্রে তাঁর সাপোর্ট পেয়েছি। আমার প্রতি মায়ের বিশ্বাস আছে যে, আমি এমন কোনও কাজ করব না যাতে আমার বা পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়। মায়ের এই ভরসা আমার আত্মবিশ্বাস আরও মজবুত করেছে। ছোটবেলা থেকে জীবনে ছোট-বড় সমস্যা যখনই এসেছে, সমাধানের রাস্তা দেখিয়েছেন তিনি। মা যেমন একজন অভিভাবক, তেমন বন্ধু।

আরেকজনের কথা না বললেই নয়। তিনি মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মন্দিরা তালুকদার। একজন শিক্ষিকা কীভাবে অত্যন্ত আপনজন এবং ভরসার কাঁধ হয়ে উঠতে পারেন, তার উদাহরণ তিনি। স্কুলে পড়াকালীন তো বটেই, স্কুল পেরিয়ে কলেজে কোন বিষয় নিয়ে পড়ব এবং তারপর কী কী করা উচিত, সেই সমস্ত পরামর্শ নিয়মিত ম্যাডামের কাছ থেকে পাই।

নরেশ রবিদাস
(বিএড পড়ুয়া, কোচবিহারের বাসিন্দা)

দিদি শান্তি রবিদাস আমার অনুপ্রেরণা। আমরা সাত ভাইবোন। প্রত্যেকের প্রতি আলাদাভাবে বিশেষ নজর দেওয়া মা-বাবার পক্ষে কার্যত অসম্ভব ছিল। গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হয়েছি। সংসারে অভাব ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবারের জোয়াল টানার দায়িত্ব ছিল মা-বাবার উপর। তাই দিনভর ভাইবোনদের দেখভাল করতেন দিদি। তাঁর স্নেহের পরশে লালনপালন হয়েছে আমাদের। ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে স্কুলে যাওয়া, কী খেয়ে যাব, স্কুল থেকে ফিরে কী করব- সবকিছুতেই তাঁর নজর থাকত। দিদি পাশে ছিল জন্যই স্কুল, কলেজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছি সফলভাবে।

মা মায়ের জায়গায় থাকলেও আমার জীবনে দিদি-ই দ্বিতীয় মা। বিশ্ব নারী দিবসে নারী জাতিকে সম্মান এবং আমার দ্বিতীয় মা'কে প্রণাম জানাই। একটা দিনের কথা খুব মনে পরে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। জীবন বলতে তখন বাড়ি, স্কুল আর পাড়ার মাঠে খেলার মধ্যেই আবদ্ধ। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। সেসময় দিদির হাত ধরে প্রথম কোচবিহার রাসমেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে কমলালেবু, খেলনা পেয়ে যতটা খুশি হয়েছিলাম, সেটার তুলনা হয় না।

দীপাঞ্জলি সাহা
(পঞ্চম সিমেস্টার, শিলিগুড়ি কলেজ)

প্রতিটি মানুষের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল, মা। আমি ব্যতিক্রমী নই। কথায় বলে, শিশুদের প্রথম বিদ্যালয় তার বাড়ি আর সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা মা। তবে মায়েরা শুধু পাঠ্যবই পড়ান না, মূল্যবোধ আর জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের মন্ত্র শেখান। জীবনে চলার পথে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। বড়দের কীভাবে সম্মান করতে হয়, ছোটদের ভালোবাসতে হয়- এসবই তো তাঁর কাছ থেকে শেখা। মৌলিক শিক্ষালাভের পাঠ মায়ের কাছ থেকে পায় সবাই।

অর্ভিল দে সরকার
(আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়)

মা নিজের সমস্ত শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে আমাকে অভাব অনুভব করতে দেন না। ছোট থেকেই দেখে আসছি, কীভাবে সমস্ত দায়িত্ব সামলেও ক্লান্তি প্রকাশ করেন না, অভিযোগ তোলেন না। তাঁর মূল্যবোধ, শিক্ষা, নীতি ও ভালোবাসা আমাকে একজন ভালোমানুষ হওয়ার পাঠ শেখায়। আরও এক নারী আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর সাহস, আত্মত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্প মনকে শক্তি জোগায়। ইংরেজরা দমিয়ে রাখতে চাইলেও মাতঙ্গিনী কখনও পিছপা হননি। ঠিক তেমন, আমার মা-ও জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে দৃঢ় মনোবলে সামলে নেন। দুজনেই আমাকে শিখিয়েছেন, সত্যের জন্য লড়াই করলে কোনও বাধা বড় নয়।

নিতাই দাস
(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস)

বড় হয়ে ওঠার পথে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছেন, তাঁদের একজন আমার মা। অপরজন দিদি। তাঁদের লড়াইয়ের গল্প কিছুটা অন্যরকম। যেন সিনেমার চরিত্রের মতো। বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁরা আমাকে কোনওদিন বুঝতে দেননি যে, মাথার ওপর পুরুষমানুষ নেই। মা একটা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ভীষণ পরিশ্রম হত। তবুও বাড়ি ফেরার পর তাঁর ক্লান্তি বুঝতে দেননি। কোনওদিন আমাকে বলেননি যে, কতটা কষ্ট হয়। দিদি বাড়িতে থেকে মায়ের মতোই আমার যত্ন নিয়েছে। আমার জীবনে এঁদের অবদান আর গুরুত্ব ঠিক বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে দুজনের যে লড়াই আর মনের জোর আমি দেখেছি, সেটা আমাকে সাহস জোগায় জীবনে এগিয়ে যেতে। পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে।

পালি চট্টোপাধ্যায়
(কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, রানিনগর)

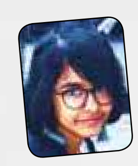

পিসি সবসময় মাকে বলতেন, কারও কথায় বা আচরণে খারাপ লাগলে সরাসরি সেটা বলে দিতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে নিজেকেই। তোমার হয়ে কেউ পক্ষ নেবে না। আমার ঠাকুরমা অনেকটা এরকম মানসিকতার ছিলেন।

তবে তাঁদের বেশিদিন কাছে পাইনি। ঠাকুরমা মারা যান আমার যখন ৮ বছর। পিসির বিয়ে হয়ে যায় এক বছর পর। কিন্তু এঁদের দেখেছি, কোনওদিন কোনও কিছুর সঙ্গে আপস করেননি। তাঁদের থেকে শিখেছি, একজন নারী হয়ে নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করা কতটা জরুরি। নিজের মতামতকে সমাজের সামনে জোর গলায় বলতে। নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে স্বাবলম্বী হতে পারি আমরাই।

সঞ্চয়িতা কর
(দ্বিতীয় সিমেস্টার, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়)

মা আর দিদা আমার ভীষণ কাছের দুজন মানুষ। জন্মের পর থেকে মা বড় গাছের মতো আমাকে ছায়া দিচ্ছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন। এমন নিঃস্বার্থ মানুষ জীবনে আর দ্বিতীয়টি পাবেন না। দিদা আমাকে পড়াশোনার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন। যখন কোনও কিছুর দরকার পড়েছে, তাঁর কাছে গিয়েছি। দিদা সাধ্যমতো পাশে থাকেন।

দিদা খুব সুন্দর গল্প বলেন। ছোটবেলায় তাঁর পাশে শুয়ে সেসব শুনতে শুনতে কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতাম। এখন মনে হয়, সেগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে বাস্তব জীবনের রূপ দেখাতে চেয়েছেন আমাকে। তিনি নিজের দীর্ঘ পথচলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, যা আমার ভাবনাকে সাবালক করে তোলে। শুধু পড়াশোনা নয়, নাচ ও আবৃত্তিতে মা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। মা আর দিদার ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা আমাকে প্রতি পদে সাহায্য করে।

তথ্য সহায়তা : পারমিতা রায়, দামিনী সাহা, শিবশংকর সূত্রধর ও অনিক চৌধুরী

জীবনে, চিন্তনে দিন যোগ্য জায়গাটুকু

অলি আচার্য

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিত নারীদের স্বীকৃতি, লিঙ্গসাম্য নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সশক্তিকরণের বার্তা দিতে দিনটি আমরা উদযাপন করি। তবে বছরে একবার ঘটা করে উদযাপনের থেকেও বেশি প্রয়োজন সবসময় তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের বোঝার চেষ্টা করা ও ইচ্ছেকে সম্মান জানানো। একজন নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিলে সেই সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর হবে। সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে আজকের নারী অনেক বেশি স্বাধীন, স্বনির্ভর আর আত্মপ্রত্যয়ী। অতীতে অন্দরমহলই ছিল একমাত্র ঠিকানা। সংসার ছিল একমাত্র কর্মক্ষেত্র। এখন একইসঙ্গে অন্দরমহল এবং বাহিরমহলে সমান পারদর্শিতার পরিচয় রাখছে তারা। আধুনিক নারীরা পুরুষের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকতে চাইছে না।

প্রশ্ন হল, প্রতিবন্ধকতা কি একেবারে উধাও? মুদ্রার পিঠ উলটে দেখা যাক। গ্রাম-শহর, শিক্ষিত-নিরক্ষর, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবার নির্বিশেষে কন্যা ভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা এবং বধূহত্যার মতো ঘটনা সামনে আসছে। পারিবারিক পরিসরে পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে বৈষম্যের উদাহরণ ভূরিভূরি। মেয়েদের বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, তারা বরং ঘরসংসারে নজর দিক- এমন রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ ছড়িয়ে আমার-আপনার চারপাশে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেককে। আবার কখনও উচ্চশিক্ষার পর তাদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে পুরুষতান্ত্রিক কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'বিদ্যাচর্চা করলেও রান্নাঘর নারীর প্রকৃত স্থান!' এমন ছবি কিন্তু বিরল নয়।

ঘরের কাজ নারীর আর বাইরের জগৎ পুরুষের- এই 'শ্রম বিভাজন' সমাজের মজ্জায় মজ্জায় জড়িত। সেকারণেই হয়তো বাড়ির পুরুষ সংসারের কাজে হাত লাগালে তাচ্ছিল্য করেন অনেকে। কেউ আবার সাধারণ বিষয়টিকে অসাধারণের তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই রোগ পুরোপুরি সারাতে ঢের সময় লাগবে।

কিছু ক্ষেত্রে তো পুরুষ নয়, বরং অন্য মহিলাদের একজন নারীর এগিয়ে চলার পথে বাধা হতে দেখেছি। এই ঘটনা প্রমাণ করে তারা আজও অনেকাংশে অসংগঠিত। শৈশব থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমাকে। শুনেছি এবং ক্রমশ উপলব্ধি করেছি, আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি ধাপ যেন কোনও অলিখিত নিয়মে চলে। সেটার উনিশ-বিশ হলেই ভ্রূ কুঁচকে যায় তথাকথিত নীতিপুলিশদের। ওরা জং ধরা চিন্তাভাবনা আজও লালন করে চলেছে মনে মনে।

বুঝেছি, জীবনের পথ সবসময় মসৃণ হয় না। তাই বলে কখনও কোনও কিছুর প্রতি আগ্রহ হারাইনি কিংবা উৎসাহে ভাটা পড়তে দিইনি। সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে নিজের মনকে মুক্ত করে কাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করেছি। কারণ, বহু শিকল ভাঙা এখনও বাকি আর সেই কাজে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরই। লিঙ্গসাম্যের লড়াই একদিনের নয়। রোজকার।

আমি মনে করি, নারী বা পুরুষ- যে কোনও মানুষের স্বীকৃতির জন্য কোনও একটি বিশেষ দিনের দরকার হয় না। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তারা কোনও না কোনওভাবে লড়াই করে চলেছে। ওদের পাশে থাকাটা দরকার শুধুমাত্র। একদল নারী সকাল থেকে রাত অবধি সংসার সামলে সকলের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন, আরেকদল ঘরের পাশাপাশি হাল ধরছেন কর্মক্ষেত্রে। প্রতিটা দিনই তাদের। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন লড়াই। কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, আবার কোথাও সংসারকে জুড়ে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

আলাদাভাবে নারী দিবস পালনের চাইতে বেশি জরুরি রোজদিনের জীবনে, চর্চায় ও চিন্তনে তাদের যোগ্য জায়গাটুকু দেওয়া। প্রয়োজন কর্মক্ষেত্র ও পরিবারে তাদের মর্যাদা রক্ষা। মানসিক কিংবা শারীরিক হেনস্তা চিরতরে বন্ধ করা। এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের মানসিকতায় বদল আসবে। সমাজ পুরোপুরি সুস্থ হবে।

(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত)

চেখে দেখে কেনা

কোচবিহারে রাস্তার ফলওয়ালার কাছ থেকে নারকেলকুল কিনছেন ক্রেতা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

প্রোজেক্টর-জার্সির চাহিদা বেড়েছে

কোচবিহারে ট্রফি ট্যুরের পর আইপিএল জ্বর

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ভারতের খেলা নিশ্চিত হতেই সাজোসাজো রব উঠেছে কোচবিহারজুড়ে। রাজার শহর এখন ক্রিকেট জ্বরে কাবু। বুধবার আইপিএলের ট্রফি ট্যুরের পর ফাইনাল খেলার দু'দিন বাকি থাকলেও এখনই আগাম প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে শহরে। খেলার লাইভ স্ক্রিনিংয়ের জন্য কোথাও প্রোজেক্টর আনা হয়েছে। আবার কোথাও ক্রিকেটপ্রেমীদের একটা বড় অংশ দেশের জার্সি এবং পতাকা কিনতে খেলার দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন।

কেউ কেউ আবার মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেবার বা খেলার দিন যজ্ঞে বসবার আগাম প্ল্যানিংও সারছেন। দেশের জয় প্রার্থনা করে কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মন্দিরে দেশের ১৫ জন খেলোয়াড়ের নামে পুজো দেবেন ক্রিকেটপ্রেমী শংকর রায়। তিনি বলেন, 'শনিবার দুপুরে মদনমোহনবাড়িতে গিয়ে পুজো দেব বলে ভেবেছি। রবিবার পাড়ার মোড়ে এলইডি টিভিতে খেলা দেখবার ব্যবস্থার পাশাপাশি এলাকাবাসীরা মিলে যজ্ঞের আয়োজন করছি।'

ফাইনালে ভারত নিশ্চিত হতেই প্রোজেক্টরের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। এতদিন প্রোজেক্টর দেড়-দু'হাজার টাকায় ভাড়া পাওয়া যেত। এখন প্রোজেক্টর ভাড়া নিতে গেলে কোথাও তিন হাজার, কোথাও তারও বেশি চাওয়া হচ্ছে। প্রোজেক্টরের সংকটের কারণে চিন্তায় রয়েছেন অনেকেই। প্রোজেক্টর এবং এলইডি টিভি ভাড়া দেন বিভাস দাম। তিনি জানান, 'ফাইনালের জন্য এখন পর্যন্ত চারটি প্রোজেক্টর, ৫টা টিভি এবং একটি এলইডি ডিসপ্লে ভাড়া হয়ে গিয়েছে। নতুন করে যাঁরা আসছেন, তাঁদের আর দেওয়া যাচ্ছে না।' প্রোজেক্টর ভাড়া দেন অমিত সিনহাও। তাঁর মন্তব্য, 'আমার কাছে তিনটি প্রোজেক্টর রয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।'

প্রোজেক্টরের চাহিদার পাশাপাশি চাহিদা রয়েছে জার্সি, টুপি এবং দেশের পতাকারও। খেলার দোকানগুলিতে জার্সি কিনতে ভিড় বাড়ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা রাহুল দুবে বলেন, 'কোহলি এবং রোহিতের জার্সির চাহিদা তুঙ্গে। দোকানে যে ক'টা জার্সি ছিল সবই প্রায় শেষ। শুক্রবারের মধ্যে নতুন জার্সি আবার আসবে।'

জার্সি কিনতে দোকানে ক্রিকেটপ্রেমীরা। ছবি : জয়দেব দাস

বড় পর্দায়

- শহরে খেলার লাইভ স্ক্রিনিংয়ের জন্য কোথাও প্রোজেক্টর আনা হয়েছে
- কোচবিহারে এতদিন প্রোজেক্টর দেড়-দু'হাজার টাকায় ভাড়া পাওয়া যেত
- এখন প্রোজেক্টর ভাড়া কোথাও তিন হাজার, কোথাও তারও বেশি চাওয়া হচ্ছে

শহরের নিউটাউন ইউনিট রবিবার ক্লাবঘরের সামনে এলইডি টিভি লাগাবার পরিকল্পনা করেছে। শনিবার দুপুরে ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় ১০০ মিটার লম্বা দেশের পতাকা লাগানো হবে বলে ক্লাবের সম্পাদক অভিষেক সিংহ রায় জানিয়েছেন। শহরের বীণাপাণি ক্লাব ও ব্যায়ামাগার ক্লাবঘরের টিভিতে খেলা দেখার পরিকল্পনা নিয়েছে। ক্লাবের সামনের রাস্তা দেশের পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে বলে তারা জানিয়েছে।

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ৬ মার্চ : কোচবিহারে বিকশিত ভারত ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীরা সেখানে অংশ নিতে পারবেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি।

তিনি জানান, অংশগ্রহণকারীদের প্রথমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর 'বিকশিত ভারত' সম্পর্কিত ১ মিনিটের একটি ভিডিও তাদের অনলাইনে আপলোড করতে হবে। যারা সেই তথ্য আপলোড করবে তাদের মধ্যে থেকে ১৫০ জনকে বেছে নেবে কর্তৃপক্ষ। এরপর আগামী ১৮ ও ১৯ তারিখে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে বিচারকদের সামনে বক্তৃতা পেশ করতে হবে। সেদিন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে ১০ জনকে বেছে নেবেন বিচারকরা। সেই ১০ জন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরপর সেখানে যারা নির্বাচিত হবে তারা দিল্লিতে গিয়ে লোকসভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত পড়ুয়ারা রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক এবং জাতীয় সেবা প্রকল্পের আঞ্চলিক দপ্তরের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হচ্ছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২৫
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৬
ও নেগেটিভ	২

ফুটপাথ নিয়ে ফের কোমর কষছে জেলা প্রশাসন

তোড়জোড় ঘিরে প্রশ্ন

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৬ মার্চ : কোচবিহারে ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার অভিযানের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অবশ্য পুরসভা, পুলিশ ও প্রশাসনের এই সব লোকদেখানো কর্মসূচিতে এখন আর শহরের মানুষ উৎসাহ পান না। গত বছর জুন মাসেও রীতিমতো কোমর বেঁধে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছিল পুলিশ ও প্রশাসন। দু'তিনদিন পর যথারীতি অজানা কারণে সেই অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। মাসখানেকের মধ্যে আবার সেই ফুটপাথ দখল হয়ে যায়। শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্ম মন্দির এবং রাসমেলার মাঠের সামনের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হচ্ছে জেলা প্রশাসন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে এবারের দখলমুক্ত অভিযানও কি প্রতিবারের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে, নাকি প্রশাসনের সদিচ্ছায় এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবে কোচবিহারের পথঘাট।

ফুটপাথের দখলদারি নিয়ে প্রাক্তন ব্যাংককর্মী চিন্ময় গোস্বামী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এই সময়ে ভোটের খেলায় দখলদারি বন্ধ করা খুব কঠিন। উচ্ছেদের পরে আবার যদি তারা ফুটপাথ দখল করে সেক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির সঙ্গে জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে ফুটপাথ দখল বন্ধ করা কোনওমতেই সম্ভব হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, শহরের গুরুত্বপূর্ণ সুনীতি রোড যেভাবে দখল হয়ে আছে তা আমাদের হেরিটেজ শহরের পক্ষে লজ্জার।'

কোথাও ফুটপাথের ওপর তৈরি হয়েছে একের পর এক হোটেল, তো কোথাও ফুটপাথের ওপর দোকানের সামগ্রী রেখে চলছে ব্যবসা। আবার কোথাও দোকানের বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্য সাইনবোর্ড দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে ফুটপাথ। হাঁটার মতো কোনও জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়ে প্রাণ হাতে করে রাস্তায় নামতে হচ্ছে মানুষকে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সুনীতি রোডের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিয়ে সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি হলেও প্রশাসনের শীতঘুম যেন ভাঙতে চায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইসব বিষয়ে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেই পছন্দ করে। যদিও রাসমেলার মাঠের সামনে ছাড়াও ব্রাহ্ম মন্দিরের সামনের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার কথা আলোচনা হয়েছে বলে মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'ফুটপাথ দখলমুক্ত করা নিয়ে পিডব্লিউডি, পুলিশ এবং পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা খুব শিগগিরই পদক্ষেপ করব।'

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে শুধু ব্রাহ্ম মন্দিরের সামনের ফুটপাথ কেন, গোটা সুনীতি রোড দখলমুক্ত করতে অসুবিধে কোথায়। 'আসলে ফুটপাথ এবং ড্রেনের ওপর দখলদারিকে কিছু সংখ্যক মানুষ নিজের অধিকার ভেবে নিয়েছেন। ফুটপাথ না থাকায় মানুষকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে আছে বেপরোয়া বাইক ও টোটোর দাপট। এদের ভয়ে বাচ্চাদেরও আজকাল বড় রাস্তায় সাইকেল চালাতে দেখা যায় না। মানুষের প্রাণের চাইতে ভোটের দাম অনেক বেশি। সেই কারণে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে চাইলে নানাভাবে প্রশাসনের উপর চাপ আসবে। সে ক্ষেত্রে যদি উচ্ছেদ অভিযান থেমে যায় তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে উচ্ছেদ নিয়ে সত্যি কি প্রশাসনের সদিচ্ছা রয়েছে নাকি এটাও এক ধরনের আইওয়াশ ছিল', বললেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিনায়ক রায়।

জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ পরিষ্কার জানালেন, ফুটপাথে কোনওরকম জবরদখল আমাদের জেলা ব্যবসায়ী সমিতি বরদাস্ত করে না। এইসব ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রশাসন যদি ব্যবস্থা নেয় সমিতি সব সময় তাদের সঙ্গে থাকবে।'

সুনীতি রোডের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটপাথ দখলের ছবি। অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

কোথায় সমস্যা

- কোচবিহারে ফুটপাথে তৈরি হয়েছে একের পর এক হোটেল, ফুটপাথে সামগ্রী রেখে চলছে ব্যবসা
- ফুটপাথে হাঁটার মতো কোনও জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়ে প্রাণ হাতে করে রাস্তায় নামতে হচ্ছে মানুষকে
- এই সমস্যা নিয়ে সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি হলেও প্রশাসনের শীতঘুম যেন ভাঙতে চায় না

স্মরণসভা

তুফানগঞ্জ, ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ পুরসভার কর্মী ওমর আলির স্মরণসভা হল। এদিন পুরসভার তরফে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন সহ পুরসভার সকল কর্মচারী। চেয়ারপার্সন বলেন, '২০১৮ সাল থেকে ওমর নিষ্ঠা সহ কাজ করেছেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।'

আজ শহরে

- বেলা দশটা থেকে কোচবিহারের নাট্য সংঘের উদ্যোগে ক্লাব কক্ষে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির।

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

স্পিডব্রেকারে দুর্ঘটনার শঙ্কা

মেখলিগঞ্জ, ৬ মার্চ : স্পিডব্রেকার থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজি পিটিটিআই সংলগ্ন রাস্তায়। ওই রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলা যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে ও দুর্ঘটনা রুখতে তিনটি স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছিল। যা বর্তমানে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ওই তিনটি স্পিডব্রেকারের কারণে একাধিক ছোটখাটো দুর্ঘটনা এলাকায় ঘটেছে। তাই জনসাধারণের দাবি, স্পিডব্রেকারগুলি হয় তুলে দেওয়া হোক, নয়তো স্পিডব্রেকারের সামনে সতর্কতার বোর্ড লাগানো হোক। তা না হলে যে কোনও দিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা মৈনাক সরকার বলেন, 'আমরা জানি স্পিডব্রেকার থাকলে তার আশপাশে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো হয়। এর ফলে যানবাহন চালকরা সতর্ক হয়ে ধীরগতিতে গাড়ি চালান। কিন্তু এখানে তেমন কোনও সতর্কতা বোর্ড লাগানো নেই। অন্যমনস্ক হয়ে এই রাস্তায় গাড়ি চালালে দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই অবিলম্বে সেখানে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো উচিত।' তবে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মাথাভাঙ্গা

বাঁধে ইঁদুরের গর্ত

মাথাভাঙ্গা, ৬ মার্চ : সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুটুঙ্গা নদীর বাঁধে প্রচুর ইঁদুরের গর্ত এলাকাবাসীর নজরে এসেছে। ইঁদুরের গর্ত তৈরি হওয়ায় বাঁধের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সমীরণ দে বলেন, 'ইঁদুরের গর্ত ক্রমশ বাঁধকে দুর্বল করে দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বাঁধটিতে ইঁদুরের গর্ত নিয়ে এখন ব্যবস্থা না নিলে বর্ষাকালে সেই গর্তে নদীর জল ঢুকে বাঁধের ক্ষতি করতে পারে। ফলে ভাঙনে ওই এলাকা বিপন্ন হতে পারে।'

মাথাভাঙ্গায় মানসাই এবং সুটুঙ্গা নদীর বাঁধ জবরদখল করে বাড়িঘর তৈরির পাশাপাশি বাঁধের গায়ে ঘুঁটে এবং অন্য জিনিস রাখার ফলে বাঁধের ক্ষতি হচ্ছে বলে বিভিন্ন সময় পরিবেশপ্রেমীরা অভিযোগ জানিয়েছেন। মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও কমিটির সভাপতি অরুণ সাহার কথায়, 'বাঁধ দখল এবং বাঁধের গা থেকে ঘুঁটে ও অন্য আবর্জনা অপসারণ না করলে সেখানে ইঁদুরের গর্ত তৈরি হওয়া আটকানো যাবে না।'

এলাকার কাউন্সিলার কবিতা রায় অবশ্য জানান, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে সেচ দপ্তরের নজরে আনা হবে। সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তথ্য : শুভজিৎ বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ সাহা

শিবরাত্রিমেলায় অবাধে পলিব্যাগ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৬ মার্চ : ২০২২ সালের ১ জুলাই থেকে ৭৫ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এরপর ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বিক্রি এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। পর্ষদের তরফে এই বিধি মানতে প্রতিটি রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছিল। পাশাপাশি ২০২২ সালের ২২ এপ্রিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এক নির্দেশিকা জারি করে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের সামগ্রী তৈরি, বিতরণ এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তা প্রকাশও করে।

অথচ সরকারি নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে বলেই অভিযোগ। বছর কয়েক আগে মাথাভাঙ্গা পুরসভা এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ধারাবাহিক অভিযানের ফলে শহরটি নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগমুক্ত শহরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ বর্তমানে নজরদারির অভাবে ধীরে ধীরে ফের নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়েছে মাথাভাঙ্গা শহরে। সম্প্রতি শুরু হওয়া পুরসভা পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী মাথাভাঙ্গা শিবরাত্রিমেলায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও শিবচতুর্দশীর আগের দিন শিবরাত্রিমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক ঘোষণা করেছিলেন, এবছরের মেলা নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগমুক্ত মেলায় পরিণত হবে। সেখানে ১২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ কোনও অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না। সেব্যাপারে মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার পাশাপাশি মাইকেও প্রচার করা হবে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন।

মাথাভাঙ্গা শিবরাত্রিমেলায় দেদার ব্যবহার নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের।

তবে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উলটো বলে অভিযোগ পরিবেশপ্রেমীদের। মাথাভাঙ্গা শিবরাত্রিমেলায় অধিকাংশ দোকানেই জিনিসপত্র বিক্রির সময় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে ভরে তা ক্রেতাদের দেওয়া হচ্ছে। আর ক্রেতারাও বিনা প্রশ্নেই সেগুলো নিয়ে বাড়িমুখো হচ্ছেন। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশনের (জিকো) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মনের ক্ষোভ, 'সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরসভার পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত বোর্ড পুলিশ এবং প্রশাসন নিজের নিজের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বিক্রি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাথাভাঙ্গা শিবরাত্রিমেলায় সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই পুরসভা এবং প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।' বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, শিবরাত্রিমেলা শুরু হলেও এখনও মেলার অফিস চালু হয়নি। মেলার অফিস চালু হতেই পূর্ব ঘোষণামতো নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে শিবরাত্রিমেলায়।

এক এপিক নম্বর দুজনের

দিনহাটা, মেখলিগঞ্জে ভুয়ো ভোটার নিয়ে তর্জা

প্রসেনজিৎ সাহা ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ, ৬ মার্চ : একই এপিক নম্বরে দুজনের নাম ও তথ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর ভুয়ো ভোটার খুঁজতে গিয়ে গত কয়েকদিনে শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গায় এরকম নানা ঘটনা উঠে আসে। বাদ ছিল শুধু দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ। বৃহস্পতিবার ভুয়ো ভোটারের তালিকায় নাম এল ওই দুই মহকুমারও। এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সামাজিক মাধ্যমে একটি ভুয়ো ভোটারের পুরো তথ্য তুলে ধরে সরব হন। সেখানে নির্বাচন কমিশনের সাইট থেকে পাওয়া তথ্য তুলে ধরে লেখেন 'সত্য হে নির্বাচন কমিশন/তোমার কী প্রহসন।'

দিনহাটা বিধানসভার ভোটার অলিভা বর্মন ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর দিয়েছেন তিনি সেখানে। পাশাপাশি, ওই একই এপিক নম্বরে উত্তরপ্রদেশের আরেক ভোটার ভানার নাম উঠে আসে। মন্ত্রীর ওই পোস্টের পরই ফের ভুয়ো ভোটার নিয়ে তর্জা শুরু হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি নোটিশ জারি করে জানানো হয়েছে যে, একটি এপিক নম্বরে একাধিক নাম থাকলেই তা ভূতুড়ে ভোটার নয়।

তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লকের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য বলেন,

ভুয়ো ভোটার খুঁজতে মেখলিগঞ্জে বাড়ি বাড়ি পরেশ অধিকারী। ইনসেটে উদয়ন গুহর পোস্ট।

'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই আমরা নিয়মিত ভুয়ো ভোটারের খোঁজে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরছিলাম। বুধবার দিনহাটা বিধানসভার বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে অলিভা বর্মনের এপিক নম্বরের বিষয়টি নজরে আসে। কী করে একই এপিক নম্বরে দুজন ভোটারের নাম থাকতে পারে।'

এদিকে, মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে একজন ভুয়ো ভোটার ধরা পড়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। অভিযোগ, ওই এলাকার বাসিন্দা অরূপ ঘোষের এপিক নম্বর দিয়ে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপে সার্চ করা হলে একই এপিক নম্বরে দুজন ব্যক্তির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অপর জন রুউথু কল্যাণী (২৯)। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজয়নগরমের বাসিন্দা। ওই ঘটনা মেখলিগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়।

অরূপের কথায়, 'আমি শিলিগুড়ি থেকে ভোটার কার্ড মেখলিগঞ্জে আনার সময় এই বিষয়ে প্রথম জানি। নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি।' মেখলিগঞ্জের ভোটারের তথ্য যাচাই করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল।

মেখলিগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুপদ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা অনুযায়ী সারা রাজ্যেই ভুয়ো ভোটার বেড়ে চলেছে। আমরা আশঙ্কা করছি এই সংখ্যা আরও বাড়বে। আমরা দলনেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাব।'

যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, 'যেখানে নির্বাচন কমিশন বলে দিয়েছে রাজ্য আলাদা, বুথ আলাদা। সেখানে একই এপিক নম্বরে দুজন ভোটার থাকতেই পারে। ভুয়ো ভোটার বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ছাড়া তৃণমূল আর কিছুই করছে না। আসল কথা হল, তৃণমূল নিজেদের দুর্নীতি থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই এই উদ্যোগ।'

অভিজ্ঞ জোনাকির কাণ্ডে সবাই অবাক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ : শুধু যে বয়সে বড় নয়, তা তো নয়। অভিজ্ঞতাও অনেক। জোনাকির অভিজ্ঞতার কাহিনী বনকর্মীদের মুখে মুখে ঘোরে। সেই জোনাকিই কি না মানুষ মারল!

বৃহস্পতিবার রাজাভাতখাওয়ার মধুতলায় বন দপ্তরের কুনকি জোনাকির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক বেসরকারি কোম্পানির কর্মী সন্দীপ চৌধুরীর। সেই মৃত্যুর পর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মীদের মধ্যে। আর বছর চারেক পরেই জোনাকির অবসর নেওয়ার কথা। এতদিনের কর্মজীবনে জোনাকি কিন্তু এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটায়নি। তাহলে এদিন হঠাৎ কী হল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

দুপুরে ওই ঘটনার পর জোনাকিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার পিলখানায়। আপাতত সেখানেই তাকে রাখা হবে। ঘটনার পরই বন দপ্তরের চিকিৎসকদের সঙ্গে আধিকারিকরাও গিয়ে ওই কুনকিকে দেখে এসেছেন। এত বড় কাণ্ড ঘটানোর পর বর্তমানে কিন্তু শান্ত জোনাকি। তবে তার ওপর নজর রাখা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রচুর কুনকি থাকলেও বক্সা টাইগার রিজার্ভে এমন হাতির সংখ্যা হাতেগোনা। বাঘবনের পূর্ব ডিভিশনে বর্তমানে কোনও কুনকি নেই। আর পশ্চিম ডিভিশনে দুটো রয়েছে, জোনাকি আর মমতাজ। দুটো হাতিকেই দমনপুর পূর্ব রেঞ্জের অধীনে চেকোবিটে রাখা হয়েছে। সেখানেই রয়েছে তাদের আলাদা পিলখানা। দমনপুর পূর্ব রেঞ্জের কর্মীরা কুনকি নিয়ে ডিউটিও করেন। দুই কুনকির মধ্যে জোনাকির বয়সই বেশি। প্রায় ৫৬ বছর। এত বছরে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন এলাকায় টহল দিয়েছে জোনাকি। কোনও 'খারাপ' রেকর্ড নেই। বৃহস্পতিবার রেলের অত্যাধুনিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)-এর হাতেকলমে পরীক্ষা চলছিল। সেই রকম পরীক্ষার জন্য আগেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে জোনাকিকে। তখন এই রকম কিছুই হয়নি।

রাজাভাতখাওয়ার মধুতলায় আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার।

হস্তীনামা

- জোনাকির বয়স ৫৬ বছর
- দীর্ঘদিন ধরে টহলদারি করছে, কোনও সমস্যা হয়নি
- বুধবার শারীরিক পরীক্ষাতেও ফিট সার্টিফিকেট পেয়েছে
- এদিন ঘটনার পরও পরীক্ষা করে কোনও গণ্ডগোল মেলেনি
- তাকে আপাতত চেকোবিটের পিলখানায় রাখা হয়েছে

দমনপুর রেঞ্জের এক বনাধিকারিকের কথায়, 'এদিনের ঘটনায় আমরাও হতবাক। দুটো কুনকিই খুব শান্ত। এদিন যে পরীক্ষার জন্য কুনকি দুটোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এক বছর আগেও কোনও সমস্যা হয়নি।'

তাহলে হঠাৎ কেন এদিন হিংস্র হয়ে উঠল জোনাকি? বনকর্তারা মনে করছেন, ওই সময় ট্রেনের হর্ন শুনে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা জোনাকি ভয় পেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। পোষ মানানো হলেও তার মধ্যে বন্যপ্রাণীর হিংস্রতা তো রয়েছেই। সেই চরিত্রটাই ওই সময় বেরিয়ে আসে।

বন দপ্তর বলছে, প্রায়ই জোনাকির শারীরিক পরীক্ষা চলে। এমনকি বুধবারও শারীরিক পরীক্ষায় জোনাকিকে ফিট সার্টিফিকেটই দেওয়া হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের পশু চিকিৎসক লিটন পালের কথায়, 'বুধবার ওকে পরীক্ষা করে সুস্থ পেয়েছি। এদিন ওই ঘটনার পরও ওকে যখন পরীক্ষা করি, তখনও সুস্থ ছিল। যে সময়ের ঘটনা তখনই হয়তো হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তাই এমনটা ঘটে গিয়েছে।'

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজের কথায়, 'মৃত ব্যক্তি হাতির খুব কাছে ছিলেন। তিনি পড়ে যান এবং হাতির পায়ে চাপা পড়েন। এটা দুর্ঘটনা বলেই মনে করছি আমরা।'

উন্নয়ন সংক্রান্ত ফাইল চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ ভাবনায়। তাই ২০২৬ -এর ভোটের আগে আট জেলার উন্নয়নে তাঁর বিশেষ নজর রয়েছে। বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় দলের পালে হাওয়া তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছেন তিনি। জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়নে এতদিন সরকারি কাজ কী কী হয়েছে, আগামী দিনেই বা এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা কী রয়েছে তা জানতে বিস্তারিত ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, এবার জেলা সফরে বেরোনোর আগে উন্নয়নের খুঁটিনাটি বিষয়ে 'হোমওয়ার্ক' সেরে নিতে চান তিনি। চলতি মার্চের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন যাওয়ার কথা। এসব সারা হলেই সম্ভবত এপ্রিলের গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে বেরোবেন।

বনতারা উদ্বোধনে মোদি

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : গুজরাটের জামনগরে বনতারা বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০০০ প্রজাতির ১.৫ লক্ষ উদ্ধার হওয়া বিপন্ন বন্যপ্রাণীকে এই বনতারায় সযত্নে রাখা হয়েছে। বনতারা উদ্বোধনের পাশাপাশি এখানে থাকা পশু হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন মোদি। এই হাসপাতালে পশুদের চিকিৎসার জন্য এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আইসিইউ সহ বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিভাগগুলিও ঘুরে দেখেন মোদি। এর পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া সাদা বাঘ, সিংহ, তুষার চিতা, হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সময় কাটান তিনি।

চোখের ওষুধ

প্রথম পাতার পর

প্রিয়াংকার কথায়, 'মার্চ মাসেই আমার গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে। পরবর্তীতে গবেষণার বিষয়কে ক্লিনিকাল ট্রায়ালে নিয়ে যেতে চাই। আর তাতে সফল হয়ে গোটা বিশ্বের দরবারে স্তন সহ ক্যানসারের সমস্ত চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারব বলে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী।' গোটা কর্মকাণ্ডে অধ্যাপক ঊর্মি চট্টোপাধ্যায় ও সহযোগী গবেষক কুণাল প্রামাণিকের প্রতি প্রিয়াংকা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মেয়ের সাফল্যে তালুকদার দম্পতি ভীষণ গর্বিত। প্রিয়াংকার বাবার কথায়, 'ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার প্রতি নিষ্ঠা ও অদম্য জেদ আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। এভাবেই ও একের পর এক গবেষণা করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হোক। আমরা সবসময় সেই প্রার্থনা করি।'

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের দুয়ারে ধর্না

নিশিগঞ্জ ও জামালদহ, ৬ মার্চ : বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্নায় বসলেন দুই গৃহবধূ। একটি ঘটনা ঘটেছে নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছন্নমাদার গ্রামে। অপরটি মেখলিগঞ্জের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়ারিতে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাকে ঘিরে দুই এলাকায় শোরগোল পড়ে। ভিড় করেন স্থানীয়রা। যদিও কোনও ক্ষেত্রেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ছন্নমাদারের এক গৃহবধূ সন্তান সহ গ্রামের এক তরুণের বাড়িতে ধর্নায় বসেন। বধূর দাবি, তাঁর সঙ্গে ওই তরুণের ৭ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। একথা জানতে পেরে স্বামীও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। প্রেমিক তাঁকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বধূ জানতে পারেন, পরিবারের তরফে তরুণকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে বধূ ধর্নায় বসেছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রেমিকের পরিবারের লোকেরা তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করেছেন।

প্রতিবেশী আবেদা বিবির বক্তব্য, 'প্রেমিকের জন্যই স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারেননি ওই গৃহবধূ। আমরা তাঁর পাশে আছি।' এদিকে, ধর্না শুরু হতেই অভিযুক্ত তরুণ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তবে তাঁর মা বলেছেন, 'ওই মহিলা আমার ছেলেকে ফাঁসাতে চাইছেন।' গ্রামের মাতব্বররা এদিন দুপুরে সালিশি সভা

প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বধূ। বৃহস্পতিবার দুয়ারিতে।

করলেও কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আমির হোসেন বলেন, 'আমরা উভয়পক্ষকে বসে সমস্যা মিটিয়ে নিতে বলেছি।' নিশিগঞ্জ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, বধূর ধর্নায় বসার খবর পুলিশের কাছে এসেছে। তবে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অন্যদিকে, এদিন রানিরহাটের দুয়ারিতে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেন অপর এক গৃহবধূ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ বছর আগে ওই মহিলার সঙ্গে এক ব্যক্তির বিয়ে হয়েছিল। এরপর এক তরুণের সঙ্গে বধূর পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২ বছর আগে প্রেমিক তাঁকে শিলিগুড়িতে পালিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে একসঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকেন তাঁরা। গত বুধবার তরুণ সেখান থেকে গ্রামের বাড়িতে ফেরেন। মহিলার অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই প্রেমিক তাঁকে নানা অছিলায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যে কারণে এদিন সকালে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন ওই বধূ। তরুণের মা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে বাড়িতে নেই। এই সম্পর্ক তিনি কোনওমতেই মানবেন না।

টিফিনের টাকা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি স্কুলে থাকা পুকুরে মাছ চাষ নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এছাড়া মেয়েদের স্কুলের ভিতরে বেনজিরভাবে নাইটগার্ড তাঁর সাবালক দুই ভাই সহ পরিবার নিয়ে স্কুলের ভেতরে থাকছেন। তা নিয়েও শিক্ষিকাদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। অপরদিকে, সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে ১১০০ টাকা করে নিচ্ছিল। দুই স্কুলের টিআইসি-কে শোকজ করে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। তারা শোকজের উত্তর পাঠানোর পরেও রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে ডিআই-কে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে ডিআইয়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার চারজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক- বরুণ মজুমদার, শুক্লা ভৌমিক, বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং সুজিতকুমার মণ্ডল সুনীতি অ্যাকাডেমিতে তদন্তে যান। টিআইসি মৌমিতা রায় সহ স্কুলের বিভিন্ন শিক্ষিকা ও কর্মীদের দেড়-দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপরই টিফিন বাবদ টাকা নেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

পায়ে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

এমন ঘটনার সাক্ষী হব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এই ভয়াবহ দৃশ্য কোনও দিন ভোলার নয়।' ওই পরিবারের প্রতি রেলের তরফ থেকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন চেতনকুমার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের আধিকারিকরা সেই আইডিএস-এর কর্মক্ষমতা হাতেকলমে খতিয়ে দেখতে পৌঁছান রাজাভাতখাওয়া মধুতলা এলাকায়। চেকোবিট থেকে জোনাকি এবং মমতাজ নামে দুটি কুনকি নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সময় ওই এলাকা দিয়েই ভিস্টাডোম ট্রেন জংশনের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনের হর্ন শুনে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা জোনাকি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সে সময় জোনাকির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই সেনাকর্মী। জোনাকির রোষের মুখে পড়েন তিনি। মাহুত চেষ্টা করেছিল তাঁকে সাবধান করে দেওয়ার। তবে লাভ হয়নি। শেষ মুহূর্তে সরতে গিয়ে সন্দীপের পা পড়ে যায় একটি গর্তে। হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান তিনি। তখন ওই কুনকি পায়ের তলায় ওই ব্যক্তির মাথা পিষে দেয়। রেললাইনের অপর পারে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলকর্তা সহ বাকিরা। দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও ছিল না। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন দপ্তরের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মুক্তি ৪ বছর পর

প্রথম পাতার পর

ওঁকে ছাড়ার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য করলে ভালো হয়।'

আদালত সূত্রে খবর, ২০২০ সালে মেখলিগঞ্জ পুলিশ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শ্যামলকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে হরিলালচন্দ্র পাল বলে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের বাসিন্দা হিসেবে দেখিয়ে মেখলিগঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়। আদালত অনুপ্রবেশ আইনে শ্যামলকে দু'বছরের সাজা ঘোষণা করে। সাজা ঘোষণা হওয়ার পর প্রথমে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার স্বার্থে তাঁকে বহরমপুর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।

গোটা ঘটনা জানার পর পরিবারের তরফে শ্যামলের যাবতীয় নথি সহ বহরমপুর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়। সেইসঙ্গে শ্যামলকে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, এই অভিযোগে পরিবারের তরফে একটি মামলা দায়ের করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। পরবর্তীতে সেই মামলা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে চলে আসে।

এদিকে, শ্যামলের সাজার মেয়াদ ২ বছর পার হয়ে যাওয়ায় এবং শ্যামল যে ভারতীয় তার সপক্ষে কোনও সরকারি তথ্য না থাকায় আদালত তাঁকে বাংলাদেশি ধরে নিয়ে তাঁকে সেই দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তবে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় আইনি জটিলতার কারণে হাসপাতালও তাঁকে ছাড়তে পারেনি।

হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন আদালতের নির্দেশ মেনে বহরমপুর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হরিলালচন্দ্র পাল এবং শ্যামলচন্দ্র পাল একই ব্যক্তি কি না তা জানতে চায় কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। ওই বছর অগাস্ট মাসে কোচবিহার পুলিশ সুপার রিপোর্টে জানিয়ে দেন, হরিলালচন্দ্র পাল আসলে দিনহাটার বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পাল। সমস্যা আরও জটিল হয় শ্যামলের তরফে যে আইনজীবী ছিলেন তিনি এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায়। এরপর কোচবিহার পুলিশ সুপারের রিপোর্ট সার্কিট বেঞ্চে চলে আসায় আদালতের কাছে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু শ্যামলের হয়ে মামলায় সওয়াল করার মতো কেউ ছিলেন না। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি ডঃ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় শ্যামলের জন্য 'অ্যামিকাস কিউরি' বা আদালতবান্ধব আইনজীবী হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। আইনজীবী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে আদালত বুঝতে পারে হরিলালচন্দ্র পাল নামে যাঁকে বাংলাদেশি হিসেবে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তিনি আদতে দিনহাটার বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পাল। বিচারক শ্যামলকে দ্রুত জেল থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন তাই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁকে জেল থেকে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ একজন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশি হিসেবে আদালতের কাছে পেশ করল এবং একজন মনোরোগীর বিচারই বা কীভাবে হল আদালতে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে বলে দাবি করেছেন সৌরভবাবু। মামলার সরকারি আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অদিতিশংকর চক্রবর্তী এবং অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। অনিরুদ্ধবাবু বলেন, 'আদালত সব সময় চায় মানুষ সঠিক বিচার পাক। এই ঘটনায় সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আদালত শ্যামলচন্দ্র পালকে জেল থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।'

স্কুলে মারামারি

মানিকচক, ৬ মার্চ : স্কুলের দুই শিক্ষকের মারামারিতে রক্তারক্তি মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষকের কক্ষের ভেতরে ওই হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কি কারণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুই শিক্ষক তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর থেকেই স্কুলের মূল ফটক তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার এমনই চেষ্টা হয় যে, মানিকচক থানার পুলিশ আর বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের দুজন শিক্ষাবন্ধুকে মোতায়েন করে সাংবাদিকদের মূল ফটকে আটকে দেওয়া হয়

মাতৃমায় রোগী, রাস্তায় মশারি

প্রথম পাতার পর

রাস্তার উপরেই বসে রয়েছি।' মাতৃমা তৈরির পর থেকেই রোগীর পরিজনদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা যায়। বহু রোগীর পরিজন বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করেন। বৃষ্টির মরশুম আসছে। তার আগেই সমস্যা মেটানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক বললেন, 'রোগীর পরিজনরা যেভাবে থাকেন সেটি দেখে খুবই খারাপ লাগে। মাতৃমার পশ্চিম দিকটায় শেড দিয়ে বিশ্রামাগার তৈরির চেষ্টা চলছে। অনুমোদন সংক্রান্ত কিছু সমস্যার জন্য দেরি হচ্ছে।' এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের আশ্বাস, 'মাতৃমায় বিশ্রামাগার তৈরির বিষয়টি প্রস্তাব আকারে রয়েছে। সেটি বাস্তবায়ন করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

২০১৯ সালে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীনে মাতৃমা তৈরি করা হয়। সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট, নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, এইচডিইউ, অপারেশন থিয়েটার সহ এই সম্পর্কিত সমস্ত ওয়ার্ডই একই ছাদের নীচে রয়েছে।

অতি সংকটজনকদের জন্য পৃথক অবজার্ভেশন ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ২৯২টি বেড রয়েছে। সেখানে কমবেশি ১৫০-১৬০ জন চিকিৎসাধীন থাকেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, কর্পোরেট ধাঁচে তৈরি করা এই মাতৃমা উত্তরবঙ্গের যে কোনও বড় নার্সিংহোমকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে। মাতৃমা তৈরির পর থেকে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হারও অনেকটাই কমেছে। ফলে জেলার অন্যান্য মহকুমা ও আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিদিনই বহু রোগী আসেন। স্বাভাবিকভাবেই দূরের বাসিন্দাদের রোগীর জন্য অপেক্ষা করা নিয়ে সমস্যা দেখা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সন্দীপন রায়ের স্ত্রী বর্তমানে এই মাতৃমায় ভর্তি রয়েছেন। সন্দীপ বললেন, 'দিনেরবেলা খুব একটা সমস্যা না হলেও রাতেরবেলা রোগীর পরিজনদের খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। রোগীর প্রয়োজনে অনেক সময়ই মাতৃমার ভেতর থেকে বাড়ির লোককে ডেকে নেওয়া হয়। সেজন্য দূরে কোথাও যাওয়া যায় না। আবার মাতৃমার সামনেও থাকার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে রাস্তার উপরেই রাত কাটাতে হয়।' সন্দীপনের মতো বক্তব্য আরও অনেকেরই।

হামলা

প্রথম পাতার পর

ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলতে দেখা যায় তাকে। আরও কয়েকজন খালিস্তানপন্থী স্লোগান দিতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও কিছুক্ষণ পরে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রক থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ফুটেজ দেখেছি। এই ধরনের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অপব্যবহার মেনে নিচ্ছি না।' বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা বিদেশমন্ত্রীর ব্রিটেন সফরের সময় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ফুটেজ দেখে স্তম্ভিত। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির এমন কাজ নিন্দনীয়।' বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জয়শংকরের মতো ভিভিআইপির নিরাপত্তায় বিপজ্জনক গাফিলতি স্পষ্ট ওই ঘটনায়।

পিঠে তৈরির গল্পের ঢঙে তাল

প্রথম পাতার পর

পরে বোঝা গেল, দ্বিতীয় লাইনটার ধাঁচে কিছুই হয়নি বাস্তবে। বরং বিজেপি নেতারা ভুয়ো অডিও তৈরি করেছিলেন তৃণমূলকে চাপে ফেলতে। আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বিজেপি যাঁকে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে প্রার্থী করেছিল, সেই রেখা পাত্রও সম্পূর্ণ চুপ। কার্যত উধাও।

একইরকম স্টাইলে আরজি করেও যে তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে এত চর্চা, এত প্রতিবাদ হল, তার কিছুই প্রমাণ হল না। সিবিআই পর্যন্ত এক শতাংশ বাড়তি তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারল না। শাসকদের হারা ম্যাচ জিতিয়ে দিল বিরোধীরাই। এর মাঝে তিনটে বড় প্রশ্নের ধাঁধায় বিদ্ধ হলাম আমরা, যার বিশ্লেষণ বিরোধী নেতাদের কাছে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এক, সেদিন রাতে যে জুনিয়ার ডাক্তাররা ডিউটিতে ছিলেন, তাঁরা সামান্যতম বাড়তি তথ্য দিতে পারলেন না কেন? দুই, নির্যাতিতার বাবা-মা কেন এতবার নিজেদের সিদ্ধান্ত পালটে এককেবার এককে কথা বলতে থাকলেন? তিন, নকল শিরদাঁড়াটা কি এবার লালবাজার থেকে এনে নিজেদের টেবিলে রেখে দেবেন প্রতিবাদী ডাক্তাররা? জানি না, সেই শিরদাঁড়াটা এখন কোন ভাগাড়ে।

চিকিৎসকরা যে ধর্ষণ-খুনে একাধিক লোকের জড়িত থাকার তত্ত্ব বলছিলেন, তাতে তো জুনিয়ার ডাক্তারদেরই থাকার ইঙ্গিত। সেই সহপাঠীদের কথা বিপ্লবী ডাক্তাররা তুলে ধরলেন না কেন। এঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, শুধু সুপার সন্দীপ ঘোষই এখানে যুক্ত। কথা শুনে মনে হচ্ছিল, এঁরা সবকিছুই দেখছেন পার্টি রাজনীতির আয়নায়। সন্দীপের ডাক্তারি চালানোর অধিকার কেড়েই তাঁরা খুশি। এঁরা কেউ ভেবেছেন সন্দীপের স্ত্রী-সন্তানের মানসিক যন্ত্রণার কথা? সন্দীপের বাড়ি সম্পত্তির গল্পও অনেকটা সন্দেশখালির পিঠে তৈরির গল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এবং যাদবপুর। সেখানে ছাত্রের গাড়ির তলায় চাপা পড়ার ঘটনাও দাঁড়াচ্ছে পিঠে তৈরির গল্পে রঙিন মশলা মেশানোর মতো। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। ওখানে তৃণমূলের শিক্ষক নেতারাও যেমন, বাম-অতিবাম ছাত্ররাও তেমন। ঝামেলা লগ্নে জন্ম। ঝামেলা তৈরির জন্য যেন তাঁদের সব ঝামেলা। শিক্ষকদের বৈঠকে তা না হলে ছাত্রদের হাজির হওয়ার কী মানে? এত প্রতিবাদী-- অথচ তাঁরা তো র‍্যাগিংয়ে মৃত স্বপ্নদীপের 'জাস্টিস' আনতে পারেননি। প্রায় দু'বছর তাঁরা চুপচাপ বসেছিলেন কেন? কেনই বা এই নয়া আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলের ছাত্রদের ব্যবধান স্পষ্ট?

ব্রাত্য বসুরও বলিহারি! দীর্ঘদিন কলেজে পড়িয়েও কলেজ ছাত্রদের মানসিকতা বুঝতে ব্যর্থ তিনি। গাড়ি নিয়ে না পালিয়ে দরজা খুলে নেমে ছাত্রদের সামলালে তো তিনি এমন যাত্রাপালায় নায়ক হতে পারতেন।

সন্দেশখালি, আরজি কর এবং যাদবপুর-- তিনটি জায়গায় আন্দোলনের ধারায় একটা বাস্তব স্পষ্ট। বিধানসভা নির্বাচনেও এবার ব্যাপক হারে চলবে এআই এবং ফেক নিউজের ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। অনেক মিথ্যে সত্যি হয়ে যাবে, অনেক সত্যি হয়ে উঠবে মিথ্যা।

একদল পোস্ট করবে গাড়ির নীচে ছাত্রের পড়ে থাকার ছবি। অন্য দল পোস্ট করে বোঝাবে, গাড়ির নীচে কেউ পড়েইনি। আপনি কোনটাকে সত্যি ধরবেন, দেখুন।

আরও বিপজ্জনক, ফেক নিউজ তৈরির নায়করাই ঘুরবেন শিরদাঁড়া নিয়ে। চোরের মায়েরই শুনব বড় গলা। কালবৈশাখীর মতো উড়বে গুজব। তুষারপাতের মতো পড়বে গুজব। বাঙালিরা তো আর এখন নিজস্ব মস্তিষ্ক খাটায় না। দিব্যি নিজের পছন্দের গ্রুপের হোয়াটসঅ্যাপে যা দেখে, তা দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। নিরপেক্ষতা ত্রিবেণি সংগমে বিসর্জন দিয়ে এসে বাঙালি শুধু শুনতে চায় পছন্দের পার্টির পক্ষে সওয়াল ও খবর। নিজের পছন্দের খবর পেলে ভালো, নইলে সংবাদমাধ্যম চটিচাটা, গোদি মিডিয়া বা মাকু।

সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে আজকের মতো সন্ত্রাস, হত্যালীলা, অনাচার, লুটপাট আমাদের বিধানসভার নির্বাচনের সময়ও চলতে থাকলে তো আরও সরেস। পদ্মাপারেও হবে গঙ্গাপারের নির্বাচনের প্রধান ইস্যু। ফেক ছবি, ফেক খবর হয়ে উঠবে সব পক্ষের তূণের তির। সে সব সম্বল করেই ভাষণ দিয়ে লোক তাতানোর খেলায় মাতবেন শাসক-বিরোধী পার্টির মাথারা।

খেলা হবে। এবং সাধু সাবধান।

একান্ত সাক্ষাৎকারে মুথাইয়া মুরলীধরন

‘ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর বরুণই’

ফর্মে থাকা বরুণ চক্রবর্তীতে বাজি ধরছেন মুথাইয়া মুরলীধরন।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই ব্যর্থতার কারণে তাঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে মানসিকভাবে এখন অনেক ভালো জায়গায় রয়েছেন তিনি। কারণ, মুথাইয়া মুরলীধরনের মনে হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে থাকলে রোহিত শর্মার ভারতের সামনে লজ্জাজনকভাবে ম্যাচ হারত। হয়তো মানসম্মান জলাঞ্জলি যেত।

আজ দুপুরের দিকে কলম্বোয় মুরলীর সঙ্গে যখন যোগাযোগ করা হল, ব্যস্ত ছিলেন একটি বৈঠকে। প্রথমে সাক্ষাৎকার দিতে চাইছিলেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসন্ন ফাইনাল নিয়ে। পরে অনুরোধ করায় রাজি হয়ে গেলেন। ঘোষণা করে দিলেন, রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ফাইনালের আসরেও স্পিনাররা বড় ভূমিকা নেবেন। আর ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

রবিবার ফাইনালের ফেভারিট

অবশ্যই ভারত। ওরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে দাপটের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে চলেছে, তারপর রবিবারের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ফেভারিট ভাবার কোনও কারণ নেই। রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন না হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবাকই হব।

দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজ।

সেখানে বরাবরই স্লো পিচ হয়। এবারও তাই। তবে দুবাইয়ের গরমে মন্থর পিচে খেলা হলে তা নিয়ে অভিযোগ করার মানে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ ভালো লাগছে একথা ভেবে, অনেকদিন পর স্পিনারদের দাপট দেখছি সাদা বলের ক্রিকেটে।

ভারতের স্পিন চতুর্ভূজ

দুবাইয়ের পিচে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনে পাঁচজন স্পিনার নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মাস্টারস্ট্রোক। জসপ্রীত বুমরাহ এমনিতেই চোটের জন্য নেই। ওর অনুপস্থিতিতে স্পিনারদের উপর ভরসা রাখার জন্য গৌতম গম্ভীরকে কুর্নিশ জানাতেই হবে।

ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর

অবশ্যই বরুণ চক্রবর্তী। মনে রাখবেন, গদ্দাফি স্টেডিয়ামে দুর্বল দক্ষিণ আফ্রিকা বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বড় রান করা, আর দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভূজকে সামাল দেওয়া এক নয় একেবারেই। ব্যাটারদের অনেক বেশি স্কিলের প্রয়োজন হয়। নিউজিল্যান্ড দলে কেন উইলিয়ামসন ও কিছুটা রাচিন রবীন্দ্র ছাড়া বাকিদের সেই দক্ষতা আছে বলে মনে হয় না।

ভারতের কাঁটা কেন-রাচিন

(একটু ভেবে) হতে পারে। ওরা দুবাইয়ের মন্থর পিচে কীভাবে স্পিন খেলতে হয়, জানে। তবে ফাইনালে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের চাপ কতটা সামলাতে পারবে রাচিনরা, নিশ্চিত নই আমি।

বিরাটের পুনর্জন্ম

কোহলির প্রত্যাবর্তন চমকে দেওয়ার মতোই। সাম্প্রতিক অতীতে ও রান পাচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু খারাপ খেলছিল না। অস্ট্রেলিয়ার পারথে শতরানের পর বাকি সিরিজে একইভাবে ওর আউট হওয়াটা বিস্ময়কর। যা ওর মতো ব্যাটারের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয়। কোহলি কিন্তু দ্রুত ভুল শুধরে নিয়েছে।

ভারতের সব ম্যাচ দুবাইয়ে

দেখুন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল আয়োজক দেশ পাকিস্তান। ভারত যে সেখানে খেলতে যাবে না, এই কথা সবারই জানা। তাই হাইব্রিড মডেলে খেলা হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে এশিয়া কাপও এভাবেই হয়েছিল। রোহিতরা সব ম্যাচ তখন খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। এবার খেলছে দুবাইয়ে। হতে পারে একই মাঠে ভারত সব ম্যাচ খেলায় বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য তো রোহিতরা দায়ী নয়। তাই অযথা বিতর্কের মানে হয় না।

ফাইনাল অন্য ম্যাচ বলছেন কেন

টিম ইন্ডিয়ার কাঁটা হতে চান ‘ভারতীয়’ রাচিন

সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরানের পর নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র।

লাহোর, ৬ মার্চ : বিগ টুর্নামেন্ট প্লেয়ার।

ওডিআই বিশ্বকাপের পর চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রাচিন রবীন্দ্র ফের ভরসা দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডকে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর অন্যতম কারিগর রাচিনের চোখ আপাতত রবিবাসরীয় খেতাবি যুদ্ধে।

রাচিন ও কেন উইলিয়ামসনের জোড়া শতরানে রানের পাহাড় তৈরি করে নিউজিল্যান্ড। যে রান পাহাড়ে চাপে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় প্রচেষ্টা। রাচিনের লক্ষ্য এবার রোহিত ব্রিগেডের ট্রফি জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া।

সেমিফাইনালের গাঁট পেরোনোর খুশিটা উপভোগ করছেন। দুবাইয়ে পা রাখার পরই ভারত-বধের নীল নকশা নিয়ে বসে পড়বেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিন বলেছেন, ‘৩০০ টার্গেট ছিল। কিন্তু কেন গতিটা বাড়িয়ে দেয়। তারপর গ্লেন ফিলিপস, ড্যারিল মিচেলের ঝড়ে ৩৫০ (৩৬২/৬) পার। একটা প্রাচীর অতিক্রম। এবার পরবর্তী লক্ষ্যপূরণের ভাবনা। তবে এদিনের জয়টা উপভোগ করি, দুবাইয়ে পা রেখেই ফাইনাল নিয়ে ভাবব।’

৫টি ওডিআই সেঞ্চুরি। প্রতিটিই আইসিসি টুর্নামেন্টে। চলতি মেগা ইভেন্টে ইতিমধ্যে জোড়া সেঞ্চুরিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজির (একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ২টি শতরান) স্পর্শ করেছেন। ফাইনালে তৃতীয় তিন অঙ্কের দাবি পূরণ করতে চান রাচিন।

> ভারত দুর্দান্ত দল। দারুণ খেলছেও। ওদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। যা কাজে লাগাতে চাই। আর ফাইনালে যেকোনও কিছুই ঘটতে পারে। দুবাইয়ে শেষ ম্যাচে দারুণ আবহ ছিল। আমার বিশ্বাস, আকর্ষণীয় ফাইনাল হতে চলেছে।
>
> **কেন উইলিয়ামসন**

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শেষে রাচিন বলেছেন, ‘দলের জয়ে অবদান রাখতে পারার অনুভূতি সবসময় আলাদা। সেমিফাইনালে দাপুটে জয়ে দল আত্মবিশ্বাসী। চেয়েছিলাম ভালো শুরু। মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি বেশ ভালো বল করছিল। কিন্তু কিছুটা থিতু হওয়ার পর ইয়ং ও কেনের সঙ্গে পার্টনারশিপ আমাকে সাহায্য করেছে।’

প্রোটিয়া ব্রিগেডকে ছিটকে দিয়ে নিউজিল্যান্ডের অঘোষিত স্লোগান এখন ‘দুবাই চলো’। গত সপ্তাহে গ্রুপ লিগে ভারতের কাছে হেরে ফিরতে হয়েছিল দুবাই থেকেই। বদলার সঙ্গে এবার ট্রফির হাতছানি। কেন উইলিয়ামসন বলেও দিচ্ছেন, ফাইনাল আলাদা ম্যাচ।

সেমিফাইনাল ম্যাচে কিউয়ি দলের আরেক শতরানকারী উইলিয়ামসন বলেছেন, ‘ভারত দুর্দান্ত দল। দারুণ খেলছেও। ওদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। যা কাজে লাগাতে চাই। আর ফাইনালে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারে। দুবাইয়ে শেষ ম্যাচে দারুণ আবহ ছিল। আমার বিশ্বাস, আকর্ষণীয় ফাইনাল হতে চলেছে।’

লাহোরে যেখানে হাইস্কোরিং ম্যাচ, সেখানে দুবাইয়ে ছবিটা উলটো। বোলারদের দাপট। উইলিয়ামসনও মানছেন, যে পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াকে গুরুত্ব দেবেন। সেমিফাইনাল জয়ের উৎসব ঝেড়ে বৃহস্পতিবার থেকেই ফাইনাল-মোডে। উইলিয়ামসন বদ্ধপরিকর ২৫ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পুনরুদ্ধারে।

ফাইনাল-অঙ্কের মাঝে ম্যাট হেনরি চোট ঘিরে অনিশ্চয়তা। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার বলেছেন, ‘কাঁধে হালকা চোট। অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। দিন দুয়েক দেখার পর পরিস্থিতি পরিষ্কার হবে।’ তবে টিম সূত্রের খবর, হাতে কয়েকটা দিন রয়েছে, তার মধ্যেই ম্যাচ-ফিট হয়ে যাবেন দলের এক নম্বর পেসার।

বরুণ সোনা, কিন্তু কুলদীপ হিরে : অশ্বীন

চেন্নাই, ৬ মার্চ : সোনার জন্য হিরে যেন হাতছাড়া না হয়।

বরুণ চক্রবর্তী বনাম কুলদীপ যাদব ইস্যুতে এমনই দাবি রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। গৌতম গম্ভীর জমানায় বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে রহস্য স্পিনার বরুণ। ক্রিকেটমহলের ধারণা, অচিরেই সাদা বলের ফরম্যাটে বরুণের কাছে জায়গা হারাতে চলেছেন কুলদীপ। সব ম্যাচে চার স্পিনার খেলানো সম্ভব নয়। অলরাউন্ডার হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলরা অগ্রাধিকার পাবে। তৃতীয় স্পিনারের লড়াইয়ে বরুণ বনাম কুলদীপ। গম্ভীরের বরুণ-প্রীতি কুলদীপের জন্য সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকে। তবে কুলদীপের হয়ে ব্যাট ধরে সমালোচকদের উদ্দেশে অশ্বীনের বার্তা, বরুণ সোনা। কিন্তু কুলদীপ হিরে। মাথায় রাখতে হবে কোনওভাবে যেন হিরে হাতছাড়া না হয়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, ‘অনেককে দেখছি কুলদীপের সমালোচনা করছে। আমাকে ট্যাগ করে লিখছে ও পারফর্ম করতে পারছে না। এহেন সমালোচনার যৌক্তিকতা আমার বোধগম্য নয়।’

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বোলিং স্ট্র্যাটেজি তুলে ধরে অশ্বীনের যুক্তি, ‘স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন, জোশ ইনগ্লিসদের বিরুদ্ধে বাঁহাতি স্পিনার ব্যবহারের ভাবনায় কুলদীপকে প্রথমবার পাওয়ার প্লে-তে আক্রমণে আনে। শুরুতে সবসময় বিগহিটের সম্ভাবনা থাকে। ট্রাভিস হেডের হাতে ছক্কাও খেয়েছে। কিন্তু তারপরও ও ভালো বল করেছে। আর পরিসংখ্যান, উইকেট সংখ্যা দেখে সবসময় বোলিং পারফরমেন্সকে বিচার করা ভুল। সীমিত ওভারের ক্রিকেট এভাবে দেখা হয় না। বোলিংয়ে হাজার একটা ফ্যাক্টর কাজ করে।’

অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘নতুন মুখ বরুণ। এক্স ফ্যাক্টরও। অবশ্যই আমাদের কাছে ও সোনা। কিন্তু কোনওভাবে হিরে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কুলদীপ হল হিরে। উইকেট দিয়ে কুলদীপের বোলিংকে বিচার করতে যাওয়া অনুচিত। অনেকে বলেন, কুলদীপ অভিজ্ঞ, আরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তাদের বলব, চলতি পরিসংখ্যান নয়, বোলিং দক্ষতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার কার্যকারীতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’

মা হচ্ছেন ভিনেশ

চণ্ডীগড়, ৬ মার্চ : নতুন অধ্যায় জুড়তে চলেছে কুস্তিগির ভিনেশ ফোগটের জীবনে। বৃহস্পতিবার নিজের ইনস্টাগ্রামে স্বামী সোমবীর রাঠির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের ভালোবাসার গল্পে একটি নতুন অধ্যায়।’ সেইসঙ্গে ভিনেশ একটি পা ও হৃদয়ের ইমোজি দেন। যা দেখেই সকলে বুঝে যান মা হতে চলেছেন ভিনেশ। এরপরই তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান দুই কুস্তিগির সাক্ষী মালিক ও বজরং পুনিয়া।

আজ শুরু রোহিতদের ‘ফাইনাল’ প্রস্তুতি

দুবাই, ৬ মার্চ : প্রাথমিক লক্ষ্যপূরণ হয়ে গিয়েছে। এবার এগিয়ে চলার আসল চ্যালেঞ্জ।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে সিরিজ হাতছাড়া করার পর ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েই তৈরি হয়েছিল প্রশ্ন। কোচ গৌতম গম্ভীরের পাশে দলের দুই সিনিয়ার তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়েও চলছিল সংশয় ও জল্পনা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে যাওয়ার পর যাবতীয় জল্পনা আপাতত উধাও। বরং বাইরে থেকে দেখে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আদ্যন্ত সুখী পরিবার বলেই মনে হচ্ছে। যেখানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভরসাও। কোহলি, রোহিতরা না পারলে শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলরা ঠিক ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারবেন। আর দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে বাকি কাজটা করে দলকে জেতানোর জন্য রোহিতের স্পিন চতুর্ভূজ তো তৈরিই রয়েছে।

টানা চার ম্যাচে জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একমাত্র অপরাজিত দল হিসেবে রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলতে নামছেন রোহিতরা। তার আগে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার পর টানা দুই দিন বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল থেকে ফাইনালের প্রস্তুতিতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুক্রবার আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলন রয়েছে ভারতের। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালের লক্ষ্যে সাফল্যের নীল নকশা তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আজ দুবাইয়ে বিশ্রামের মাঝেই ভারতীয় দল কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে কিউয়িদের বিরুদ্ধে স্পিন চতুর্ভূজে ভরসা রাখার বিষয়টি। গতরাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসন শতরান করেছিলেন। নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের ফর্মে থাকা এই দুই তারকাকে থামানোর জন্য ফের বরুণ চক্রবর্তীর দিকেই তাকিয়ে রোহিতরা।

গত ২ মার্চ দুবাইয়ের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচেই চার স্পিনারের প্রথম আবির্ভাব হয়। চতুর্থ স্পিনার হিসেবে প্রথম সুযোগেই পাঁচ উইকেট নিয়ে বাজিমাত করেন বরুণ। রবিবাসরীয় ফাইনালেও তাঁর উপরই ভরসা রাখছেন রোহিত-গম্ভীররা।

ছুটির মেজাজে দুবাইয়ের রাস্তায় ঘুরছেন রবীন্দ্র জাদেজা। বৃহস্পতিবার।

দশজনে খেলেও জয় বার্সেলোনার

বেকারের বিশ্বস্ত হাতে জয় লিভারপুলের

প্যারিস ও মাদ্রিদ, ৬ মার্চ : সারা ম্যাচজুড়ে প্যারিস সাঁ জাঁ-র দাপট। কিন্তু তারপরও লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদেরকে। বলা ভালো, অ্যালিসন বেকারের দানবীয় পারফরমেন্সই তাদেরকে জিততে দেয়নি।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেছিল পিএসজি। কিন্তু গোলমুখে কার্যত ‘চিনের প্রাচীর’ হয়ে দাঁড়ান লিভারপুলের ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। নয়টি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে রেডস দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখেন তিনি। খেলার গতির বিপরীতে লিভারপুলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হার্ভে ইলিয়ট।

জয়ের পর অ্যালিসনের প্রশংসা করে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, ‘পিএসজি-র বিরুদ্ধে অ্যালিসন বেকার প্রমাণ করেছে, কেন ওকে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক বলা হয়। ওর জন্য আমরা ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছি।’ অ্যালিসন এই পারফরমেন্সকে জীবনের সেরা বলেই মনে করছেন।

তবে বেকারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে বার্সেলোনার গোলরক্ষক ওজসিয়েচ সেজনির পারফরমেন্স। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে দশজনে খেলেও বেনফিকার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। ম্যাচের শুরুতে বার্সা ডিফেন্ডার পাউ কুবারাসি লাল কার্ড দেখেন। কিন্তু তারপরেও গোলরক্ষক সেজনির অনবদ্য পারফরমেন্সে তারা কোনও গোল হজম করেনি। একাধিকবার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেছেন তিনি। ৬১ মিনিটে বার্সার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রাফিনহা। ম্যাচের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘দশজনে খেলে ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়। ছেলেরা সেটাই করেছে। বিশেষ করে গোলরক্ষক সেজনি এদিন দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে।’

অপর ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ ৩-০ গোলে বেয়ার লেভারকুসেনকে হারিয়েছে। বাভারিয়ানদের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। অন্যটি জামাল মুসিয়ালার। ফেনুর্দকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন মার্কাস থুরাম ও লওটারো মার্টিনেজ।

নয়টি সেভ করে লিভারপুলের জয়ের নায়ক অ্যালিসন বেকার।

ফলাফল

প্যারিস সাঁ জাঁ ০-১ লিভারপুল

বেনফিকা ০-১ বার্সেলোনা

বায়ার্ন মিউনিখ ৩-০ বেয়ার লেভারকুসেন

ফেনুর্দ ০-২ ইন্টার মিলান

আকিবকে জোকার বললেন গিলেসপি

সিডনি, ৬ মার্চ : দল আগেই ছিটকে গিয়েছিল।

হাতছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল আয়োজনের সুযোগও। লাহোরের বদলে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড খেতাবি যুদ্ধ। সবমিলিয়ে ঘরে-বাইরে হতাশা, সমালোচনার সুনামিতে ভাসছে পাকিস্তান।

এরমধ্যেই হেডকোচ আকিব জাভেদকে ‘জোকার’ কটাক্ষ বাবর আজমদের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপির। দলের ব্যর্থতার অজুহাতে আকিবের দাবি, ‘গত ২ বছরে প্রায় ১৬ জন কোচ ও ২৬ জন নির্বাচক বদলেছি আমরা। বিশ্বের যে কোনও দলের সঙ্গে এরকম হলে তাদেরও একই হাল হত। সর্বস্তরে স্থিতিশীলতা না আসলে উন্নতি অসম্ভব।’

আকিবের যে যুক্তিকে হাস্যকর আখ্যা দিয়ে গিলেপসির অভিযোগ, ‘আকিব আসলে গ্যারি এবং আমার (দুইজনই পাকিস্তানের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান) বিরুদ্ধে পর্দার আড়াল থেকে প্রচার চালাচ্ছিল, যাতে সব ফর্ম্যাটে কোচ হতে পারে। ও আদপে একটা জোকার।’

ম্যাচ হেরে আইসিসি-কে তোপ মিলারের

প্রোটিয়া মিডিয়ার নিশানায় গম্ভীরও

লাহোর, ৬ মার্চ : সেমিফাইনালের গাঁটে ফের আটকে যাওয়া। ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জয়ের পর গত আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে ছবিটা কিছুতেই বদলাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকার। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো শুরু করেও ফের শূন্য হাতে ফেরা। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং বিস্ফোরণের সামনে মাঝপথেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়। যদিও বাইশ গজে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। বাকি দলগুলির মতো সেই একসুর-দুবাই বিতর্কে ঘি ঢেলে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করা।

টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর দুবাই-ইস্যুতে ডেভিড মিলারের আক্রমণের মুখে আইসিসি। দাবি করেন, সেমিফাইনালের টক্করের আগে লাহোর-দুবাই-লাহোর জার্নি তাদের সমস্যায় ফেলে। ৬৭ বলে শতরান করেও দলকে ফাইনালে তুলতে না পারা মিলারের যুক্তি, অহেতুক জার্নি মোটেই আদর্শ ছিল না। তারকা প্রোটিয়া মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, ‘এটা শুধু এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিমানযাত্রা না, সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এহেন পরিস্থিতি মোটেই আদর্শ নয়। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের পর সাতসকালে দুবাইয়ের বিমান ধরা। তারপর সেখান থেকে আবার লাহোরে ফেরা। আমাদের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। হয়তো ৫-৬ ঘণ্টা লম্বা বিমান জার্নি নয়। শারীরিক ধকল কাটিয়ে ওঠার সময়ও পেয়েছি আমরা। কিন্তু তারপরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথের আগে এটা মোটেই কাম্য ছিল না।’

দক্ষিণ আফ্রিকা সংবাদমাধ্যমের রোষের মুখে আবার ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর! দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার ফলে সুবিধা পাচ্ছে ভারত, নাসের হুসেন, মাইকেল আথারটনদের যে সমালোচনার বিরুদ্ধে একহাত নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের হেডস্যর।

গম্ভীর যুক্তি দেখান, দুবাইয়ে থাকলেও প্র্যাকটিস তাঁরা করছেন সেখানকার আইসিসি অ্যাকাডেমিতেই। ফলে মাঠ, পিচ নিয়ে যে সুবিধার কথা বলা হচ্ছে তা অযৌক্তিক। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ প্রোটিয়া মিডিয়া। গৌতম গম্ভীরকে ‘অহংকারী’ আখ্যা দিয়েছে, আইসিসি অ্যাকাডেমি থেকে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের কয়েকশো মিটার দূরত্বের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে।

কটাক্ষের সুরে প্রোটিয়া মিডিয়ার দাবি, ভারত যদি ট্রফি জেতেও সেই সাফল্য অনেকটাই অন্তঃসারশূন্য হবে, যা অস্বীকার করা মুশকিল। এক হোটেলে টানা থাকা, একই প্র্যাকটিস মাঠ, একই মাঠে খেলা - বাকি দলগুলির থেকে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে ভারত।

শতরান করেও সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়া ডেভিড মিলারকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন কেন উইলিয়ামসন।

> এটা শুধু এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিমানযাত্রা না, সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এহেন পরিস্থিতি মোটেই আদর্শ নয়। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের পর সাতসকালে দুবাইয়ের বিমান ধরা। তারপর সেখান থেকে আবার লাহোরে ফেরা।
>
> **ডেভিড মিলার**

অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চ : অবসর ভেঙে ফিরছেন সুনীল ছেত্রী।

জাতীয় দল থেকে গত জুনে অবসর নেন ভারতীয় ফুটবল কিংবদন্তি। বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে অবশ্য এবারের আইএসএলে তাঁর পারফরমেন্স দুর্দান্ত। এখনও পর্যন্ত ২৩ ম্যাচের ১৭টিতে শুরু করে তিনি ১২ গোল করে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক গোলস্কোরার। যার মধ্যে একটি হ্যাটট্রিক। জোড়া অ্যাসিস্টও আছে তাঁর। তবু তাঁর জাতীয় দলে ফেরার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রতিবেদকের সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে এসেও বলেছেন, 'আমি ভালোই আছি অবসরের পর।' সেই তাঁরই জাতীয় দলে অবসর ভেঙে ফেরার খবর বৃহস্পতিবার দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিন তাঁরা এক্স হ্যান্ডলে লেখে, 'দ্য ক্যাপ্টেন, দ্য লিডার, দ্য লিডার উইল রিটার্ন ইন টু দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম ফর দ্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডো ইন মার্চ।' অর্থাৎ ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে তাঁকে সামনে রেখেই নামবে জাতীয় দল। ৪০ বছরের এই তারকা ৯৪ গোল করে এই মুহূর্তে পুরুষদের ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি ও আলি দাইয়ের পর চতুর্থ ফুটবলার সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায়। গত জুনে কুয়েতের বিপক্ষে তিনি কলকাতাতেই অবসর নেন। তার আগে থেকে তো বটেই, পরেও একটিও ম্যাচ এখনও জেতেনি ভারতীয় দল।

স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার একজন ফুটবলার খুঁজছিলেন মানোলো মার্কুয়েজ। নিশ্চিতভাবেই তাঁর এই অবসর ভেঙে ফেরার পিছনে কোচের ভূমিকা আছেই। এর আগে এভাবেই দলকে চাঙ্গা করতে একসময়ে স্টিফেন কনস্টানটাইন অবসর ভাঙিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন আইএম বিজয়নকে। তবে এখনও এই বিষয়ে না সুনীল, না মানোলো, কেউই মুখ খোলেননি। সম্ভাব্য স্কোয়াড ঘোষণাও সম্ভবত স্থগিত ছিল এই কারণেই। ১৩ মার্চ থেকে বাংলাদেশ ম্যাচের শিবির শুরু হওয়ার কথা। সুনীলের ফেরার খবরের পাশাপাশি এবারের দল থেকে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর দল থেকে বাদ যাওয়াও বড় খবর। চোটের জন্য বাদ আনোয়ার আলিও।

২৬ জনের স্কোয়াড

গোলরক্ষক ঃ অমরিন্দার সিং, গুরমিত সিং, বিশাল কেইথ।

ডিফেন্ডার ঃ আশিস রাই, বরিস সিং থাংজাম, চিঙ্গলেসানা সিং, ভালপুইয়া, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, রোশন সিং, সন্দেশ ঝিংগান, শুভাশিস বসু।

মিডফিল্ডার ঃ আশিক কুরুনিয়ান, আয়ুষ দেব ছেত্রী, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, জিকসন সিং, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, নাওরেম মহেশ সিং, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।

স্ট্রাইকার ঃ সুনীল ছেত্রী, ফারুখ চৌধুরী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মনবীর সিং।

রোজা না রাখায় 'অপরাধী' সামি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলছে। দেশের প্রতি যে দায়বদ্ধতায় ধর্মের আগে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ক্রিকেটকে। রোজা রাখতে পারছেন না। যার জেরে ধর্মীয় নেতাদের তোপের মুখে মহম্মদ সামি। ধর্মীয় অনুশাসন না মানায় সামিকে ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়েছেন 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত'-এর সভাপতি মৌলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বারেইলভি।

মৌলানার অভিযোগ, 'রোজা না রেখে ও অপরাধ করেছে। শরিয়তের চোখে ও একজন অপরাধী। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে। সুস্থ থাকলে রোজা রাখা আবশ্যিক। ম্যাচ চলাকালীন মহম্মদ সামি জল এবং অন্য কিছু খেয়েছে। সবাই তা দেখেওছে। আর যখন খেলছে, তার মানে ও সুস্থ। অথচ রোজা না রেখে ভুল বার্তা দিয়েছে ও।'

মৌলানার সমালোচনার মুখে সামির পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাঁদের দাবি, দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছে সামি। যে কোনও মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে তাঁরাও সামির জন্য গর্বিত। ধর্মকে খেলার মাঝে টেনে আনা অযৌক্তিক।

এদিকে, বল পালিশে 'থুতু' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সামির দাবিকে সমর্থন জুগিয়েছেন টিম সাউদি, ভার্নন ফিলান্ডাররা। সেমিফাইনালের পর সামির দাবি, থুতু ব্যবহার না করায় প্রভাব পড়ছে রিভার্স সুইংয়ে। আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। সাউদি-ফিলান্ডারও জানিয়েছেন, করোনাকালে বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার পর রিভার্স সুইং ক্রিকেট থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এর বদল দরকার।

'মিথরি' সিনেমায় এভাবেই দেখা যাবে ডেভিড ওয়ার্নারকে।

তেলুগু ছবিতে ওয়ার্নার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : বাইশ গজ ছেড়ে এবার সেলুলয়েডের পর্দায় নতুন ভূমিকায় ডেভিড ওয়ার্নার। সূত্রের খবর, তেলুগু ছবিতে আকর্ষণীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। ভারত বিশেষত দক্ষিণী ছবি ভালোবাসেন ওয়ার্নার। আল্লু অর্জুনের ভক্ত। রবি শংকরের প্রযোজনায় তৈরি 'মিথরি' ছবির অনুষ্ঠানে এই খবর সামনে আসে। প্রযোজক জানান, ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ওয়ার্নারকে। গত সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সিনেমায় ওয়ার্নারের শুটিংয়ের ছবি প্রকাশ্যে আনে অজি মিডিয়া।

জিতল ভারতী

কোচবিহার, ৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ভারতী সংঘ ৪০ রানে এমজেএন ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ভারতী ৩৮.২ ওভারে ১৫৬ রানে অল আউট হয়। কুণাল সাহা ৩৪ রান করেন। দীপক শা ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এমজেএন ২৩.৩ ওভারে ১১৬ রানে সব উইকেট হারায়। প্রেম শা ৫৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা ভাস্কর বিশ্বাস ৪২ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেন। শুক্রবার খেলবে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ও সংস্থার কোচিং ক্যাম্প।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে ভাস্কর বিশ্বাস। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ওয়াকওভার দিল বিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ ১১৫ রানে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে কমার্স ৫ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে। করণ মাহাতো ৬৬ ও হৃষীকেশ সরকার ৩৬ রান করেন। ভাস্কর সরকার ৪১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ময়নাগুড়ি ১৫ ওভারে ৭০ রানে গুটিয়ে যায়। সৈকত সরকার ১৫ রান করেন। ময়ূখ নন্দী ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আরমান আলি (৭/২)।

অন্যদিকে, কোচবিহারের বিটি ইভিনিং কলেজ না আসায় আলিপুরদুয়ার কলেজকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি কমার্স ও আলিপুরদুয়ার।

ম্যাচ হেরে আইসিসি-কে তোপ মিলারের

খবর এগারোর পাতায়

সুশ্রুতের ৭৭

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। বৃহস্পতিবার তারা ৪০ রানে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে টাউন ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুশ্রুত সরকার ৭৭ ও শেখর মহন্ত ৪০ রান করেন। জবাবে নব যুবক ৫ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায়। প্রীতম দাস ৩৩ রান করেন।

ম্যাচের সেরা সুশ্রুত সরকার।

কার্যকারিতায় বিপক্ষ এগিয়ে : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : ফিরতি লেগ যে সহজ হবে না, এই কথা না বোঝার মতো বোকা অস্কার ব্রুজোঁ নন। তাই ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে হারের আফসোস এখন লাল-হলুদ শিবিরে। তবে শেষ চেষ্টা দলের তরফে করা হবে বলেই আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত।

গতকাল সাউল ক্রেসপো মাঝমাঠ থেকে না পারলেন খেলা পরিচালনা করতে, না রাফায়েল মেসি বাউলি, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা সামনে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে। ব্রুজোঁও মেনে নিলেন যে পিভি বিষ্ণু, রিচার্ড সেলিসরা ফ্লপ করেছেন। তারপরও আশায় ব্রুজোঁ। বলছেন, 'এই ফল কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে আমাদের হাতে আরও ৯০ মিনিট থাকল।' তবে এরপরেই বাস্তবটা স্বীকার করে তাঁর মন্তব্য, 'কার্যকারিতাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। বক্সে আরও ভালো হতে হবে, এই কথা আমরা বারবারই বলছিলাম। ওরা মাত্র দুইটি সুযোগ পেয়ে একটা কাজে লাগিয়ে ফেলেছে। সেখানে আমার প্রচুর চেষ্টা করেছি, সেট পিস, নিজেদের কাছে বল রাখা, ক্রস তোলা, সবকিছু করেও সেগুলোকে গোলে পরিণত করতে পারিনি।' প্রতিপক্ষ যে শারীরিক দিক থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, সেটাও স্বীকার করেছেন লাল-হলুদ কোচ, 'এই উচ্চপর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট বিষয়ও বড় হয়ে যায়। ম্যাচের শুরুতে যখন খেলাটা তৈরি হচ্ছে তখনই আমরা বলের দখল হারাই। ওরা প্রতিপক্ষ বক্সে কীভাবে আসছে বা ওদের শুটিংয়ে ক্ষিপ্রতা দেখলেই সবটা বোঝা যাবে।'

শোক সংবাদ

দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, আমাদের পরম পূজনীয়া **মাতা সন্তোষ কানোডিয়া** (ধর্মপত্নী স্বর্গীয় ওম প্রকাশ কানোডিয়া) গত **শুক্রবার ২৮.০২.২০২৫** তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বৈঠকঃ ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে **১০ই মার্চ, ২০২৫** সোমবার দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শিলিগুড়ি জ্যোতি নগর ডন বসকো স্কুলের বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রসাদঃ ১২ই মার্চ ২০২৫ বুধবার দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত শিলিগুড়ি, আড়াই মাইল, সেবক রোড, মালাবার গোল্ডের বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

দ্বাদশা ও রস্মপাগড়ীঃ ১২ই মার্চ ২০২৫ বুধবার দুপুর ৪টা থেকে শিলিগুড়ি, আড়াই মাইল, সেবক রোড, মালাবার গোল্ড এর বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

- শোকাকুল -

শকুন্তলা দেবী - কমল লাল আগারওয়াল (মাতা-পিতা)
জ্যোতি প্রকাশ - সারিতা কানোডিয়া (পুত্র-পুত্রবধূ)
শশী প্রকাশ - গুলশান কানোডিয়া (পুত্র-পুত্রবধূ)
আদিত্য, বিক্রম, রশমি, ঐশ্বরিয়া (নাতি-নাতনি)
এবং সমস্ত কানোডিয়া পরিবার।
M : 90026 80577, 76999 99066